শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাসজী মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, ব্রজানন্দঘেরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির
হইতে অনন্ত দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি

গ্রন্থের পরিশিষ্ট বিশেষ—

মঞ্জরী স্বরূপ নিরূপণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন।।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৪)

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, ব্রজানন্দঘেরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির হইতে

শ্রীঅনন্ত দাস

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসী যুগলের সর্ব্বসেবার সমাধানকর্ত্রী যূথেশ্বরী শ্রীমতী
অনঙ্গ মঞ্জরীর যূথে যিনি শ্রীমতী মদনমঞ্জরী রূপে নিত্য সেবায় নিযুক্ত
থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীশ্রীগৌরলীলায় তদীয়
অভিন্ন কলেবর শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পরিকর
শ্রীশ্রীগোপাল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ
হইয়াছেন, তদীয় পরিকর আমার পরম
আরাধ্য দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীগোপালচন্দ্র
গোস্বামী প্রভুপাদের প্রীতির
জন্য এই মঞ্জরী স্বরূপ-
নিরূপণ যমুনাজলে
যমুনাপূজার
ন্যায়
তাঁহার শ্রীকর
কমলে এই অযোগ্যাধম
শিষ্য কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা ভক্তি
সহকারে সমর্পিত হইল।

দাসানুদাস—
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

(C)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর নিখিল রসিকভক্ত— কবিকুলমুকুটমণি—

আচার্য্যবর্য্যাগ্রগণ্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-চরণ।

সম্মুখে বিনয়াবনত জিজ্ঞাসু বাদ্সাহের সহিত বাক্যালাপকালে বাদ্সাহের কোন প্রধান চিত্রশিল্পী কর্ত্তৃক শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের সাক্ষাৎ চিন্ময়তনুদৃষ্টে অঙ্কিত এই শ্রীমূর্ত্তি অতি সঙ্গোপনে সুরক্ষিত। দক্ষিণ জঙ্ঘামধ্যে উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত—"বাবা রূপ"।

প্রায় ৫০০ পাঁচশত বৎসরের অতি প্রাচীন বহু আয়াসে কোন মহাত্মার কৃপায় প্রাপ্ত সেই মূল চিত্রের অবিকল প্রতিচিত্র অধুনা শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে— বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

প্রকাশকের নম্র নিবেদন

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার দান মঞ্জরী ভাবসাধনা। গোপীভাবে উপাসনার কথা অনাদিসিদ্ধ পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ও প্রাক্চৈতন্য যুগে বহু মনীষিগণের বর্ণিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে, রুদ্রযামলতন্ত্রে, শ্রীশঠকোপাচার্য্য (অন্য নাম শঠারি) কৃত ''সহস্রগীতি'' গ্রন্থে গোপীভাবে সাধনার উল্লেখ আছে (উজ্জীবন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ কর্ত্তৃক এই সহস্রগীতি গ্রন্থ মূল তামিল বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহানুভবগণের বর্ণনায় সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা দৃষ্ট হয়। (কয়েকজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইজন সহজিয়া চণ্ডীদাস, ইহারা বর্জ্জনীয়)।

শ্রীভট্ট ''শ্রীযুগল শতক'' গ্রন্থে গোপীভাবে ভজনের কথা লিখিয়াছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে সমাপ্তির তারিখ ১৩৫২ সম্বৎ (১২৯৬ খৃষ্টাব্দ)। হস্ত লিখিত কোন গ্রন্থে সমাপ্তির তারিখ ১৬৫২ সম্বৎ বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ শেষের তারিখ সত্য, যেহেতু নানা কারণে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ অসম্ভব (absurd) বলিয়াই মনে হয়। নিম্বার্কীয় দেবাচার্য্য বেদান্তের সিদ্ধান্তে ''জাহ্নবী ভাষ্য'' লিখিয়াছেন। দেবাচার্য্য হইতে শ্রীভট্ট ১৭শ আচার্য্য। ''আচার্য্য চরিত'' নামক গ্রন্থে দেবাচার্য্যের জন্ম ১১১২ সম্বৎ বা ১০৯৬ খৃষ্টাব্দ। দেবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত জাহ্নবীর উপরে ''সিদ্ধান্ত সেতু'' টীকা লিখিয়াছেন— শ্রীসুন্দর ভট্ট। সুন্দর ভট্ট কোন স্থানে ''ইতিমাধ্বা'' এই প্রকার লিখিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের কাল ১২৩৮ A.D. হইতে ১৩১৭ A.D. সুন্দর ভট্ট তাঁহার পরবর্ত্তী বা কিঞ্চিৎ সমসাময়িক।

দেবাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সুন্দরভট্ট। সুন্দরভট্ট হইতে শ্রীভট্ট ষোড়শতম আচার্য্য। সুতরাং তিনি ১২৯৬ খৃষ্টীয় বৎসরে ''যুগলশতক'' লিখিতে পারেন

না। শ্রীভট্টের শিষ্য হরিব্যাস দেবজী, ''মহাবাণী'' (হিন্দী) গ্রন্থে সখীভাবের উপাসনার কথা লিখিয়াছেন, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ যদি শ্রীভট্টের কাল নির্দ্ধারিত হয় তবে হরিব্যাস দেবজী নিশ্চয়ই গোস্বামিগণের পরবর্ত্তী হইবেন।

এইরূপে শ্রীগোস্বামিপাদগণের পরবর্ত্তী এবং পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লিখিত উক্ত গ্রন্থাদিতে সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা বর্ণিত হইলেও তাহাতে সখী ভাবের মধ্যে শ্রীরাধা স্নেহাধিকা কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না; অথবা ঐ সকল গ্রন্থে মঞ্জরীগণের সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুগ শ্রীমৎরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণেরই ইহা অভিনব আবিষ্কার। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ গভীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দুর্লক্ষ্যচর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উজ্জ্বল রসের শ্রেষ্ঠতম আধার মহাভাব স্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীগণের মধুররস পরিপাটী অশেষ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি মঞ্জরীতত্ত্বের সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন মাধুরী আস্বাদনই যাঁহাদের জীবাতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার অঙ্গ সঙ্গাদির সহায়তা করাতেই স্বীয় সুখাতিশয় বোধরূপ পরম আকর্ষক ভাব বিশেষে যাঁহারা আত্মহারা— সেই সখীগণ ''সমস্নেহা'' ও ''অসমস্নেহা'' ভেদে দ্বিবিধা। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ বহন করেন সেই শ্রীললিতা বিশাখাদিকে ''সমস্নেহা'' বলা হয়। অসমস্নেহা আবার ''কৃষ্ণ স্নেহাধিকা'' ও ''রাধা স্নেহাধিকা'' ভেদে দ্বিবিধা। শ্রীধনিষ্ঠাদি কৃষ্ণ স্নেহাধিকা ইঁহাদের আনুগত্যে ভজনের প্রথা নাই। ''রাধাস্নেহাধিকা'' শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণই মঞ্জরী নামে অভিহিতা। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ ইঁহাদের স্থায়িভাবটিকে ভাবোল্লাসারতি (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে) আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দ রসমাধুর্য্য আস্বাদনে ইঁহাদের অধিকার সর্ব্বোচ্চে। ইঁহারা সখীর কক্ষাতে থাকিয়াও সেবৈক নিষ্ঠত্ব হেতু সৌভাগ্যে সখীগণ অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠা। ইঁহাদের আনুগত্যে ভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার চরণানুগ শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের শিক্ষা। তটস্থা জীবশক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু আর কোন জগতে নাই। ইহা ব্রহ্মা, শিব, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীরও সুদুর্লভা।

মদীয় পরমারাধ্য শ্রীমদ্‌গুরু মহারাজ এই "মঞ্জরী স্বরূপ নিরূপণ" গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য মঞ্জরীগণের স্বরূপ, স্থায়িভাব, তথা বিভাব, অনুভাবাদি ক্রমে তাঁহাদের ভাবোল্লাসারতির রস নিষ্পত্তি অপূর্ব্ব পরিপাটীর সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থরত্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনের সার সম্পদ্ বলিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভুগণ, বিরক্ত বৈষ্ণব, বহু মনীষী ও ভজনানন্দী পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন অভিমত গ্রন্থ শেষে দ্রষ্টব্য।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ভজনানন্দী বৈষ্ণব মহাত্মাগণের আগ্রহে সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পুনরায় প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারই সঙ্কলিত মঞ্জরীভাব সাধন পদ্ধতি গ্রন্থ অবশ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রাত্যহিক শ্রীবৈষ্ণব সেবার অপরিহার্য্য নিয়মে আবদ্ধ থাকার ফলে অন্যত্র গিয়া গ্রন্থ মুদ্রণের ভারাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা মাদৃশ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমতাবস্থায় স্বীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আমাদের কোন অকৃত্রিম পারমার্থিক সহৃদয় বান্ধব মুদ্রণের যাবতীয় ব্যবস্থার ভারাভার স্বয়ং কৃপা করিয়া গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখেন। একমাত্র তাঁহারই সক্রিয় চেষ্টার ফলে শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ-কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রচারিত অমৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যা সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় (কলিকাতা হরিহর লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ) বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীগ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনের ভার সানন্দে এবং সোৎসাহে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য প্রুফ্ সংশোধনকারী প্রাপ্ত হইয়াই এতাদৃশ জটীল তত্ত্বপূর্ণ শ্রীগ্রন্থের যথাসম্ভব সংশোধিত সংকলন সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি অপূর্ব্ব অভিনব অমৃতবর্ষিণী সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া ভাগবত রস পিপাসু ভক্তগণের ও বিশ্ববাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বহুদিন হইতে আমরা তাঁহার এই মহান্ গুণে মুগ্ধ এবং তাঁহার প্রকাশিত ভাগবত যৎকিঞ্চিৎ প্রচার সৌভাগ্য পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তিনি অটুট স্বাস্থ্য লাভ করত এই সুমহান্ কার্য্যে চিরব্রতী থাকিয়া এই ভাবে বিশ্ব-জীবের

যথার্থ কল্যাণ সাধন করুন, আমরা শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করি।

মুদ্রাকর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে মহাশয়ও এ বিষয়ে আগ্রহশীল হইয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণ সমীপে সকলের ঐকান্তিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজানন্দঘেরা — বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্র মন্দির — শ্রীঅনন্ত দাস।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৯/৯০
ঝুলন-পূর্ণিমা।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রণীত এই "মঞ্জরী স্বরূপ নিরূপণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় পূজ্য ভক্ত মহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এই সংস্করণে যথা সম্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ভ্রম-সংশোধনাদির চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি যে কিছু ভ্রম প্রমাদাদি রয়েছে কৃপাময় পাঠকগণ তা নিজগুণে সংশোধন করে গ্রন্থের রসমাধুরী আস্বাদন করলে ধন্য হব।

এই সংস্করণের মুদ্রণব্যয় পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ মদনলাল অগ্রওয়াল এবং তার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী কনকলতা অগ্রওয়াল (কাঁকুরগাছি, কোলকাতা) সবই দিয়াছে। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে তাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

অলমিতি

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজানন্দঘেরা — বৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্র মন্দির — শ্রীঅনন্ত দাস।
৪ঠা চৈত্র/ ১৪০৭ সন।

卐

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

মঞ্জরী স্বরূপ-নিরূপণ

অবতরণিকা

যস্য স্ফূর্ত্তিলবাঙ্কুরেণ লঘুনাপ্যন্তর্মুনীনাং মনঃ
স্পৃষ্টং মোক্ষ - সুখাদ্বিরজ্যতি ঝটিত্যাস্বাদ্যমানাদপি।
প্রেম্ণস্তস্য মুকুন্দ সাহসিতয়া শক্নোতু কঃ প্রার্থনে
ভূয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রচয়িনী কিন্তু স্পৃহাপ্যত্র মে।।

(স্তবমালা)।

যে প্রেমের অতিলঘুস্ফূর্ত্তিলবাঙ্কুরের সহিত অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্ফূর্ত্তিকণিকার সহিতও মুনিগণের অন্তর্মুখী মন স্পর্শপ্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ সম্যক্‌রূপে আস্বাদ্যমান ব্রহ্মানন্দসুখ হইতে বিরতি লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহার গন্ধাভাসেই মোক্ষ সুখও তুচ্ছবোধ হয়, হে মুকুন্দ! সেই ত্বদীয় প্রেম প্রার্থনে সাহস প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে? অতএব হে প্রিয়তম, জনমে জনমে আমার এই বিষয়িণী বর্দ্ধনশীলা স্পৃহা জাগরিত হউক ইহাই প্রার্থনা।

যার স্ফূর্ত্তি লবাঙ্কুর, লঘু হৈতে লঘুপুর,
স্পর্শমাত্র আত্মারাম মনে।
আস্বাদিত মোক্ষসুখ, তৎকাল করি বিমুখ,
লীলাস্বাদে করে আস্বাদনে।।
কে হেন সাহসী জন, মাগে হেন প্রেমধন,
কিন্তু এই করিয়ে প্রার্থন।
সে প্রেম পাবার লাগি, তৃষ্ণাতুর অনুরাগী,
প্রবল উৎকণ্ঠা অনুক্ষণ।।

জল বিনা যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
সেই মত পিপাসিত হৈয়া।
চাতক জলদ যৈছে, চকোর চন্দ্রিকা তৈছে,
রব অন্য সকল ভুলিয়া।।

সার্ব্বভৌম সুখ হইতে পারমেষ্ঠ্য (ব্রহ্মার) সুখ পর্য্যন্ত অত্যন্ত তুচ্ছ যাহা দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে তাদৃশ ব্রহ্মানন্দেও যাহার গন্ধাভাস পাইলে থুৎকার করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে সেই প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব।

প্রেম অনন্তপ্রকার কিন্তু পরিমাণে কোথাও (১) পরমাণু মাত্র। (২) কোথাও পরম মহান্। (৩) কোথাও মহান্ এবং (৪) কোথাও আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্যময়। ১মটি অজাতরতি ভক্তে, তথায় প্রেম দুর্লক্ষ্য বলিয়া ভগবানের অধীনত্বও দুর্লক্ষ্য। ২য়টি একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাতেই তথায় প্রেম সম্পূর্ণতম বলিয়া অধীনত্বও সম্পূর্ণতম। ৩য়টি ব্রজবাসিগণে, তথায় প্রেম মহান্ বলিয়া অধীনত্বও সম্পূর্ণ। ৪র্থটি শ্রীনারদাদিতে, তথায় প্রেমানুরূপ অধীনত্ব; কিন্তু যথায় অধীনত্ব সম্পূর্ণতম তথায় ঐশ্বর্য্যের লেশও প্রকাশ পায় না। যেমন মণ্ডলেশ্বরের কাহারও কাছে আপেক্ষিকভাবে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলেও মূল চক্রবর্ত্তীর অগ্রে কখনই প্রকাশ পায় না। (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নায়িকা প্রঃ ৬ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকার ব্যাখ্যা)

লোকদ্বয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতো বা
প্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদি স্যুঃ।
ক্লেশাস্তদপ্যতিবলী সহসা বিজিত্য
প্রেমৈব তান্ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি।।

(প্রেমসম্পুট—৫৪)

সিংহ যেমন হস্তিসমূহকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দ্বারাই নিজে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, সেই প্রকার ইহলোক, পরলোক, আত্মীয় স্বজন শত্রুবর্গ, নিজদেহ বা দেহ সম্বন্ধীয় বিষয় সকল হইতে এমন কি যাহাকে প্রীতি করা যাইতেছে সেই প্রাণশ্রেষ্ঠ প্রণয়ী হইতেও যদি সুমেরু পর্ব্বততুল্য

অপরিমিত গুরুতর ক্লেশও উপস্থিত হয় তথাপি অতিশয় বলবান্ প্রেম ক্লেশ সমূহকে পরাভব করিয়া তাহাদের দ্বারাই স্বয়ং পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সারাংশ এই প্রেম, নিজাশ্রয় ভক্তের ভাব ভেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর জাতীয় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধুরভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মধুরা রতি আবার ত্রিবিধা, যথা— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা, তন্মধ্যে সমর্থা রতিই শ্রেষ্ঠ। এই সমর্থা রতিকেই শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদ কামরূপা ভক্তি (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৮৩—৮৬ শ্লোকে) আখ্যা দিয়াছেন।

অনুবাদ— যে ভক্তি বা প্রীতি সম্ভোগ তৃষ্ণাকে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ ভক্তি বা প্রীতির ভাব (যাহার শ্রীকৃষ্ণসুখেই একমাত্র তাৎপর্য্য তাহা) প্রাপ্ত করায় তাহার নাম কামরূপা ভক্তি। এই ভক্তিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই একমাত্র উদ্যম, নিজের সুখ বা তৃপ্তির জন্য উদ্যম নহে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সুখেতেই আত্মসুখেচ্ছা তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কামরূপা ভক্তি কিন্তু ব্রজদেবীগণেই বিরাজমানা ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ব্রজদেবীগণের এই প্রেম বিশেষ কোনও বিচিত্রমাধুরী প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ ক্রীড়ার অর্থাৎ চুম্বন, আলিঙ্গন, সম্প্রয়োগাদি লীলার নিদান স্বরূপ (মূল কারণ স্বরূপ) হওয়ায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কাম নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই অর্থাৎ কামকে (নিজসম্ভোগ বা সুখ ইচ্ছাকে) প্রেমে পরিণত (শ্রীকৃষ্ণসুখে পরিণত) করে বলিয়া শ্রীভগবানের প্রিয়জন উদ্ধবাদিও এই কামরূপ ভক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাঁহাদের পক্ষে ইহা শুধু দুষ্প্রাপ্যই নহে, অপ্রাপ্যও বলা যাইতে পারে। শ্রীগোপালচম্পূ ও প্রীতি সন্দর্ভে আছে শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিতে কৃপাবলে গোলোকলীলারও পরিকর কায়ব্যূহ দ্বারা করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ধব গোপীত্ব বা গোপীদেহ (ভাব) প্রাপ্ত হন নাই।

এই উদ্ধব কিন্তু অদ্বিতীয় প্রেমাতুর ভক্ত—

শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত ২।১।১৬ মূল ও টীকাতে বর্ণিত— ১। জ্ঞানিভক্ত (ভরত মহারাজ প্রভৃতি)। ২। শুদ্ধভক্ত (শ্রীঅম্বরীষ মহারাজাদি)

৩। প্রেমভক্ত (শ্রীহনুমান্ প্রভৃতি)। ৪। প্রেমপর ভক্ত (পাণ্ডবগণ)। ৫। প্রেমাতুর ভক্ত (শ্রীউদ্ধবাদি যাদব) উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শ্রীউদ্ধব কিন্তু যাদবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ ভক্তও গোপীভাব প্রাপ্ত হন নাই।

কামরূপা ভক্তির দ্বিবিধ ভেদ— ১। সম্ভোগেচ্ছাময়ী, সাক্ষাৎ উপভোগাত্মক কান্তভাব (নায়িকাগণের)।

২। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা— যূথেশ্বরীর সম্ভোগেচ্ছার অনুমোদনময়ী, কান্তভাব (সখীগণের)।

তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীযুগলকিশোরে সমস্নেহা, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা, কেহ কেহ শ্রীরাধাস্নেহাধিকা। শেষোক্ত এই শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীর শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ— 'ভাবোল্লাসারতি' আখ্যা দিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।২২৮) ইহারই নাম মঞ্জরীভাব বা রাধাদাস্য।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১১ শ্লোকে বর্ণিত— "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির অপূর্ব্ব পরিণতি বা চরম বিকাশের অভিনব বৈচিত্রী এই ভাবোল্লাসা রতি বা মঞ্জরীভাব।

সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ' শ্রীকৃষ্ণ চিরঋণী রহিয়াছেন (ভাঃ ১০।৩২।২২) ইহা সর্ব্বজন বিদিত; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের শিরোমণি সমর্থা রতির অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধারাণী এই মঞ্জরীগণের প্রতি বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের স্বামিনীনিষ্ঠ মঞ্জরীভাবের বৈরূপ্য সম্পাদনে অসমর্থা (শ্রীউজ্জ্বল সখী প্রঃ ৮৮-৮৯ ও শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ১৬।৯৪)। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী হইয়াও মঞ্জরীগণের নিকট নিজেকে ঋণী মনে করেন। অপার করুণাময়ী ভক্তবাঞ্ছা পূর্ত্তির জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র রহিয়াছেন। এই অতি গুহ্যতম নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান সর্ব্বজন বিদিত নহে, ইহা অতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব।

প্রীতিসন্দর্ভ ৬৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত— শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ, ঐশ্বর্য্যানন্দ, মানসানন্দ ও ভক্ত্যানন্দের ক্রমোৎকর্ষ। "ভক্ত্যানন্দস্য সাম্রাজ্যং দর্শিতং"। 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'(ভাগবত)।

*"কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করেন যেই মাগে ভৃত্য।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ত্তি ভিন্ন নাহি অন্য কৃত্য"।।*

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)।

শ্রীরূপ মঞ্জরী যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীগৌরলীলার পরিকর শ্রীরূপগোস্বামিরূপে অবতীর্ণ হন তখন নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা উক্ত রহস্যের কথঞ্চিৎ আভাসকণিকা দিগ্দর্শন রূপে আমরা পাইয়া থাকি।

নন্দগ্রাম ও যাবটের মধ্যস্থলে টেরকদম্ব অর্থাৎ সপ্তকদম্ব শ্রীরূপগোস্বামিপাদের ভজন স্থান। একদিন শ্রীরূপগোস্বামীর মনে হইল, যদি কিছু দুগ্ধ চিনি পাওয়া যাইত তাহা হইলে ক্ষীর করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতাম ও শ্রীগুরুদেবকে (শ্রীসনাতনকে) পায়স প্রসাদ ভোজন করাইতাম। কিছুক্ষণ পরে একটী বালিকা দুগ্ধ ও চিনি লইয়া আসিয়া শ্রীগোস্বামীকে দিল এবং পায়স করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে বলিয়া চলিয়া গেল। শ্রীরূপ পায়স রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং সেই প্রসাদ শ্রীসনাতনকে খাইতে দিলেন। শ্রীসনাতন প্রসাদ পাইতে পাইতে প্রেমবিকারে অধৈর্য্য হইলেন এবং শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে— দুগ্ধ আর চিনি কেমন করিয়া আসিল। উত্তর শুনিয়া সব বুঝিতে পারিলেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। (শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ এই শ্রীরাধাদাস্যকে "সর্ব্ব অসাধারণ পরম মহাসাধ্য বস্তু" বলিয়াছেন (বৃঃ ভাঃ ২।১।২১ টীকা সহ)।

ষষ্ঠি সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ২।৩৪ শ্লোকে—

"শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যতিরসবিবশারাধকঃ সর্ব্ব মূৰ্দ্ধি্ন" বলিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকের অনুবাদ— যাঁহারা এই পৃথিবীতে ভবকূপ হইতে উত্তরণের ইচ্ছা করিতেছেন, সেই মুমুক্ষুগণ ধন্য। যাঁহারা হরিভজন পরায়ণ তাঁহারা ধন্য ধন্য। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পরমাসক্তি যুক্ত হইয়াছেন। তদপেক্ষা আবার রুক্মিণীবল্লভের প্রিয়গণ ধন্য। তদপেক্ষা যশোদানন্দনের প্রিয়গণ আরও প্রশংস্য। তদপেক্ষা সুবলসখার প্রিয়গণ আরও

ধন্য। আবার তদপেক্ষা গোপীকান্ত প্রিয়ের (গোপীবল্লভের) ভজনপরায়ণগণ আরও ধন্য কিন্তু শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেশ্বরী পরমরস বিবশ আরাধকই সকলের শিরোমণি।।

এই সর্ব্বসাধ্য শিরোমণি শ্রীরাধাস্নেহাধিকা ভাবোল্লাসা রতিই উন্নত উজ্জ্বলরসাত্মিকা ভক্তি। ইহাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ কৃপা ও দানের বৈশিষ্ট্য।

"উন্নত উজ্জ্বলরস প্রেম ভক্তিধন।
কোন কালে প্রভু যাহা না দেন কখন।।
সেধন দিবারে কলিযুগে কৃপা করি।
যেই দেব অবতীর্ণ হেমবর্ণ ধরি।।
সিংহ সম সেই দেব শচীর কুমার।
হৃদয় কন্দরে তব স্ফুরু অনিবার।।"
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পরিকর শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদের হৃদয়ে সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করত নিজ মনোঽভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন—

কৃষ্ণতত্ত্ব - ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।।
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।।
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল।। (শ্রীচৈঃ চঃ ২।১৯)
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই জগৎ জীবকে আত্মদান করিবার আকাঙ্ক্ষায়

শ্রীমদ্ভাগবতরসরূপে শ্রীরূপগোস্বামীর হৃদয় কমল কোষাভ্যন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাহাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং সেই সিন্ধুগর্ভ হইতে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থরত্ন জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দেখিয়া না দেখে তারে অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।। (শ্রীচৈঃ চঃ)।

স্তবাবলী মনঃশিক্ষা ১২ শ্লোক— "সযূথং শ্রীরূপানুগঃ"।

টীকা— সযূথঃ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি-শ্রীসনাতনগোস্বামি-শ্রীলোকনাথগোস্বামিপ্রভৃতি-যূথেন সহ বর্ত্তমানঃ স চাসৌ রূপশ্চেতি তস্যানুগঃ। শ্রীরূপস্য স্ব-গুরুত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ যূথাধিপত্বেনোক্তিঃ।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ-মনঃশিক্ষা ১২ শ্লোকে বলিয়াছেন 'সযূথ ইতি' — শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি যূথগণের সহিত যে শ্রীরূপগোস্বামী বিরাজিত আছেন তাঁহার অনুগত হইয়া ব্রজবনে বাস করিব।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী স্বকীয় গুরুরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'যূথাধিপ' রূপে উক্ত হইয়াছেন।

আদদানঃ রদৈস্তৃণমিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্বুজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।। (মুক্তাচরিত)

সুতরাং শ্রীরূপানুগত্যে শ্রীচৈতন্যমনোহভিষ্ট উপলব্ধি হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে— শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরতির স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাবাদি বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়া মধুরা রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও নিম্নোক্ত কারণে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ

যথা— নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্ দুরূহত্বাদয়ং রসঃ।
রহস্যত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য বিততাঙ্গোঽপি লিখ্যতে।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩।৬।২)

টীকা—শ্রীজীব গোস্বামিপাদ—নিবৃত্তেষু প্রাকৃতশৃঙ্গার-রসসাম্যদৃষ্ট্যা শ্রীভাগবতাদপ্যস্মাদ্রসাদ্বিরক্তেষ্বনুপযোগিত্বাদযোগত্বাৎ।২

টীকা— শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ— তত্র হেতুত্রয়মাহ— নিবৃত্তেষু প্রাকৃতসাম্যদৃষ্ট্যা শ্রীভাগবতাদপ্যস্মাদ্ বিরক্তেষু অনুপযোগিত্বাৎ অযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ।২

অনুবাদ— প্রাকৃত-শৃঙ্গার রসের সহিত সাম্যদর্শনে ভাগবত রস হইলেও বিরক্ত তাপসাদির ইহাতে প্রয়োজনীয়তাবোধ বা যোগ্যতা নাই বলিয়া এবং দুর্ব্বোধ্য ও রহস্য বলিয়া এই মধুর রস অঙ্গ- প্রত্যঙ্গাদিতে বহু বিস্তৃত হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে মধুরা কামরূপা ভক্তির দ্বিবিধভেদের মধ্যে একাংশ সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকাভাবের স্থায়িভাব 'বিভাব' 'অনুভাব ' সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী সহ রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে পর্য্যায়ক্রমে বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু— কাম-রূপাভক্তির অপরাংশ তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীভাবের অর্থাৎ সখীভাব পঞ্চবিধ মধ্যে সর্ব্ববিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যযুক্তা ভাবোল্লাসা রতিমতী মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারীসহ রসনিষ্পত্তির বিবরণ পূর্ব্ববৎ কোন গ্রন্থে বর্ণনা নাই। বহু বিস্তৃত গ্রন্থ মধ্যে কোথায় কোন স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রচ্ছন্নভাবে কোন কোন অংশ উল্লেখ আছে। পর্য্যায় ক্রমে যথাযথরূপে সংযোজনা অতি কঠিন ও সুদুর্ল্লভ, অথচ মঞ্জরীভাবলিপ্সু সাধকগণের উহার পরিচয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ এই সব লক্ষণ জানা না থাকিলে মঞ্জরীভাবলিপ্সু সাধকগণ কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যত্ন বা চেষ্টা করিবেন? কাহার ভাবে বিভাবিত হইবেন? কাহার ভাবে সাধারণীকরণ হইবার সাধন করিবেন? অতএব এই মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাবাদির সম্যক্ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত—

ভাবোল্লাসা রতি বা মঞ্জরী সম্বন্ধে— শ্রীশ্রীরামাইঠাকুরের প্রশ্নে শ্রীশ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর উত্তর—

"ঠাকুর কহেন কৃপা করি আগে কহ।
ভাবোল্লাসা রতি কোথা আমারে শুনাহ।।

....

জাহ্নবা কহেন বাপু শুন সাবধানে।
ভাবোল্লাসা রতি মাত্র হয় বৃন্দাবনে।।
বৃন্দাবন স্থান সে দেবের অগোচর।
সবেমাত্র বিরাজিত কিশোরী-কিশোর।।
শ্রীরূপমঞ্জরী করি অনঙ্গ মঞ্জরী।
সেবানন্দে মগ্ন সবে দিবাবিভাবরী।।
ভাবোল্লাসা রতি মাত্র ইহা সবাকার।
দুহুঁ সুখে সুখী কিছু নাহি জানে আর।।
রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দে সদাকাল হরে।
আনন্দ সাগরে তাঁরা সদাই বিহারে।।
সঞ্চারী ভাবানুরূপা কৃষ্ণে দিতে প্রীতি।
অধিক প্রপুষ্ট করে ভাবোল্লাসা রতি।।
শ্রীমতীর সমা সবে দেহ ভেদ মাত্র।
এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধাতন্ত্র।
সম্ভোগের কালে দুহুঁ আনন্দ উল্লাস।
রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখীতে প্রকাশ।।
যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী।
তার সপ্তগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী।।
কোন ছলে এক সঙ্গে সখীরে মিলায়।
সে আনন্দ দেখি শুনি কোটী সুখ পায়।।
এইত কহিনু ভাবোল্লাসার আখ্যান।
'ন পারয়েহহং' রাসে কহিলা ভগবান্!"

এই ভাবোল্লাসা রতি বা মঞ্জরীভাব প্রাপ্তির উপায়—

যুগল কিশোর প্রেম, যেন লক্ষ বান হেম, হেন প্রেম প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে প্রেমধন, সে রতন মোর গলে হারা।।

প্রেম ভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত, করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল মধুর রসাশ্রয়।।

(প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ।। (স্তবাবলী)

যে ব্যক্তি শ্রীরাধার পাদপদ্মের রেণুকে আরাধনা করে নাই। এবং শ্রীরাধার পদাঙ্কিত বৃন্দাবনও আশ্রয় করে নাই, শ্রীরাধার দাস্যভাব গম্ভীর চিত্তবিশিষ্ট জনের সহিত সম্ভাষণ যাহার নাই, সে ব্যক্তি শ্যামসিন্ধুর (কৃষ্ণরূপ সমুদ্রের) রহস্যাবগাহনে অর্থাৎ নিগূঢ়রসাস্বাদে কেন সমর্থ হইবে?

কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে।।

(পদ্যাবলী)।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস বিভাবিত মতি যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে উহা যত্ন পূর্ব্বক ক্রয় করিও। এই ক্রয় বিষয়ে লৌল্য বা লালসাই একমাত্র মূল্য। কোটিজন্মের সুকৃতি দ্বারা লৌল্য (লালসা) উৎপন্ন হয় না।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ— লৌল্য উৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিতেছেন—

তত্তৎভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯২)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি এবং তদর্থ প্রতিপাদক রসিক ভক্তকৃত লীলাগ্রন্থসমূহে শ্রীনন্দ যশোদাদি ব্রজবাসিগণের ভাব ও রূপ গুণাদি যে কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রীতিকর এই মাধুর্য্য-কাহিনী শ্রবণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অনুভব হইলে শাস্ত্রযুক্তি নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রবর্ত্তন অর্থাৎ ঐ ঐ ভাবমাধুর্য্যাভিলাষ আমারও

ঐ জাতীয় ভাব হউক এই প্রকার স্বাভাবিক আপনা হইতে যে আকাঙ্ক্ষা তাহাকেই লোভোৎপত্তির কারণ বলা হয়।

টীকা— ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণে যঃ ভাবঃ তৎসজাতীয়ভাবাপ্তয়ে লোভঃ(চক্রবর্ত্তিপাদ)। শাস্ত্রযুক্তিনিরপেক্ষতত্তদ্-ভাবাদিমাধুর্য্যাভিলক্ষণং লোভোৎপত্তেঃ লক্ষণম্ (শ্রীল মুকুন্দলাল গোস্বামী)।

ব্রজবাসীর ভাবমাধুর্য্য সহজেই লোভনীয় হইলেও শ্রবণমাত্রই সকলের তাহাতে লোভের উদয় হয় না। (ইহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্— শ্রীচৈঃ চঃ)। তাদৃশ ভক্তের কৃপা হইলে এবং সাধকের চিত্তের সেই প্রকার যোগ্যতা বা স্বচ্ছতা থাকিলে লোভের উদয় হইয়া থাকে। এই লোভকে ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩০৯ শ্লোকে কৃপৈকলভ্য বলা হইয়াছে।

ভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত—

তাদৃশরাগসুধাকরকরাভাসসমুল্লসিতহৃদয়স্ফটীকমণেঃ সাধকস্য তৎপরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে।

যাঁহাদের চিত্ত স্ফটিকমণির তুল্য তাঁহাদের চিত্তে ব্রজবাসিদের রাগ অর্থাৎ ভাবরূপ চন্দ্রের কিরণাভাস পতিত হইলে তাহা সমুল্লসিত অর্থাৎ রুচিযুক্ত কান্তিযুক্ত বা লোভযুক্ত হইয়া থাকে তখন সেই সাধকের নিত্যসিদ্ধ শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজবাসিগণের রাগ বা ভাবের পরিপাটীর অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি জাগরিত হয় অর্থাৎ ভাবের পরিপাটী জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় এবং ঐ পরিপাটীর প্রতি রুচি বা লোভ হইয়া থাকে—

কামরূপা ভক্তি লাভের অধিকারী—

শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩০০)

শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমার মাধুরী দেখিয়া এবং প্রতিমারূপা তৎপ্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ও রাগাদির প্রসিদ্ধ লীলাদির মাধুর্য্য অনুভব করিয়া সেই সেই নায়িকা ও সখীস্বরূপা দ্বিবিধা (সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা)

গোপীর দ্বিবিধ ভাবে যাঁহারা লুব্ধ হইয়াছেন তাঁহারাই যথাক্রমে এই দ্বিবিধ কামানুগা সাধনের অধিকারী। (যাঁহারা নায়িকা ভাবে লুব্ধ তাঁহারা তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা মুখ্য কামানুগা ভক্তি লাভের অধিকারী)।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদ—

পূর্ব্ব, ১।২।২৯২ পদ্যে কেবল শ্রবণের কথা উক্ত হইলেও এস্থলে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের অপেক্ষা দেখা যাইতেছে। দর্শন অবশ্যই শ্রবণের সাহায্যকে অপেক্ষা করে। শ্রবণ ব্যতিরেকে রূপ লীলাদির স্ফূর্ত্তিই হয় না। আবার লীলা শ্রবণ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন ব্যতিরেকেও কার্য্যকারী হয়।

অনধিকারী যথা—

১। এই কামানুগা ভক্তি— মধুর রসাশ্রয়ী ভক্ত ব্যতীত অন্য শান্তাদি ভক্তগণের পক্ষে এবং প্রাকৃত রসের সমতা বুদ্ধিতে ও ভগবৎ সম্পর্কিত মধুররসে বিরক্তি বা অরুচি জনের পক্ষে অনুপযোগী।

২। মধুররসের ভক্ত সুবহুল বিরাজমান থাকিলেও কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সকলের এই রসের সংস্কার না থাকায় রসাস্বাদনে যাঁহারা অপটু তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ (দুস্তর্ক)।

৩। রাগমার্গের প্রাধান্যানুসারে অবান্তর অনন্ত স্বভাব থাকায় বিবিধ বাসনাবদ্ধ ব্যক্তিগণের স্বভবতঃ রাগমার্গ-রহস্য অপরিচিত থাকার দরুণ বৈধীমার্গে চিত্তের প্রগাঢ় আবেশ হওয়ায় তাঁহাদের নিকট প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া আমি গূহ্য। (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নায়ক সহায় প্রকরণ ১।২ স্বাত্ম প্রমোদিনী টীকার ব্যাখ্যা)

যে সকল শ্রীগ্রন্থ অবলম্বনে এই মঞ্জরী স্বরূপ-নিরূপণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীমদ্ভাগবত ২। বেদান্তদর্শন (শ্রীগোবিন্দভাষ্য) ৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৪। উজ্জ্বলনীলমণি ৫। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৬। ভক্তিসন্দর্ভ ৭। প্রীতি-সন্দর্ভ ৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯। গোপালচম্পূ ১০। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ১১। স্তবমালা ১২। স্তবাবলী ১৩। পদ্যাবলী ১৪। অলঙ্কারকৌস্তুভ ১৫। বৃহৎ বামনপুরাণ ১৬। পদ্মপুরাণ ১৭। বৃন্দাবন-

মহিমামৃত ১৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯। মুক্তাচরিত্র ২০। মাধব মহোৎসব ২১। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ২২। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ২৩। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ২৪। বিদগ্ধমাধব নাটক ২৫। সিদ্ধান্ত -দর্পণ ২৬। সঙ্গীত-মাধব ২৭। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ২৮। শ্রীকৃষ্ণকেলী মঞ্জরী ২৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩০। সাধন-দীপিকা ৩১। দশশ্লোকীভাষ্য ৩২। পদামৃত সমুদ্র ৩৩। পদকল্পতরু ৩৪। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৩৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ৩৬। পদ্ধতিত্রয় ৩৭। প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী ৩৮। মুরলীবিলাস ৩৯। নিকুঞ্জরহস্যস্তব ৪০। প্রেমসম্পুট ৪১। শ্রীভগবদ্‌গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা।)

এই মঞ্জরীতত্ত্ব যেমন সুদুর্ল্লভ তেমনি সুদুর্বোধ্য আবার তেমনি একান্ত প্রয়োজন। ইহার পরিচয় জ্ঞান ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন অযোগ্যাধমের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইলেও এই চিন্তামণিময় ভূমি শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর করুণার মূরতি দীনানুগ্রহব্যগ্র বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অদম্য প্রেরণা দিয়া আমাকে প্রবর্ত্তিত ও উৎসাহান্বিত করিয়াছেন।

মঞ্জরী স্বরূপের প্রথম পরিচয় আমার পরমারাধ্য ভেকাশ্রিত গুরুদেব শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন তটাশ্রয়ী ভক্তিরসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজের সমীপে প্রাপ্ত হই, তৎপর হইতেই স্থায়িভাব বিভাব অনুভাবাদি সহ রসনিষ্পত্তিতত্ত্ব সবিশেষ রূপে জানিবার কৌতূহল জন্মে এবং উহা সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে।

তারপর শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তটে— পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিরসশাস্ত্র প্রবীণ উদার স্নিগ্ধচেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনশরণদাস বাবাজী মহারাজের সহিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একত্রে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তিরসগ্রন্থ অনুশীলনের সুযোগ লাভ হয়। সেই সময় সবিশেষ রূপে স্থায়িভাব বিভাবাদি যথারীতি পর্য্যায়-ক্রমে সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি এবং ব্রজের অনুভবশীল ভজনানন্দী পণ্ডিত মহাত্মাগণের অনুমোদন এবং কৃপালব্ধ যাহা কিছু মাধুকরীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এই মঞ্জরীস্বরূপ নিরূপণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার অযোগ্যতাবশতঃ স্থানে স্থানে যাহা ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে তজ্জন্য কৃপাময় সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্তদ্বয়— পূজ্যপাদ শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাসজী মহারাজ ও শ্রীযুত জয়নিতাই দাসজী মহারাজ। প্রভুপাদ শ্রীযুত মদনমোহন গোস্বামী, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভাগবতরত্ন— শ্রীবর্ষাণ। পণ্ডিত শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদর্শন, পুরাণতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী— শ্রীবৃন্দাবন। পণ্ডিত শ্রীযুত নৃসিংহবল্লভ গোস্বামী, বেদান্তশাস্ত্রী— শ্রীবৃন্দাবন। পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ দাসজী মহারাজ, কাব্য, ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদর্শন, ন্যায়াচার্য্য— অধ্যাপক শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীযুত কেশব দাসজী মহারাজ— শ্রীভাগবত নিবাস, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীযুত প্রিয়াচরণ দাসজী মহারাজ, ভাগবতভূষণ— শ্রীগোবর্দ্ধন। পণ্ডিত শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, কেশীঘাট-শ্রীবৃন্দাবন। পণ্ডিত শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণতীর্থ— শ্রীনবদ্বীপ।

এই সকল মহানুভবগণ এই মঞ্জরীস্বরূপ নিরূপণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া সানন্দে অনুমোদন এবং প্রকাশের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমাকে উৎসাহান্বিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবন দাসজী মহারাজ, ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী (শ্রীরাধাকুণ্ড) বহুবিধ কার্য্যচাপে সময়াভাব সত্ত্বেও নিজত্ববোধে সংশোধন এবং যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রুফ্ সংশোধনাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরম ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

নির্ম্মৎসর সাধুগণের বেদ্য ভাগবতধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের পরিণতি বিশেষ এই ভাবোল্লাসা রতি (চির অনর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি) যাঁহাদের কৃপা প্রেরণা উৎসাহ ও সহানুভূতিতে প্রকাশ সম্ভব "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" হইতেছে, সেই গৌরগতপ্রাণ সদ্ধর্ম্মানুরাগী মহানুভবগণের নিকট এ অযোগ্যাধম কৃতজ্ঞতাপাশে চিরঋণী রহিল।

ইতিপূর্ব্বে মৎসঙ্কলিত "ভক্তিরস প্রসঙ্গ" গ্রন্থ মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের সহিত মধুরা রতির (কামরূপা ভক্তির) প্রথম পর্য্যায় সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকা ভাবের স্থায়িভাব বিভাবাদি বর্ণিত আছে; তাহা অনুশীলন করিলে এই দ্বিতীয় পর্য্যায় তত্ত্বাবেচ্ছাত্মিকা সখী মঞ্জরী ভাবের স্থায়িভাব বিভাবাদি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ডাঃ শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ-পি, এইচ্, ডি, পি, আর, এস্ ভাগবতরত্ন (অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টার অব কলেজ পাটনা) মহোদয় উক্ত ভক্তিরসপ্রসঙ্গ গ্রন্থখানা এম্-এ ক্লাসের পাঠ্যের উপযোগী রূপে মনোনীত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি উহার ছাপান ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই মঞ্জরীস্বরূপ নিরূপণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইল সেই সেবানুরাগী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দিরের সহঃ সম্পাদকদ্বয় শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী প্রীতিভাজন নিমাইচরণ দাসজী (পূর্ব্বনাম শ্রীনীলধ্বজ সিংহ অবসরপ্রাপ্ত এক্সট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ১ম শ্রেণী, মণিপুর ষ্টেট্) ও প্রীতিভাজন রাধাবিনোদ দাসজী (পূর্ব্বনাম ডাঃ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস) অবসরপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার, প্রীত্যাস্পদগণের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির,
ব্রজানন্দ ঘেরা, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি
গ্রন্থানুশীলনের পর—

মঞ্জরীস্বরূপ-নিরূপণ।

স্থায়িভাব।

১। ভক্তিরস কাহাকে বলে ?

শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার লীলাপরিকরগণের (দাস, সখা, কান্তা প্রভৃতির) রসাস্বাদন বা অতিশয় আনন্দ উপভোগের পক্ষে যাহা কারণ, কার্য্য ও সহায় তাহা (শ্রীভগবৎ লীলা-বিষয়ক) কাব্যশাস্ত্র ও নাট্যাদিতে নিবেশিত বা লিপিবদ্ধ হইলে, তাহা পাঠ বা শ্রবণে সহৃদয় সাধক (সামাজিক) ভক্তের চিত্তস্থ (আস্বাদনের অঙ্কুর স্বরূপ) সূক্ষ্ম সংস্কার বা ভাবকে বিভাবিত, অনুভাবিত এবং সঞ্চারিত (বৈচিত্রী প্রাপ্ত) করায় বলিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাব বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

রতেঃ কারণভূতা যে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-প্রিয়াদয়ঃ।
স্তম্ভাদ্যাঃ কার্য্যভূতাশ্চ নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়কাঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।৮৫)

রতির কারণভূত কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াদি কার্য্যভূত স্তম্ভাদি এবং সহায় নির্ব্বেদাদি।

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৫)

এই স্থায়িভাব শ্রীকৃষ্ণরতিই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব-কদম্বদ্বারা শ্রবণাদিকর্ত্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে (চমৎকার বিশেষে পুষ্টা) আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই ভক্তিরস হয়।

এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব।।
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে।।
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর।। (চৈঃ চঃ ২।১৯)

২। ভক্তিরস আস্বাদনের অধিকারী।

জন্মান্তরীয় এবং আধুনিক ভগবদ্ভক্তিবাসনা যাঁহার আছে, তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসাস্বাদ উদয় হইতে পারে।

(ক) রসোৎপত্তির সাধন—

ভক্তির প্রভাবে নিখিল দোষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (শুদ্ধসত্ত্ববিশেষের আবির্ভাব যোগ্য) এবং উজ্জ্বল (তজ্জন্য সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন) হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকজনের নিত্য সঙ্গেই যাঁহাদের রঙ্গ বা উল্লাস, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মের

ভক্তি সুখকেই জীবাতু করিয়াছেন এবং প্রেমের অন্তরঙ্গসাধন শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাঁহারা নিরত—

(খ) রসোৎপত্তির সহায়—

সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা সংস্কার-যুগলদ্বারা অর্থাৎ প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাদ্বয়ে উজ্জ্বলা—

(গ) রসোৎপত্তির প্রকার—

আনন্দস্বরূপা রতিই (লৌকিক রসবৎ সৎকবি নিবদ্ধতার অপেক্ষা-শূন্য) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহচর্য্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরম সীমা লাভ করে। (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৬-১০ শ্লোকার্থ)।

৩। স্থায়িভাবের লক্ষণ।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১।)

অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবসকলকে বশীভূত করত যে ভাব সুরাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়িভাব বলে।

স্থায়িভাবের আধার (আশ্রয়) আলম্বন বিভাব। বিষয় এবং আশ্রয় ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ। চিত্তস্থ স্থায়িভাব উদ্দীপন বিভাবে উদ্দীপিত হয়, অনুভাবে ঐ ভাব বাহিরে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়, ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বকও হইতে পারে, সাত্ত্বিকে স্বাভাবিকী।

সঞ্চারিভাবে— বিভাবিত ও অনুভাবিত ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত রতি সঞ্চারিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত বা বৈচিত্রীপ্রাপ্ত হইয়া চমৎকারাতিশয্যে ভক্তিরস হয়।

৪। সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের বিষয়ালম্বন স্বয়ং ভগবান্ ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ।

অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় তত্ত্ব বিশেষকে ভগবান্ বলা হয়। (শ্রীভাগবত ১০।১১।১২ লঘুতোষণী টীকা)।

শ্রীভগবানের ভগবত্তা— ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার হইলেও সামান্যতঃ দ্বিবিধ। পরম ঐশ্বর্য্যরূপা ও পরমমাধুর্য্যরূপা। যে যে শক্তি প্রভাবে শ্রীভগবান্ জগৎকে পূর্ণরূপে ক্রোড়ীকৃত করেন তাহাই ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্য অনুভবে ভক্তের হৃদয়ে ভয় সম্ভ্রমাদি উদিত হইয়া থাকে। আর যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের আস্বাদনের বিষয় হয়, তাহাই মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য অনুভব হইলেই শ্রীভগবানে প্রীতি (প্রেম) হইয়া থাকে।

কেবল নির্ব্বিশেষ (স্বরূপ) জ্ঞান দ্বারা স্বরূপানন্দ মাত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে, আর মাধুর্য্যানুভব স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যকে আবরিতকরিয়া রাখে। অর্থাৎ ভক্তের মাধুর্য্যসিন্ধুতে (জলমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায়) শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। (ভঃ রঃ সিঃ ৪।৪।১৫ টীকা শ্রীজীব গোস্বামী)

শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞানও ভগবৎ জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও ভগবৎ জ্ঞান, কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বলক্ষণ ধর্ম্মই মাধুর্য্য, তাহার অনুভব বা সাক্ষাৎকার না হইলে কেবল স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকারতুল্য। পিত্ত দূষিত জিহ্বায় মিষ্টবৎ। (ভক্তিসন্দর্ভ ১৮৭ অনুচ্ছেদে)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান চিত্তকে কঠিন (কর্কশ) করে, তাহাতে ভক্তের কেবল চমৎকার (বিস্ময়) মাত্রই সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু চিত্তকে দ্রবীভূত বা আর্দ্র করে না। কেবল মাধুর্য্যজ্ঞান

দ্বারাই চিত্তের স্নিগ্ধত্ব বা দ্রবীভূতত্ব সম্পাদিত হয়। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।২৬৮ টীকা শ্রীজীব গোস্বামী)।

বিস্ময় সম্বন্ধে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ভক্ত দ্বিবিধ— ঐশ্বর্য্যানুভবী এবং মাধুর্য্যানুভবী। তাহাদের মধ্যে যাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের দেবলীলা, দেবচেষ্টা এবং দেববপু ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ হয়, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যানুভবী ভক্ত বলে। আর যাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের নরলীলা, নরচেষ্টা এবং নরবপু প্রভৃতির মাধুর্য্য স্ফুরণ হয়, তাঁহাকে মাধুর্য্যানুভবী ভক্ত বলে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিনা মাধুর্য্যের স্থায়িত্ব বা নিত্যতা সম্ভবপর হয় না, কেননা ভগবানের প্রতি ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে মাধুর্য্য পুষ্টি লাভ করে। নতুবা কেবল নরচেষ্টা অর্থাৎ মানুষের ন্যায় অনুকরণ ধর্ম্মবশতঃ ঐ মাধুর্য্যের মায়িকত্বের প্রসক্তি হইলে মাধুর্য্য সিদ্ধ হয় না— আর মাধুর্য্য বিনা ভক্তের ভগবদ্ বিষয়ক প্রেমহানী হইয়া পড়ে। (সাধন দীপিকা ৯ম কক্ষার অনুবাদ)।

ঐশ্বর্য্যানুভবে ভক্তির অবয়ব বা দেহ এবং মাধুর্য্যানুভবে ভক্তির অবয়বী বা দেহী (আত্মা) গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। (প্রীতিসন্দর্ভ ৯৮ অনুচ্ছেদে)।

মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তের অন্তরে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ত্রিবেণীমধ্যে সরস্বতী প্রবাহের ন্যায় গৌণরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। সরস্বতী-প্রবাহ বিশেষ রূপে দৃষ্ট না হইলেও অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মাধুর্য্যজ্ঞানের অন্তরালে বিলীন হইয়া বিরাজিত। সেইজন্য তাদৃশ মাধুর্য্যানুভবী ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সম্ভূত হৃৎকম্প জনিত সাদর সম্ভ্রমেরও উদয় হয় না। পরমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তের স্থায়িভাব সঙ্কুচিত হয় না, বরং 'আমার পুত্র' 'আমার সখা' 'আমার

প্রিয়' সর্ব্বেশ্বর এই বোধে উল্লসিত হইয়া থাকে। যেমন এই লৌকিক জগতে কাহারো নিজ পুত্র বা নিজ কান্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে তাহার প্রতি বাৎসল্য ভাবের বা কান্তভাবের পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিকেতন ভগবানের প্রতি কাহারও পুত্রাদি বুদ্ধি হইলে তাঁহার পারমৈশ্বর্য্য দর্শনেও 'আমার পুত্র ভগবান্' ইত্যাদিরূপ বোধের জন্য বাৎসল্যাদি ভাব উল্লসিত হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তরত্ন ২।৩। অনুবাদ)।

অতএব পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে— মাধুর্য্যানুভব, স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইজন্য শুদ্ধমাধুর্য্যনিষ্ঠ পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও মানেন না— 'দেখিলেও নাহি মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি 'মোর পুত্র' মোর সখা, মোর প্রাণপতি' (চৈঃ চঃ) বলিয়াই জানেন।

"মাধুর্য্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শ্রীশুক ব্যাসের নন্দন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২১)

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার, আবার মাধুর্য্যের চরম বিকাশ ধীরললিতনায়ক গুণ বিশিষ্ট নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক এবং রসবিচারে ধীরললিত নায়কই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (নায়ক)। সুতরাং ধীরলালিত্য গুণই নায়কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেই ধীরলালিত্যগুণ বৃদ্ধির জন্য ব্রতাদি করিতেন—

'ধীরলালিত্যবৃদ্ধ্যর্থং ক্রিয়মাণা ব্রতাদিকা' (স্তবাবলী)।

ধীরললিতের সংজ্ঞা— ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৩০-

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ।।

ধীর লালিত্যের মধ্যে বিদগ্ধতা, নবতারুণ্য (বৈদগ্ধ্য-সম্পদ), পরিহাস বিশারদত্ব, নিশ্চিন্তত্ব প্রেয়সী বশীভূতত্ব অন্তর্ভূক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ মধ্যে শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ ভক্তিরসাস্বাদনের উপযোগী সাধারণভাবে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চতুঃষষ্ঠি গুণের উল্লেখ আছে।

মধুররসে শ্রীকৃষ্ণের পঁচিশ গুণ প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় গোপীর কান।।

অনন্ত গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানের গুণকে অবলম্বন করিয়া ভক্তের প্রীতির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সেই গুণ দুই প্রকার— ১। 'ভক্তচিত্তসংস্ক্রিয়াবিশেষস্য হেতবঃ' অর্থাৎ ভক্তচিত্তের সংস্কার বিশেষ সাধন। ২। 'তদভিমানবিশেষস্য হেতবশ্চান্যে' অর্থাৎ ভক্তের অভিমান বিশেষ উৎপাদন। (প্রীতিসন্দর্ভ)।

শ্রীভগবানের কোনও গুণে ভক্তের চিত্তকে উল্লসিত করে। (ইহা ভাব বা রতি)। কোনও গুণে মমতা জন্মায় (ইহা প্রেম)। কোনও গুণে চিত্ত দ্রব করে (ইহা স্নেহ)। কোনও গুণে অভিমানের উদ্রেক করে (ইহা মান)। কোনও গুণে বিশ্রম্ভতা জাগায় (ইহা প্রণয়)। কোনও গুণে অভিলাষাতিশয় বা অত্যাসক্তি জন্মায় (ইহা রাগ)। কোনও গুণে অসমোর্দ্ধ চমৎকৃতি দ্বারা উন্মাদিত করে (ইহা মহাভাব)। (প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনুচ্ছেদে)।

অবশ্য ভক্তের চিত্তের জাতি তারতম্যে এইসব গুণ অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। সকল ভক্তের সকল গুণ অনুভব হয় না। যে গুণে অসমোর্দ্ধ চমৎকৃতি দ্বারা উন্মাদিত করে, তাহা একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণই অনুভব করিয়া থাকেন। যাহার ফলে তাঁহাদের মহাভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে (যাহা অন্য কোনও ভক্তে নাই)।

সেই গুণ অনুভব করার একমাত্র পাত্র এবং অধিকারিণী ব্রজসুন্দরীগণ।

রসবৈশিষ্ট্যে পরিকর বৈশিষ্ট্য, পরিকর বৈশিষ্ট্যে ভগবৎ আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশভাবজনকত্বং স্বভাব এব তথা-প্যাধারগুণমপেক্ষতে। স্বাত্যম্বুনো মুক্তাদিজনকত্বমিব। (প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনুঃ)।

অর্থাৎ— স্বাতীনক্ষত্রের জলের মুক্তা জন্মাইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে জল যাহার উপর পড়ে তাহাতেই মুক্তা জন্মে না, আধার গুণের অপেক্ষা করে ও কেবল শুক্ত্যাদিতেই জন্মে। তেমনি মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম আবির্ভাব করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সকলের সে পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভূত হয় না, কেবল ব্রজদেবীগণেরই হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মহাভাবের অনুভাব বিশেষ নিমেষাসহনতার কথা যে বর্ণনা আছে তাহা কেবল ব্রজদেবীগণেরই হইয়া থাকে। (প্রীতিসন্দর্ভ ৯২ অনুঃ)।

প্রথমে শ্রীভগবানের স্বভাব বিশেষের অভিব্যক্তি, তাহার পর ভক্তের অভিমান ও মমতা হইয়া থাকে। ভগবানের স্বভাব বিশেষের অভিব্যক্তির হেতু ভগবৎ প্রিয়জনের সঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ। (প্রীতিসন্দর্ভ ৯৪ অনুঃ)।

এ বিষয়ে উদাহরণ—

কৃষ্ণদাস নামক কোন ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মিত্রভাব আছে, হরিদাস নামক কোন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার সে ভাব নাই। দৈবাৎ কৃষ্ণদাস ভক্তের সঙ্গ হইতে হরিদাস ভগবৎ প্রীতি লাভ করিল, এখন কৃষ্ণদাসের প্রীতির গুণেই হরিদাসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মিত্রভাব হইবে; আর তাহা হইতে হরিদাসের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি তৎসখা বলিয়া অভিমান জন্মিবে।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ।" (শ্রীচৈঃ চঃ)।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে— যে জাতীয় ভক্তের সঙ্গাদি দ্বারা প্রীতির আবির্ভাব হয়, সেই জাতীয় অভিমানও ইষ্টে হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য অনুভবের তারতম্যে ভক্তগণের অভিমান বিশেষেরও ভেদ হইয়া থাকে। কারণ ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের প্রতি লৌহচুম্বকবৎ আকর্ষণময় স্বভাব আছে। এই স্বভাববশতঃ ভক্তের অভিমান বিশেষও ভগবানের স্বরূপসিদ্ধ স্বভাব দ্বারাই আবির্ভূত হয়। এই প্রকারে যেস্থানে যেমন স্বরূপ প্রকাশ হয়, তেমনি অভিমান বিশেষেরও উদয় হয় এবং অভিমান বশতঃ রাগেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। কারণ রাগের সহিত অভিমানের পোষ্যপোষক সম্বন্ধ আছে বলিয়া উভয়ের সমকালেই উদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে অভিমান বহুবিধ হইলেও ব্রজের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ ভাবই মুখ্যতম। তন্মধ্যে মধুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দ্দোভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থির-চর-বৃজিনঘ্নং সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবণিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্।। (ভাঃ ১০।৯)

সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন— যিনি জন সকলের হৃদয়ে নিবাস করিয়া থাকেন, অথবা যিনি জীবগণের আশ্রয় হইয়াও দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন— এইটি যাঁহার কেবলবাদ (প্রসিদ্ধি মাত্র)। যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক ও স্বভূজতুল্য পাণ্ডবাদি দ্বারা যিনি দৈত্য বিনাশচ্ছলে অধর্ম্ম সংহার করিয়া স্থাবরজঙ্গমের সংসারদুঃখ হরণ করেন এবং যিনি সুন্দর মৃদুহাস্য শোভিত শ্রীমুখমাধুর্য্য দ্বারা ব্রজপুরবনিতাগণের কামদেব (স্ববিষয়ক সম্ভোগাদি লক্ষণ প্রেমক্রীড়া) বিস্তার করিয়া থাকেন।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-ধৃত ২।৭।১৫৪ শ্লোকে টীকার তাৎপর্য্য— যিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বাস করিতেছেন, তিনিই দেবকীর পুত্ররূপে জঠরে অবস্থিত। অর্থাৎ অন্যত্র কেবল অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। কিন্তু ঐ দেবকীর হৃদয়ে তদ্রূপে বাস করিয়াও পুত্ররূপে তাঁহার সহিত সম্ভাষণাদি করেন। আরও বলিতেছেন— যাদবকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরগণ যাঁহার সেবক এবং সেই সেবকগণই সর্ব্ববিধ অধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত দুষ্ট রাজন্যবর্গের হত্যা করিতে সমর্থ, তথাপি যিনি স্বকীয় বাহুদ্বারা সেই অধর্ম্ম নিরসন করিতেছেন। আরও বলিতেছেন— যিনি স্থাবর জঙ্গম চরাচরের পাপ সমূহ বিধ্বংস করিতেছেন, তিনিই আবার পরস্ত্রী গোপীগণের জারভাবে কামবিশেষ বর্দ্ধন করিয়া পরম বৃজিনই বিস্তার করিতেছেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোন অপরাধ নাই— কেননা শ্রীমুখে মৃদু মধুর হাস্যেরই যে এই প্রকার পরচিত্ত-দাহক স্বভাব। তথাপি গোপীরা জগতের চিত্তবিমোহক সেই হাসিকে নিজজনের কামদাহ-ধ্বংসকারক বলিয়া সেই হাসির গুণানুবাদ করেন। অথবা যিনি তদীয় নিজসুখোৎপাদনকারী যাবতীয় অভিলাষ শ্রীগোপীগণের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া জয়যুক্ত আছেন। অথবা গোপীগণের কাম (প্রেম) বর্দ্ধন করিয়া যিনি সংসারের প্রাকৃত কামকেও জয় করেন।

যে কাম সর্ব্বার্থঘাতকরূপে প্রসিদ্ধ, সেই কাম গোপীগণের সম্বন্ধে (প্রেম বলিয়া) সংসার ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দবশীকরণের দ্বারা সেই প্রেম (যাহা কাম নামে অভিহিত) মুক্তি ও ভক্তিরও ফলরূপ (মুক্তের্ভক্তেরপিফলরূপোঽভূৎ) এবং সেই কাম প্রতিক্ষণ নূতন হইতে নূতনতর হইয়া চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই গোপীদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা নব-নবায়মান-রূপে তাদৃশ কামকে উদ্দীপন করিয়া জয়যুক্ত আছেন।

অথবা নানাবিধ কামের মধ্যে ভগবদ্বিষয়ক কাম পরম প্রেমের পরিণতিরূপ বলিয়া (অত্যন্ত শ্রেষ্ঠহেতু) কামদেব রূপে অভিহিত হইয়াছেন।

অথবা— 'দিব্যতি' পদ ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রয়োগ হয় বলিয়া সেই কামই দেব অর্থাৎ ক্রীড়ারূপে প্রসিদ্ধ। ... .. যিনি ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখ বিশিষ্ট নিজ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যরাশি প্রকটন করিয়া ব্রজবনিতাগণের সম্ভোগাদি-লক্ষণ কামক্রীড়া বিস্তার পূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছেন।

সা হি তাসাং শ্রীনন্দকিশোরেণ নিজ শ্রীমুখারবিন্দাদি-শোভাশক্ত্যা নিজসুখবিশেষার্থং সম্পাদ্যমানা তুচ্ছীকৃতচতুর্ব্বর্গিকায়া ভক্তেঃ ফলরূপায়াঃ পরমপ্রেমসম্পদশ্চ পরমকাষ্ঠায়াঃ পরিণতিরিতি।

তাঁহাদের সেই ক্রীড়াবিশেষে শ্রীনন্দকিশোরের নিজ শ্রীমুখারবিন্দাদির শোভাশক্তি দ্বারা নিজ সুখ বিশেষ সম্পাদন হয় বলিয়া চতুর্ব্বর্গকে তুচ্ছ করিয়া দেয় যে ভক্তি, সেই *কামরূপা ভক্তিই* পরম প্রেমসম্পত্তির পরাকাষ্ঠা ভূমিকায় আরূঢ় হয়। তাহার হেতু এই যে সুস্মিত শ্রীমুখাদির সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যাদির পরম মহিমা প্রকটন; ইহাই শ্রীভগবানের নিখিল পারমৈশ্বর্য্যের অতিশয় প্রকটনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কামরূপা ভক্তি বা কামানুগা উপাসনা বোধের জন্য তদুপাসনার বিষয় শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ-স্বরূপ ও গুণ নিরূপণ করা হইতেছে—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩ শ্লোকের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার তাৎপর্য্য— এই শ্রীকৃষ্ণই অখিল লক্ষ্মীগণের চিত্তহারী। শ্রীরাধার মদনমোহন, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কামের অঙ্কুর-স্বরূপ। ইহাঁ হইতেই সমস্ত কামের উদ্ভব। চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য ও তদীয় স্বরূপ কামগণ ইহাঁর শাখা। আবার তাঁহাদের অংশলেশাভাসস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত যত প্রাকৃত কাম আছেন, তাঁহারা ইহাঁর পত্র স্থানীয়। ইনিই সকলের বীজ।

শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প প্রাকৃতা-প্রাকৃত সকল কন্দর্পের নিদান স্বরূপ। *

আগমে কামগায়ত্রী কামবীজ দ্বারা এতাদৃশ মদনমোহন রূপের ধ্যানেই তদীয় উপাসনার বিধি আছে; ইনি কোটি মদনমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক এবং সহজ মধুরতর লাবণ্য সুধাসাগর-স্বরূপ। মহানুভবগণ এই প্রকার মহাভাব নিবহেই তাঁহার অনুভব করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনগোপালরূপে বিরাজমান। ইনি সর্ব্বাবতারের বীজ ও সর্ব্বমাধুর্য্যের নিদান। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই মদনমোহন শ্যামসুন্দরের রাসলীলার জয়-জয়কার করিয়া বলিয়াছেন—

*টিপ্পনী— এই দৃষ্টান্তে কাহারও মনে হইতে পারে, শ্রীগোবিন্দ প্রাকৃত অপ্রাকৃত মিশ্রিত কন্দর্প বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তাহা নহে; ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। কারণ ''কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া ঘোর অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।'' ''কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর''।। (শ্রীচৈঃ চঃ)। ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি (ভাঃ ১।১।১) ইত্যাদি। গোপীগণের প্রেমই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ''প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি।'' (ভঃ রঃ সিঃ)।

যেমন প্রাকৃত অপ্রাকৃত জগতের মূল আশ্রয় শ্রীগোবিন্দ, তাঁহার শক্তি ব্যতীত গাছের একটি পাতাও নড়িতে পারে না। ''জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শকতি সঞ্চারে তারে কৃষ্ণ করে কৃপা।'' (শ্রীচৈঃ চঃ)। অতএব তাঁহার শক্তিতেই যেমন প্রাকৃতাপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত মন্মথ সমূহের মন্মথত্ব নামক শক্তি শ্রীগোবিন্দের মন্মথত্ব নামক মূল শক্তির দ্বারাই সঞ্জীবিত রহিয়াছে। এই সকল শক্তির তিনিই হইতেছেন মূল আশ্রয়, যেমন মায়া শক্তিরও আশ্রয়, তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেহনিশম্।
হরের্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধাসৌভাগ্যদুন্দুভিঃ।।

অর্থাৎ— রাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলা দ্বারাই শ্যামসুন্দরের বিদগ্ধতারূপ ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি, কর্ণানন্দি তুমুল ধ্বনিতে বাদিত হয়।

রাসবিলাসের পরিণতি, রসরাজ মহাভাবের মিলন মূরতি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ সমীপে বলিতেছেন—

সনাতন! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন-সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।।

....

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক্-ব্যাপে যার পুর।।
স্মিত কিরণ-সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র-আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে।।
সে ধ্বনি-চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠ যায়
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে।।

ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতি - কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে।।
নীবি খসায় পতি-আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে।।
সুবলিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণ ভুজ যুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণ সর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয় দংশে
মরে নারী সে বিষ জ্বালায়।। (শ্রীচৈঃ চঃ)

ব্রজপুরবনিতাগণের হৃদয়স্থ যে কাম সেই কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মূর্ত্ত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজিত।

শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন । (শ্রীচৈঃ চঃ)
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তি ধর।
অতএব আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর।।
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন।।
রায় কহেন— কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত।। (চৈঃ চঃ ৮)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিতেছেন—

হিতসাধু-সমীহিত-কল্পতরুং,
তরুণীগণ নূতন-পুষ্পশরম্।

শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং

তমসাধুকুলোৎপল-চণ্ডকরম্।।

(শ্রীহরিকুসুম স্তব ৬)

শ্রীভাগবত ১০।৩৫।২ 'বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিত-ভ্রূরধরার্পিতবেণুং' শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকার অর্থ— হে গোপীবৃন্দ! শ্রীকৃষ্ণ যখন বামবাহুমূলে বাম কপোল স্থাপন করিয়া ভ্রূযুগল নর্ত্তন করিতে করিতে সুকোমল অঙ্গুলি দ্বারা অধরার্পিত বংশী ধারণ করিয়া বাজাইতে থাকেন, (ইহা দ্বারা প্রকটিত হইল যে) তখন যেরূপভাবে বামবাহুমূলে বামগণ্ড ন্যস্ত করিয়াছেন, সেরূপভাবে বাম জঙ্ঘার উপরে দক্ষিণ জঙ্ঘার তটন্যাস আছে জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা 'ত্রিভঙ্গ ললিত' 'তির্য্যক্ গ্রীব' ও 'ত্রৈলোক্য মোহন' এই তিনটি নাম, ইহাও ব্যক্ত হইল।

"ব্যোম-যান-বনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ।।"

অর্থাৎ— তখন সেই ত্রিভঙ্গললিত শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের নিকট অবস্থিত সিদ্ধাঙ্গনাদিগের প্রথমতঃ বিস্ময় জন্মে, তাহার পর তাহারা স্মরশরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মোহিত হন। কারণ, তাঁহাদের কটিবাস স্খলিত হইলেও তাঁহারা তখন বস্ত্র সম্বরণ করিতে ভুলিয়া যান।

পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

'অহো ! বেণুনাদস্যৈতাবন্মোহনত্বমননুভূতচরং যতোঽস্মান্ সাধ্বীরপি মোহয়তি, অস্মান্ পুরুষানপি স্ত্রীভাবযুক্তীকৃত্য মোহয়তীতি'।

অর্থাৎ (তাঁহারা এরূপ ভাবে বিস্মতা হইয়াছিলেন)— অহো! সেই বেণুর যে কি মোহিনী শক্তি তাহা কখনও আমরা অনুভব করি নাই, যেহেতু সাধ্বী, আমাদিগকেও মোহিত করিতেছে। সিদ্ধগণও

বলিতেছেন, আমরা পুরুষ, আমাদিগকেও স্ত্রীভাবযুক্ত করিয়া মোহিত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ককামশরানালক্ষ্য ভোঃ শ্রীকৃষ্ণকামশরাঃ! যুষ্মভ্যমেতানি অস্মচ্চিত্তানি দত্তানি, এতানি শীঘ্রং বিদ্ধীকুরুতঃ অস্মাভিঃ পাতিব্রত্যায় জলাঞ্জলির্দ্দত্তঃ কৃষ্ণোহস্মাভিঃ সহ কৃপয়া রমতামিতি ! তথা অস্মাভিরপি স্বপুংস্ত্বং দেবত্বঞ্চ ত্যক্তং, কৃষ্ণোহস্মান্ সদ্য এব স্বযোগেন গোপস্ত্রীকৃত্যাস্মাভিঃ সহ রমতামিতি।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামশর আগত দেখিয়া—(দেবীগণ স্তব করিতেছেন—) ওহে শ্রীকৃষ্ণের কামশর সকল ! তোমাদের নিকট আমরা চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, শীঘ্র সেই চিত্তকে বিদ্ধ কর। আমরা পাতিব্রত্যে জলাঞ্জলি দিয়াছি। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদিগের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন।

(দেবতাগণ বলিতেছেন—) আমরাও স্ব স্ব পুংস্ত্ব ও দেবত্ব ত্যাগ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ সদ্যই নিজের সংযোগে আমাদিগকে গোপস্ত্রী করিয়া আমাদিগের সহিত বিহার করুন। ইত্যাদি আস্বাদনীয় পদ্য দ্বারা তাদৃশী উপাসনার বিষয়াবলম্বন নিরূপণ করিয়া এক্ষণে আশ্রয়াবলম্বন নিরূপিত হইতেছে—

৫। সমর্থা রতি বা কামরূপা ভক্তির আশ্রয়াবলম্বন ব্রজসুন্দরীগণ। সমর্থারতি ও কামরূপা ভক্তির একত্ব।

ধীরললিত নায়কত্ব ভাব বিশিষ্ট, শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নিরন্তর যে সম্ভোগবাসনা উত্থিত হইতেছে, সেই বাসনাসমূহ পরিপূর্ত্তির উপযোগী স্বাভাবিক চেষ্টাসম্পন্ন সম্ভোগতৃষ্ণাময়ী যে ভাববিশেষ, সেই ভাব বিশেষের মূর্ত্ত বিগ্রহই গোপীনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই গোপীগণ তাঁহারই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ। তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র উপভোগের বস্তু বা জীবাতু। ইহাদের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব অবয়বই কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তির উপকরণে গঠিত। বিশেষতঃ শ্রীরাধার—

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত।।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। (শ্রীচৈঃ চঃ)।

সম্মুখাসম্মুখী দুইটি দর্পণ মধ্যে কোন দাগ (চিহ্ন) পড়িবামাত্র যেমন যুগপৎ দুইটিতেই প্রকাশ পায়, অগ্রপশ্চাৎ জানা যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের সম্ভোগতৃষ্ণা যুগপৎই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাব অনাদি সিদ্ধ হইয়াও নিত্য নব নবায়মানরূপে সতত বর্দ্ধনশীল। রাধাভাব কিন্তু বিভু, সদা পরিবর্দ্ধনশীল ও প্রতিক্ষণে নূতন—

"বিভু রপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং" (দানকেলী কৌমুদী)

....

রাধা প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।।
ক্ষুধা আর ভোজ্য বস্তু মধ্যেতে যেমন।
উভয়ে উভয়ে হয় নাশের কারণ।।
প্রেমরাজ্যে এই রীতি অতি বিলক্ষণ।
উভয়ে উভয় হয় বর্দ্ধন কারণ।।
গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হৈয়া মহাতুষ্টি।।
তৃষ্ণা শান্তি নাহি হয় সতত বাড়য়।
ক্ষণে অদর্শনে কোটি যুগ মনে হয়।।

গোপীভাব দর্পণ　　　　নব নব ক্ষণে ক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি　　　　বাঢ়ে মুখ নাহি মুড়ি
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য। (শ্রীচৈঃ চঃ)

মধুর ভক্তিরস সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিত আছে—

অস্মিন্ আলম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ।

তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ—　　*অসমানোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যলীলাবৈদগ্ধীসম্পদাম্।*

আশ্রয়ত্বেন মধুরে হরিরালম্বনো মতঃ।। (৩।৫।)

এই মধুর রসে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য ও লীলা বৈদগ্ধ্য সম্পদের আশ্রয় হেতু পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণই বিষয়াবলম্বন এবং ব্রজে তাঁহার সর্বথা অনুরূপা প্রেয়সীগণ বা ব্রজসুন্দরীগণ মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়াবলম্বন।

মধুরা রতির স্থায়িভাব— (ভঃ রঃ সিঃ)

মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপ-প্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।। (২।৫।৩৬)

শ্রীহরি এবং হরিণনয়না নায়িকার পরস্পর যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগ, তাহার আদি কারণ যে মৃগাক্ষীগণের রতি, তাহাই *'প্রিয়তা'* বলিয়া কথিত। ভক্তাশ্রয়া অথচ কৃষ্ণবিষয়া রতিই রস্যমান হয় অর্থাৎ ভক্তাধারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে রতি থাকে তাহাই আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়। *প্রিয়তার* অপর নাম মধুরা রতি। ইহাতে কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্যাদি প্রকাশিত হয়।

টীকা— শ্রীজীব গোস্বামিপাদ— হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ যো মিথঃ সম্ভোগঃ স্মরণদর্শনাদ্যষ্টবিধঃ তস্যাদিকারণং যা মৃগাক্ষ্যা রতিঃ সা প্রিয়তাখ্যা কথিতেতি।

অষ্ট প্রকার সম্ভোগের আদি কারণ কি? এ স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে— আদি কারণরূপে সম্ভোগেচ্ছা বা পরস্পরের সহিত অশেষ বিশেষভাবে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এই আকাঙ্ক্ষা কখন জাগে এবং কেন জাগে?

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণের এই ভাব নিত্যসিদ্ধ, তথাপি—

'লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময়'।

'লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্'।। (বেদান্তদর্শন)

সম্ভোগের আদি কারণ সম্বন্ধে নায়িকা সম্পর্কিত আদি কারণই সাধকভক্তের জ্ঞাতব্য (কৃষ্ণ সম্পর্কিত আদি কারণ নহে)।

মধুরা রতি বা কান্তাভাবের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তির (বহিঃ প্রকাশের) নাম 'ভাব'। ব্রজসুন্দরীগণের জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি সামান্য থাকিলেও কৈশোরে ঐ প্রীতি কন্দর্প উদ্গম হেতু যে বৈশিষ্ট্য এবং মধুরা রতি আখ্যা লাভ করিয়া থাকে, তাহাই এ স্থলে রত্যাখ্য ভাবের প্রাদুর্ভাব বলা হইয়াছে।

ভাবের সংজ্ঞা যথা—

প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।।

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি অনুভাব ৬)।

উজ্জ্বলরসে মধুরা রতি নামক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হইলেই নির্ব্বিকার চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই 'ভাব' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

মধুরা রতির আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন— ব্রজসুন্দরীগণের বয়ঃসন্ধির পূর্ব্ব হইতেই (এমন কি জন্ম হইতেই) শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ (স্বরূপসিদ্ধ) যে রতি বা প্রীতি ছিল তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ প্রীতি সামান্য বলিয়াছেন।

ঐ প্রীতি প্রকট লীলায় বয়ঃসন্ধিতে কন্দর্পের উদ্‌গম হেতু নিজাঙ্গ সঙ্গদান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা— এই জাতীয় কোনও আকার ধারণ করিয়াছিল বা অবস্থাবিশেষ লাভ করিয়াছিল; তখন হইতেই ঐ প্রীতির মধুরা রতি আখ্যা হয়। তৎপূর্ব্বে মধুরা রতি আখ্যা ছিল না।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব প্রকরণ ৬ষ্ঠ শ্লোকে যে রত্যাখ্য ভাবের প্রাদুর্ভাব কথা বলা হইয়াছে তাহা বয়ঃসন্ধিতে বা নব কৈশোরে কন্দর্প উদ্‌গম হেতু ভাবের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য। ইহা ভাব নামক অলঙ্কার।

মহাজনী পদ যথা— বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ।।
মুকুর লেই অব করত শৃঙ্গার।
সখীরে পুছয়ে কৈছে সুরত বিহার।।

মধুর রসে স্থায়িভাব মধুরা রতি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক এবং ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা।

মথুরা রতি মধুর রসের স্থায়িভাব হইলেও যেহেতু ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা, সেই জন্য তাঁহাদের যে বিশেষ জাতীয় মধুরা রতি, যাহার নামান্তর সমর্থা রতি, তাহাই মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থায়িভাব।

এক্ষণে সমর্থা রতির সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব ৫৫ শ্লোকের *আনন্দচন্দ্রিকা টীকা*— *সমর্থারতেঃ স্বরূপসিদ্ধত্বাৎ গুণাদিশ্রবণানপেক্ষিতত্বেন প্রাবল্যাৎ বয়ঃসন্ধেঃ পূর্ব্বং এব ব্রজবালাসু রতেঃ........ প্রাদুর্ভাবঃ। সামান্যাকারেণ প্রাদুর্ভূতায়াং চ তস্যাং তাসাং শ্রীকৃষ্ণে এবং*

প্রীতিমতীনাং সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যবত্যঃ এব অভূবন্। অথ আয়াতে বয়ঃসন্ধৌ কন্দর্পোদ্গমেন যা সম্ভোগ-তৃষ্ণা রত্যাক্রান্তে মনসি অজনিষ্ঠ সা অপি তৎসুখতাৎপর্য্যবতী এব অভূৎ ইতি সম্ভোগতৃষ্ণায়াঃ রত্যা সহতাদাত্ম্যম্, তাম্ অবস্থাম্ আরভ্য এব তাসাং স্বাঙ্গসঙ্গদিৎসয়া এব তৎসুখবিশেষোৎপাদনে সঙ্কল্পবতীনাং রতিঃ মধুরাভিধানা অভূৎ।

টীকার ব্যাখ্যা— সমর্থা রতির স্বরূপসিদ্ধত্ব হেতু গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষা না থাকায় এবং তাহা প্রকৃষ্ট বলশালী বলিয়া ব্রজবালাগণের মধ্যে বয়ঃসন্ধির পূর্ব্বেই ঐ রতি প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহা তখন সামান্যাকারে প্রাদুর্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমতী তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যবতী ছিল, (অনন্তর প্রকটলীলায়) বয়ঃসন্ধির আগমনে কন্দর্প উদ্গম হেতু তাঁহাদের রত্যাক্রান্ত বা রতিবাসিত চিত্তে যে সম্ভোগ তৃষ্ণার উদয় হইয়াছিল, তাহাও স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণসুখৈক -তাৎপর্য্যবতী ছিল। অতএব সম্ভোগতৃষ্ণা এবং তাঁহাদের প্রীতি বা রতির মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। সম্ভোগতৃষ্ণা এবং রতি তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষেই সম্ভব। এই অতুলনীয় সামর্থ্য একমাত্র তাঁহাদেরই আছে, অন্য কুত্রাপি নাই। (ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস)। সেই জন্য তাঁহাদের রতির নাম সমর্থা রতি। বয়ঃসন্ধির আরম্ভ হইতে নিজাঙ্গসঙ্গ দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিশেষ উৎপাদনরূপ সঙ্কল্পযুক্ত তাঁহাদের যে রতি তাহাই মধুরা রতি আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ঐ স্থায়িভাব ২৯ আনন্দচন্দ্রিকা টীকার ব্যাখ্যা— ব্রজসুন্দরীগণের সম্ভোগতৃষ্ণা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্য থাকায় স্ব-সুখ বাসনা গন্ধ-বিবর্জ্জিত হেতু সমর্থা রতি নাম হইয়াছে। সমর্থা এইস্থলে কোন্ বিষয়ে সমর্থা তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে,

যথা— স্বীয় রমণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে বশীকারে সমর্থা, তাঁহার রূপ, গুণ, কলা মাধুর্য্যের সমগ্রভাবে আস্বাদনে সমর্থা, তথা স্বীয় মাধুর্য্য অনুভবদানকারী শ্রীকৃষ্ণেরও মোহন বিষয়ে এবং চমৎকার প্রাপ্তি বিষয়ে সমর্থা, তথা— শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রূপ, গুণ, কলা মাধুর্য্যের নিত্য নবীনত্ব সম্পাদনে এবং সর্ব্বোৎকর্ষ বিষয়ে সমর্থবতী। সেই জন্য এই রতির নাম সমর্থা রতি। এই নাম অন্বর্থ বা সার্থক।

শ্রীভাগবত ১০।৪৭ বর্ণিত— শ্রীকৃষ্ণানুরাগের চরমৌৎকট্যে যাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন আর্য্যপথ ত্যাগে সমর্থা অর্থাৎ যে ব্রজদেবীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ উল্লঙ্ঘনকারিণী (রাগৌৎকট্য) পদবীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পদবীটি মুকুন্দ প্রাপ্তির অসমোর্দ্ধ উপায়। যে অসমোর্দ্ধ পদবীটি শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু লাভ করিতে পারেন নাই।

অর্থাৎ যে পদবীটি (রাগৌৎকট্য) বেদবিধির অগোচর। যাহা শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় তাহা অবশ্যই পরমানন্দ স্বরূপ ও পারমার্থিক নিত্য এবং সত্য।

সমর্থা রতির সংজ্ঞা — (উঃ নিঃ স্থায়িভাব)

কশ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে।।
স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা।। (৫২-৫৩)

স্ব-স্বরূপোত্থ বলিয়া সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি হইতেও অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবশীকারত্বাতিশয্য প্রাপ্তা যে রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটী সর্ব্বথা তাদাত্ম্য (রতি স্বরূপতাই) প্রাপ্তি করে, যাহা ললনানিষ্ঠ স্ব রূপ হইতে অথবা শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ শব্দাদির যে কোনও একটির যৎসামান্য (নাম মাত্র) সম্বন্ধ লাভ করিয়াই আবির্ভূত হয়,

যাহার উদয়ের গন্ধমাত্রেও কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জাদি সকল বাধাবিঘ্ন বিস্মৃত হইতে হয় এবং যাহা নিবিড়তমা অর্থাৎ যাহাতে অন্য ভাব লেশও প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাই সমর্থা রতি বলিয়া রস শাস্ত্রে সম্মত।

ব্রজসুন্দরীগণের যে বিশেষ জাতীয় প্রেম, তাহাকে 'কাম' বলা হইয়াছে— 'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং' (তন্ত্র)। সেই জন্যই ব্রজগোপীগণের (মধুর জাতীয়) রাগাত্মিকা ভক্তির অন্য নাম কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। এই কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি একমাত্র ব্রজগোপীগণ মধ্যেই আছে—

'ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে'। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮৪) টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন— নন্বত্র কামরূপাশব্দেন কামাত্মিকৈবোচ্যতে, সা চ ক্রিয়ৈব, ন তু ভাবঃ। ততস্তস্যাস্তৃষ্ণায়াঃ স্বরূপতানয়নে সামর্থ্যং ন স্যাৎ। উচ্যতে— ক্রিয়াপীয়ং মানসক্রিয়ারূপেণ স্বাংশেন তত্র সমর্থা স্যাৎ, সা চ মত্তোহস্য সুখং স্যাদিতি ভাবনারূপা ইতি জ্ঞেয়ম্।

টীকার ব্যাখ্যা— আত্মসুখ বাঞ্ছাকেই সাধারণতঃ কাম বলে (আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম)। ইহা বিশেষভাবে ক্রিয়ারূপ বহিরিন্দ্রিয় ব্যাপার হইলেও ইহাতে মানসিক ক্রিয়া অথবা ভাব অংশও আছে। ব্রজদেবীগণের 'আমা হৈতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হউক' এই ভাবনারূপা যে মানসী ক্রিয়া তাহা আলিঙ্গন চুম্বনাদি বাহ্যিক ক্রিয়াকেও প্রীতি বা রতিতে পরিণত করিতে সমর্থা বলিয়া সমর্থা রতি বলা হইয়াছে, যাহার অন্য নাম কামরূপা ভক্তি।

দৃষ্টান্ত— শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ৯।৬৫ শ্লোকের অনুবাদ যথা— যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলায় প্রথম মিলন সময়ে অভিব্যক্ত হইতেছিল যে কন্দর্প বিলাস (আলিঙ্গন চুম্বনাদির বৈদগ্ধ্য পরিপাটী

বা কলা) তাহা প্রেমরূপ চন্দ্র হইতে ভিন্নতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশেষভাবে রুচি বা শোভা ধারণ করিয়াছিল। অর্থাৎ চন্দ্র হইতে কিরণ বা জ্যোৎস্না যেমন ভিন্ন নয়, সেই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম বা প্রীতি হইতে কামক্রিয়া আলিঙ্গন চুম্বনাদি ভিন্ন হয় না, অথবা চন্দ্র হইতে চন্দ্রের কিরণ যেমন পরস্পর আপাততঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন নয়, সেই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম এবং চুম্বন আলিঙ্গনাদি কামক্রিয়া আপাততঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন হয় না। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের সহিত কামের তাদাত্ম্য প্রাপ্তি। এই প্রকার অন্যান্য ব্রজদেবী সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে আরও প্রমাণ—

স্তবাবলীতে শ্রীরাধার অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে বর্ণিত আছে—

'*গোকুলেন্দ্রসুতপ্রেমকামভূপেন্দ্রপত্তনম্*'। অর্থাৎ শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণের প্রেমকামরূপ রাজার পত্তন বা নগরী স্বরূপা। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যে প্রেম তাহাই কাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যে কাম তাহাই প্রেম।

ব্রজের দাস, সখা, মাতা, পিতারও রাগাত্মিকা ভক্তি, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধাদি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক গাঢ় তৃষ্ণা আছে, কিন্তু তাহা যথাযোগ্য স্বীয় স্বীয় ভাব এবং অধিকার অনুযায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু হিয়ার স্পর্শের জন্য হিয়ার গাঢ় তৃষ্ণা এবং প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক গাঢ় তৃষ্ণা (হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে) একমাত্র মধুর ভাবের পাত্রী গোপীগণের পক্ষেই সম্ভবপর। সুতরাং মধুর ভাবেই রাগের বা স্বাভাবিকী প্রেমময়ী গাঢ় তৃষ্ণার পরিপূর্ণতা বা পরাকাষ্ঠা।

অতএব কামরূপা ভক্তি (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮৩-২৮৪) এবং সমর্থা রতি (উজ্জ্বল— স্থায়িভাব ৫২ শ্লোকে) উভয়ের লক্ষণ মধ্যে কোন ভেদ নাই।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ— প্রীতি সন্দর্ভ ৩৬৭ অনুচ্ছেদে এই সমর্থা রতিকে 'স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছঃ কান্তভাবঃ' বলিয়াছেন। 'শ্রীব্রজদেবীনাং এষ স্বাভাবিক এব' (ঐ অনুঃ)। ব্রজদেবীগণের এই সমর্থা রতি স্বাভাবিকী বা স্বরূপজা (উজ্জ্বল— স্থায়ী ৩৮)।

শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত না শুনিলেও এই স্বরূপজা সমর্থা রতির বলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ (উপলক্ষণে গুণলীলাদি) আপনা হইতেই অন্তরে এবং বাহিরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল (ঐ ৩৯)। ইহা শ্রীরাধার অনাদিসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ ভাব। 'অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ' ভাব বা রতিকে স্বরূপজ ভাব কিম্বা স্বরূপজা রতি বলে। ইহা শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদির প্রতি শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের (অনন্ত অসীম) গাঢ় তৃষ্ণা। সুতরাং শ্রীরাধা প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে মধুর ভাব। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামরূপা ভক্তি বা সমর্থারতির অর্থ শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের সহিত নিজের প্রতি অঙ্গ মিলনের তীব্র আকুল প্রগাঢ় তৃষ্ণা।

৬। কামরূপা ভক্তির সংজ্ঞা ও তাহার দ্বিবিধ ভেদ। (ক) সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং (খ) তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা।

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮৩)

(এস্থলে 'কাম' শব্দে নিজ ইষ্ট বিষয়ক রাগাত্মিক প্রেম বিশেষই বাচ্য)।

কামরূপা ভক্তি কাহাকে বলে— যে প্রেমময়ী ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকেও (অঙ্গ সঙ্গাদি বিষয়ে স্ব-সুখবাঞ্ছাকেও) স্বীয় স্বারূপ্য অর্থাৎ প্রেমময়ত্ব বা রাগত্ব প্রাপ্তি করায়, যেহেতু ইহাতে সম্ভোগ তৃষ্ণার উদয়েও কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই সর্ব্বত্র উদ্যম দৃষ্ট হয়।

'সম্ভোগঃ খলু দ্বিবিধঃ। প্রিয়জনদ্বারা স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-সুখময়ঃ স্বদ্বারা তদিন্দ্রয়তর্পণভাবনাময়শ্চেতি। তত্র পূর্ব্বেচ্ছা কামঃ স্বহিতোন্মুখত্বাৎ, উত্তরেচ্ছা তু রতিঃ প্রিয়জনহিতোন্মুখত্বাদিতি'। (উজ্জ্বল টীকা— শ্রীজীবগোস্বামিপাদ)।

সম্ভোগ দ্বিবিধ— প্রিয়জন দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ, ইহাকে কাম বলা হয়। এবং নিজ দেহেন্দ্রিয় দ্বারা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয় তর্পণ অর্থাৎ প্রিয়জনকে সুখী করা ইচ্ছার নাম প্রেম।

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৭-২৯৮)।

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী তৃষ্ণার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ।

কামানুগায়াঃ তু দ্বৈবিধ্যদর্শনাৎ কামরূপায়া অপি দ্বৈবিধ্যম্ ইতি।

(উজ্জ্বল— নায়িকা ভেদে ২৬ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)।

কামানুগার দ্বিবিধ ভেদ হেতু কামরূপারও দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইবে।

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৯)

'সম্ভোগ' বলিতে— শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দিতে তাঁহার সহিত শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরীগণের অঙ্গ সঙ্গাদির অনুভাবক প্রেম বিশেষই বাচ্য; এই জাতীয় প্রেম বিশেষের (নায়িকাভাবের) অভিলাষরূপা যে ভক্তি তাহাই সম্ভোগেচ্ছাময়ী। আর শ্রীললিতা বিশাখাদি সখী ও শ্রীরূপ রতিমঞ্জর্য্যাদির সেই সেই যে ভাব— শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরীগণের অঙ্গ সঙ্গাদি বিষয়ে অনুমোদন ও সাহায্য করা এবং তাহাতে নিজ সুখাতিশয় মানিয়া নায়ক নায়িকার আকর্ষক (সখীভাবরূপ)

ভাববিশেষ প্রকটন করা, ইহাতেই অভিলাষময়ী যে ভক্তি তাহাই— তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। (জাতি ও পরিমাণ ভেদে একই কামরূপা ভক্তির দ্বিবিধ ভেদ হইয়াছে)।

প্রীতিসন্দর্ভ ৩৬৩ অনুচ্ছেদে— "অথ কান্তভাবঃ স্থায়ী"। পরে ৩৬৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন; "এষ চ স্থায়ী (কান্তভাব) সাক্ষাদ্ উপভোগাত্মকঃ তদ্ অনুমোদনাত্মকশ্চ ইতি দ্বিবিধঃ। পূর্ব্বঃ— সাক্ষাৎ নায়িকানাম্, উত্তরঃ— সখীনাম্।"

১। সম্ভোগেচ্ছাময়ী— সাক্ষাৎ উপভোগাত্মক— নায়িকা ভাব।
২। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা— নায়িকা বা যূথেশ্বরীর সম্ভোগেচ্ছার অনুমোদনময়ী— সখী মঞ্জরীগণের ভাব।

সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—

১। সন্দর্শন ২। সংজল্প ৩। সংস্পর্শ ৪। সংপ্রয়োগ (প্রীতি সন্দর্ভ ৩৭৫ অনুচ্ছেদ)।

৭। সম্ভোগেচ্ছাময়ী (নায়িকা ভাব)

হরেঃ সাধারণগুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভাঃ।
পৃথুপ্রেম্ণাং সুমাধুর্য্যসম্পদাঞ্চাগ্রিমাশ্রয়াঃ।।
প্রণমামি তাঃ পরমমাধুরীভৃতঃ
কৃতপুণ্যপুঞ্জ-রমণীশিরোমণিঃ।
উপসন্নযৌবনগুরোরধীত্য যাঃ
স্মরকেলিকৌশলমুদাহরন্ হরৌ।।

(উঃ নিঃ কৃষ্ণবল্লভা ১-২)।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্য সুরম্যাঙ্গ সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত ইত্যাদি গুণগণবিশিষ্টা এবং মহাপ্রেম, মহামাধুরী ও বৈদগ্ধ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তা। যাঁহারা সমীপবর্ত্তী কৈশোর বয়সরূপ গুরুর নিকটে স্মরকেলি কৌশল শিক্ষা করত শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহার পরীক্ষা দান

করেন— যাঁহারা পরম মাধুরী বিশিষ্টা ও সুবহুল পুণ্য পুঞ্জকারিণী রমণীগণের শিরোমণি— সেই সকল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকে প্রণাম করি!

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ দ্বিবিধা— স্বকীয়া ও পরকীয়া। তন্মধ্যে স্বকীয়া সম্বন্ধরূপা— দ্বারকার মহিষীগণ। পরকীয়া কামরূপা— ব্রজসুন্দরীগণ। এই পরকীয়াভাবে, প্রচ্ছন্নকামত্ব, দুর্ল্লভত্ব ও বহুবার্য্যমাণত্ব থাকায় রসের চরম উৎকর্ষতা বিদ্যমান।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।। (চৈঃ চঃ ১।৪)।

সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকাভাবের উদাহরণ—

উদঞ্চদ্বৈযাত্যাং পৃথুনখপদাকীর্ণমিথুনাং,
স্খলদ্বর্হাকল্পাং দলদমলগুঞ্জামণিসরাম্।
মমানঙ্গক্রীড়াং সখি ! বলয়রিক্তীকৃতকরাং,
মনস্তামেবোচ্চৈর্ম্মণিতরমণীয়াং মৃগয়তে।।

(শ্রীহরিদাস সং— উজ্জ্বল— নায়িকাভেদপ্রকরণ ৪৬)।

শ্রীকৃষ্ণসহ পূর্ব্বানুভূত সুরত কেলির স্মরণে জাত ঔৎসুক্যভরে লজ্জা মন্দীভূত হইলে পুনর্ব্বার তদ্রূপ বিহারাকাঙ্ক্ষায় কোনও ব্রজসুন্দরী স্বীয় প্রধানা সখীকে স্বাভীষ্ট বস্তু সম্বন্ধে প্রকট রূপেই বলিতেছেন—

হে সখি ! আমার মন সেই পূর্ব্বানুভূত অনঙ্গ ক্রীড়াকেই সদাকাল অন্বেষণ করিতেছে, সেই সুরত ক্রীড়ার কথাই বলিতেছি— যাহাতে উভয়ের ধৃষ্টতা উচ্ছলন, বিশাল নখ চিহ্নে উভয়ের দেহাঙ্কন, নাগরের ময়ূর পুচ্ছ এবং উভয়ের মাল্য, অনুলেপন ও চিত্রাদি বেশ-

রচনার স্খলন, নায়কের গুঞ্জামালা এবং উভয়ের মুক্তাহারের (ত্রুটী বিচ্যুতি), করদ্বয়ের বলয়াদি ভূষণ রাহিত্য এবং তাহা সুরত ধ্বনিতে রমণীয়।

ত্বমসি মদসবো বহিশ্চরস্ত-স্ত্বয়ি মহতী পটুতা চ বাগ্মিতা চ।
লঘুরপি লঘিমা ন মে যথা স্যান্ময়ি সখি ! রঞ্জয় মাধবং তথাদ্য।।

(উজ্জ্বল— দূতীভেদ প্রকরণ ৮৭)।

শ্রীরাধা বিশাখার প্রতি কহিলেন, সহচরি ! তুমি আমার বহিশ্চর প্রাণ স্বরূপা, তোমাতে মহতী পটুতা এবং বাগ্মীতা (বাবদূকতা) উভয়ই বিদ্যমান আছে, অতএব হে সখি ! যাহাতে আমায় কিঞ্চিন্মাত্রও লঘু হইতে না হয় এরূপ করিয়া তুমি আজি আমাতে মাধবকে অনুরক্ত কর।

শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ কৃত টীকার আস্বাদনী— শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন, প্রিয় সখি ! তুমি আমার বহিশ্চর অর্থাৎ বাহিরে বিচরণশীল প্রাণ, একারণ তোমাকে আমি অতিশয় বিশ্বাস করি, অপর তোমাতে চাতুর্য্য ও বাক্‌পটুতা বিদ্যমান, অতএব আমার নিবেদন এই যে— তুমি পুষ্প চয়নের ছলে বন ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিবে কিন্তু তাঁহাকে অদৃষ্টের ন্যায় করিয়া অথচ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া স্বীয় সখীর সহিত কথোপকথন করিও, কিন্তু ঐ সকল কথাতে যেন অন্যান্য বধূজনের প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা আমার রূপ, গুণ, প্রেমাদির আধিক্য বর্ণন হয়, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন— সখি ! কাহাকে অদ্ভুত মাধুর্য্যবতী বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ? অনন্তর তুমি আশঙ্কা ও সম্ভ্রমপূর্ব্বক জিহ্বা দংশন করিয়া কহিবা— না, আমি কাহারও বর্ণনা করি নাই। শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন, সখি ! ভয় কি? বলিলে কোন দোষ হইবে না। আমাকে না বল, কিন্তু তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।

অনন্তর তুমি কহিবা, মাধব ! তাঁহার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? এই বাক্য শুনিয়া তিনি কহিবেন, সখি ! তাঁহার সহিত মহৎ রহস্য আছে। তখন তুমি কহিবা— মাধব ! অপসৃত হও। তদীয় স্বভাবে বৈজাত্যহেতু তাঁহাতে ও তোমাতে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতেছি, অতএব তাঁহার সহিত তোমার কোনই কার্য্য নাই। এতচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন, সখি! স্বভাবের কি বৈজাত্য দেখিলে, বল। তুমি তখন বলিও— মাধব! তুমি স্ত্রী লম্পট, তিনি পতিব্রতা, তুমি চঞ্চল, তিনি অতিধীরা। তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম হীন, তিনি দেব পূজাদি রতা, তুমি অশুচি, তিনি ত্রিসন্ধ্যায় স্নান এবং ধৌত বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করেন।

এই সকল শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন— বিশাখে ! আমিও ব্রহ্মচারী, এবিষয়ে দুর্ব্বাসা ঋষিই প্রমাণ, তিনি গোপালতাপনী শ্রুতিতে ব্রহ্মচারীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর তুমি যে আমাকে চঞ্চল বলিলে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? আমি সপ্তাহ যাবৎ এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া অচঞ্চল ভাবে অবস্থিত ছিলাম। অপর আমি ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, ইহাই বা কি প্রকারে নিশ্চয় করিলে? আমি পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীভাগুরী গুরুদেবের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, গার্গী, নান্দী, কিংবা পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার; তাঁহারাই আমার ধার্ম্মিকত্বের প্রমাণ। অপর আমি অশুচি নহি, সাক্ষাৎ শুচি (শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ) মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছি, এ বিষয়ে তোমার অনুভবই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তদনন্তর তুমি কহিবা, মাধব! তথাপি তুমি পুরুষজাতি, তিনি কুলজা, কদাচ তোমাকে অবলোকন করিবেন না। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন, সখি ! তিনি আমাকে না দেখুন, কিন্তু আমি সেই ধর্ম্মবতীকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইব।

তখন তুমি কহিও, মাধব ! দেখাইবার উপায় কি ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন— সখি ! এই এক উপায় আছে, আমি গোবর্দ্ধন কন্দরে অদ্য একটি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক স্বহস্তে মন্দির লেপনাদি করত দূরে অবস্থিতি করিব, তুমি সেই অদ্ভুত দেবতার দর্শন ও পূজনার্থ তাঁহাকে লইয়া আসিবে। পরে তিনি যখন ঐ দেবমন্দিরে পূজার্থ উপবিষ্ট হইবেন, আমি তখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইব; অনন্তর তোমার যদি কৃপা এবং সম্মতি হয়, তাহা হইলে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে আসিয়া একবার মাত্র তাঁহার পাদপীঠ স্পর্শ করিব। তৎপরে তুমি কহিবা, মাধব ! উৎকোচ কি দিবা বল? তিনি কহিবেন, সখি ! উৎকোচের কথা কি? আত্ম পর্য্যন্ত তোমার হস্তে বিক্রয় করিব।

অনন্তর তুমি বলিও— মাধব ! আশ্বস্ত হও। তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া আগমন করত আমাকে তথায় লইয়া যাইবা।

এইরূপে শ্রীমতী আপন মনোরথ বিশাখার প্রতি উপদেশ করিলেন।

সাধারণ নায়িকাগণের সম্ভোগেচ্ছার প্রকটন রসবিরুদ্ধ কিন্তু সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে এই সম্ভোগেচ্ছার প্রকটন রসবিরুদ্ধ ত নয়ই, বরং যথার্থ রসজ্ঞের নিকট ইহা অধিকতর রসাবহই হইয়া থাকে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই; আত্মসুখগন্ধলেশাভাসও ইহাঁদের নাই।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নায়িকাভেদ প্রকরণ— 'উদঞ্চদ্বৈয়াত্যাং' ইত্যাদি ২৬ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় লিখিত— 'সমর্থারতিমতীনাং গোপীনামাসাং রতৌৎসুক্যাদিকমপি সর্ব্বং কৃষ্ণসুখার্থমেব ফলতি .... অতোহস্যা নায়িকাত্বাৎ

তাদৃশসম্ভোগাভিলাষঃ স্বকান্ততৃপ্তিপ্রয়োজনকো নানুপপন্নঃ ইতি'।
(বহরমপুর সং)

সমর্থা রতিমতী গোপীগণের রতিবিষয়ে ঔৎসুক্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অতএব এই শ্লোকে নায়িকার এই প্রকার সম্ভোগাভিলাষ স্বীয় কান্তের তৃপ্তির নিমিত্ত বলিয়া অনুপপন্ন বা অসঙ্গত নয়।

শ্রীউজ্জ্বল— ব্যভিচারী প্রঃ (বহরমপুর সং) 'যস্যোৎসঙ্গ সুখাশয়া' ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় — যস্য উৎসঙ্গ এব সুখং তস্য সুখমূর্ত্তিত্বাৎ তদাশয়া উৎসঙ্গপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ । যদ্যপাত্র.......স্পষ্টোক্ত্যা স্বসুখস্পৃহা প্রতীয়তে তদপি স্বসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণমহং বিশেষতঃ সুখপ্রথয়ানীতি সূক্ষ্মো মানসো ব্যাপারঃ সমর্থারতিমতীনাং সর্ব্বাসামেব ব্রজসুন্দরীণাং সদৈবাস্ত্যেব কিমুত তস্যাঃ সর্ব্বব্রজরামামুকুটমণিভূতায়াঃ। কিন্তু সঃ (সূক্ষ্মঃ মানসঃ ব্যাপারঃ) তাভিঃ স্ববাগ্বিষয়ীভূতঃ প্রায়েণ ন ক্রিয়তে। শ্রীকৃষ্ণস্ত্বভিজ্ঞচূড়ামণিস্তং জানাত্যেবেতি ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদিভিঃ তদ্বশীকারান্যথানুপপত্ত্যা এব ব্যাখ্যায়তে। অতএবোক্তং (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮৩) যদস্যাং শ্রীকৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যম ইতি।

'যাঁহার ক্রোড়দেশে বসিবার সুখের আশায় অর্থাৎ স্পর্শসুখ অনুভবের জন্য আমি লজ্জাকে শিথিল বা ত্যাগ করিয়াছিলাম' ইত্যাদি শ্রীরাধারাণীর স্পষ্ট উক্তি দ্বারা যদিও তাঁহার স্ব-সুখ স্পৃহাই প্রতীতি হইতেছে তথাপি সমর্থা রতিমতী সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণেরই— স্বীয় সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আমি অশেষ বিশেষভাবে সুখ প্রদান করিব— এই প্রকার সূক্ষ্ম মানসব্যাপার (মনোবৃত্তি) সর্ব্বদাই আছেই। সর্ব্ব-ব্রজরামা-মুকুটমণিস্বরূপা শ্রীরাধা সম্বন্ধে ইহা বলাই

বাহুল্য। কিন্তু এই মনোভাব তাঁহারা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন না (হৃদয় সম্পুটে লুক্কায়িত রাখিয়া বাক্যে যেন স্ব-সুখাভিলাষ প্রকাশ করেন) কিন্তু অভিজ্ঞচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিশ্চয়ই জানেন। যদি তাহা না হইত তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বশীভূত হইতেন না। ''ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং'' শ্লোকই তাহার প্রমাণ; অতএব অন্যথা অনুপপত্তি ন্যায় অনুসারে এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

সমঞ্জসারতিমতীনাং পুরসুন্দরীণাং স্ব-সুখস্পৃহায়া অভাবেহপি স্বাঙ্গস্পর্শাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণো মাং সুখয়ত্বিতি সূক্ষ্মো মানসো ব্যাপারঃ কেনাপ্যাংশেনাস্ত্যেব তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো জানাত্যেব যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুরিতি শ্রীশুকবাক্যান্যথানুপপত্ত্যেব ব্যাখ্যায়ত ইতি।।

(ঐ)

সমঞ্জসা রতিমতী পুরসুন্দরীগণের স্ব-সুখস্পৃহার অভাব থাকিলেও 'শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গ স্পর্শাদি দ্বারা আমাকে সুখী করুন' এই প্রকার সূক্ষ্ম মানস ব্যাপার কোনও অংশে আছেই এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানেনই— এই প্রকার ব্যাখ্যা অন্যথা অনুপপত্তি ন্যায় অনুসারে করিতেই হইবে। কারণ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— পুরসুন্দরীগণ যত্ন চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়কে বিমথিত বা বিশেষভাবে মুগ্ধ বা অভিভূত করিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৭ 'প্রণতদেহীনাং' শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা—

অত্রাভিঃ সমর্থারতিমত্ত্বেন মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয়দুঃখাপায়সুখ-প্রাপ্তিজ্ঞানরহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-প্রয়োজনকায়িকবাচিক-মানসব্যাপারাভিস্তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয়রূপযৌবন-কামপীড়াং বিবৃণ্বতীভিঃ পরমবিদগ্ধাভিঃ প্রায়ঃ প্রেম্নো বাঙ্‌নিষ্ঠ-তালাঘবো ন ক্রিয়তে। কিন্তু কামস্যৈব, যথা— ভোজনলম্পটং কঞ্চিৎ

স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন তং ভোজয়িতুকামশ্চতুর্ব্বিধ-মিষ্টান্নসাধনে প্রযতমানো জনস্তেন পৃষ্টোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযাস্যামি ন ত্বদর্থমিতি ব্রূতে তদৈব প্রেমা গুরুর্ভবতি, যদিত্বেতবান্ মমায়াসস্ত্বৎ সুখার্থমেব নতু স্বার্থং নিস্কামত্বাদিতি ব্রূতে তদা প্রেমলঘু ভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পুটে— প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োরয়ি দীপ এব। হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবা লঘুতামুপৈতীতি।

টীকার অর্থ— এই গোপিকাগণ সমর্থা রতিমতী বলিয়া মহাপ্রেমবতী, স্বকীয় দুঃখ ধ্বংস ও সুখ প্রাপ্তিজ্ঞান-রহিতা এবং যাঁহাদের কায়িক বাচিক মানস ব্যাপার একমাত্র কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময়— এবম্ভুত গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণেরই সুরত সম্বন্ধীয় সুখ উদ্দীপনের জন্য নিজেদের রূপ যৌবন কামপীড়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেন না তাঁহারা পরম বিদগ্ধা বলিয়া প্রেমকে প্রায় বাঙ্‌নিষ্ঠতা দ্বারা লাঘব করেন না (অর্থাৎ প্রেমকে বাণীর দ্বারা প্রকাশ করেন না) কিন্তু প্রীতিকে অন্তঃকরণে রাখিয়া মুখে কামের কথা বলিয়া ঐ কামেরই গৌরবহানি করেন।

যেমন কোন ব্যক্তি তাঁহার ভোজনলম্পট নিজ মিত্রকে বুভুক্ষু অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হন। প্রচুর আয়োজনের কারণ সখাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিয়া উত্তর দেন— আমি নিজের জন্যই মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেছি, তোমার জন্য নহে। (অদ্য আমার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল এই সুযোগে তুমি আসিয়া পৌঁছিয়াছ ইত্যাদি)। এই কথাতে প্রেম গুরুত্ব লাভ করিয়া থাকে। যদি তিনি যথার্থ ভাব গোপন না রাখিয়া সরলভাবে বলেন— এসব আয়োজন প্রযত্ন — তোমার সুখের জন্যই, আমার জন্য নয়

(আমার নিজের কোন প্রয়োজন কামনা বাসনাদি নাই) এই কথা বলিলে প্রেম লঘুতাপ্রাপ্ত হয়।

যথা প্রেমসম্পুটে— প্রেম দুই রসিকের নিকটে গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রদীপতুল্য, হৃদয়রূপ গৃহকে প্রকাশিত করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। যদি এই প্রেমরূপ প্রদীপকে বদনরূপ দ্বার দিয়া বাহিরে আনা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই উহা নির্ব্বাপিত হয় অথবা লঘুতা প্রাপ্ত হয়।

তাই বিদগ্ধতাশিরোমণি ব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন—

তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো,

তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্।। (ভাঃ ১০।২৯)।

হে আর্ত্তবন্ধো ! তোমার এই কিঙ্করীদিগের কন্দর্পতাপে তপ্ত স্তনসমূহে ও মস্তক সকলে করপঙ্কজ স্থাপন কর।

মহাজনী পদ যথা—

নবহু রুচি দেহ সখি ! নিপহু মূলে পেখনু
নয়ন মম ভৈ গেও বিভোর।
নূতন তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বর
লখিতে নারি কিয়ে কাল কি গৌর।।
অঙ্গ গতি ভাঁতি অতি বঙ্কিম সে চাহনি
অধরে হাসি করেতে বাঁশী শোভং।
উচ্চ চূড়া টেড়া শিখি— পুচ্ছ তছু কোপরি
হেরিয়ে কত যুবতী মন লোভং।।
অধর চাহে অধরামৃত হৃদয়ে হৃদি মাগই
প্রাণে পুন রাখিতে চাহে প্রাণ।
শ্যাম বপু লাগিয়ে নিজহু বপু সাধিয়ে
কৈছে হাম করব সমাধান।।

একে ত হাম রমণী ভেল ননদী ভেল কাল রে
বিহি ত মোরে করল কুল নারী।
গোবিন্দ দাস কহে এ দুঃখে কত জীয়ব
এ দুঃখে তনু যমুনা নীরে ডারি।।

৮। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগা ভক্তির দৃষ্টান্ত— শ্রুতিগণ, গায়ত্রী দেবী ও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ।

শ্রুতিগণ—

ভাগবত ১০।৮৭।১৯ শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত টীকায় ধৃত বৃহৎ বামন পুরাণের বচন যথা—

শ্রুতয় উচুঃ—

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ম্।।
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা।।

শ্রীভগবানুবাচ—

দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি।।
আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ।।
পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে।।
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্।
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ।।

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন— "হে কৃষ্ণ ! কোটিকন্দর্পলাবণ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদিগের চিত্ত যে কামিনীগণের মত স্মরক্ষুব্ধ

হইয়াছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ যে প্রকারে তোমাকে নিজ রমণ মনে করিয়া কামতত্ত্বে ভজনা করিতেছে অর্থাৎ তোমাকে উপপতিজ্ঞানে পরকীয়াভাবে ভজন করিতেছে, সেই প্রকার আমাদেরও কামতত্ত্বে অর্থাৎ কামরূপা রতিতে ভজিতে ইচ্ছা হইতেছে।''

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— ''তোমাদের মনোবাসনা অতি সুন্দর। কিন্তু এ ভাব অতি দুর্ল্লভ ও দুর্ঘট। তথাপি আমি অনুমোদন করিতেছি, তোমাদের এ বাসনা সম্যক্ প্রকারে সত্য হইবে। যখন আগামী সৃষ্টিতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যত হইবেন, তখন সেই সারস্বতকল্পে তোমরা ব্রজগোপীত্ব লাভ করিবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত মথুরামণ্ডল, তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন নামে আমার ধামে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই স্থানে রাসমণ্ডলে আমাকে প্রিয়রূপে তোমরা লাভ করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহময় ভাবপূর্ণ অতি সুদৃঢ় উপপতিভাবে লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।''

গায়ত্রীদেবী—

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে ''তদ্ভাববদ্ধরাগা'' ৩১শ্লোকের শ্রীপাদ জীব গোস্বামী টীকা ধৃত— শ্রীপদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডে বর্ণিত—

গায়ত্রী চ গোপীত্বং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তবতীত্যাখ্যায়তে যথা—

গোপকন্যারূপতয়া জাতায়াস্তস্যা ব্রহ্মণা।
পরিণয়ে তৎপিত্রাদিগোপেষু শ্রীভগবদ্বরঃ।
ময়া জ্ঞাত্বা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরিঞ্চয়ে।
যুষ্মাকন্তু কুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতি।।

কোনও সময়ে গায়ত্রী দেবী ব্রহ্মার সহিত পরিণয় হইলে পর

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। সেই সময় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া পিতা-মাতা প্রভৃতি গোপগণের সহিত আবির্ভূত হইলেন। গায়ত্রীদেবী তাঁহাদের মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য্য গুণ বিভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার মানসে গোপকন্যারূপে জন্মলাভ করিবার অভিপ্রায় করিলে, তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তিনি স্বজনগণ সমক্ষে বলিলেন, হে বন্ধুগণ ! অধুনা এই কন্যা আমা কর্ত্তৃক বিরিঞ্চির করে প্রদত্তা হইয়াছে। যখন তোমাদের কুলে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য অবতীর্ণ হইব তখন গায়ত্রী আমার কান্তা হইবে।

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ—

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকা ভাবের অনুগত "বাসনা-মহর্ষয়োহত্র শ্রীগোকুলস্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যানুগতবাসনাঃ।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩০১ টীকা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ)।

যথা— তাভিরেবায়ং মন্ত্রো দৃষ্টোহস্তীতি কেচিৎ আহুঃ পদ্মপুরাণানুসারেণ পূর্ব্বজন্মনি শ্রীরঘুনাথাবতারে তাসামেব ঋষিত্বাৎ।।

(শ্রীবৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা)।

দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ কাত্যায়ণী ব্রতপরা গোপীগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

৯। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা (সখী ভাব)

তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা।। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৯)

সেই শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরী নায়িকাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গাদি বিষয়ে সাহায্য ও অনুমোদন করাতেই নিজ সুখাতিশয় মানিয়া নায়ক নায়িকার আকর্ষক ভাব বিশেষ— সেই ভাব মাধুর্য্যে অভিলাষময়ী যে ভক্তি তাহাই তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। ইহারই নাম সখীভাব।

সখীভাবের অর্থ— নায়িকা বা যূথেশ্বরীর প্রতি নিরুপাধি প্রীতি,

অকপট অসীম প্রীতি। এমন কি, নায়িকাকে নিজের প্রাণ অপেক্ষা অথবা আত্মা হইতেও অধিক প্রীতির বস্তু মনে করা।

সখীভাবের প্রাণ হইতেছে বিশ্রম্ভ।

'বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষঃ' (ভঃ রঃ সিঃ ৩।৩।১০৬)।

গাঢ়বিশ্বাসবিশেষোহত্র পরস্পরং সর্ব্বথা স্বাভেদপ্রতীতিঃ।

(টীকা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ)

এই বিশ্রম্ভে নায়িকার সহিত নিজের সর্ব্বথা অভেদ প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। এই বিশ্রম্ভের ফলেই সখী নায়িকার হৃদয়জ্ঞা অর্থাৎ নায়িকা কিছু না বলিলেও অথবা অতি সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই নায়িকার হৃদয়গত ভাব সখী বুঝিতে পারেন।

শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ ৫।২৭৯ কিরণে সখীর লক্ষণ—

যথা— *নিরুপাধিপ্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ।*

বয়স্যভাবাদন্যোহন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ।।

যাঁহারা নিরুপাধি প্রীতিপরায়ণা, সুখদুঃখে সদৃশী ও বয়স্যভাব হেতু পরস্পরের হৃদয়জ্ঞ— তাঁহারাই সখী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি দূতী প্রঃ ৭০ শ্লোকে সখীর সংজ্ঞা—

স্বাত্মনোহপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোহন্যমচ্ছলম্।

বিশ্রম্ভিণী বয়োবেষাদিভিস্তুল্যা সখী মতা।।

যাঁহারা নিষ্কপটে পরস্পরের প্রতি নিজ হইতেও অধিকতর প্রেম করেন, পরস্পর বিশ্বাসভাজন হন এবং বয়স, বেষ, বৈদগ্ধ্য, রূপ, মাধুর্য্য ও বিলাসাদিতে তুল্য, তাঁহারাই 'সখী' পদ বাচ্য।

ঐ সখী প্রকরণ ১ম শ্লোকে—

প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে।।

সখী— প্রেমলীলা ও বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণী এবং বিশ্বাসরূপ রত্নের (বিরল, দুর্লভ ও পরম সংগোপ্য বলিয়া রত্নতুল্য মহার্ঘ্য বস্তুর) পেটিকা।

নায়িকাভাব— নিজের প্রতি অঙ্গ দিয়া নায়কের সেবা বা *নায়ককে* অশেষ বিশেষভাবে সুখদান করা। আর সখীভাব হইতেছে— বিশেষভাবে নায়কের সহিত নায়িকার মিলন সংগঠন করাইয়া *নায়িকাকে সুখদান* করা বা এই সুখের আতিশয্য পুষ্টি সাধন করা। এই প্রকার সখীভাব ও নায়িকাভাবের পার্থক্য বুঝিতে হইবে।

শ্রীরাধা প্রভৃতি নায়িকাগণের ইষ্ট (অভীষ্টতম বস্তু) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু সখীগণের বিশেষভাবে ইষ্ট শ্রীরাধা প্রভৃতি নায়িকা সহ কৃষ্ণ, যথা— "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।" (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর)। এই প্রবন্ধে শ্রীরাধা সখীগণের কথাই উল্লেখ করা হইতেছে।

সখীগণের সাধারণতঃ ভেদ ত্রিবিধ—

১। শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমস্নেহা ২। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহাধিকা ৩। শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা। শেষোক্ত শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীগণকেই মঞ্জরী বলা হয়। এই মঞ্জরী ভাবের মধ্যে সখ্য যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, তাঁহাদের সেবার দিকেই বিশেষ আবেশ, তাঁহারা শ্রীযুগল-কিশোরের সেবাপ্রাণা। তাঁহাদের সখ্য এবং সেবা যেন তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সেবাই যেন সখ্য ও সখ্যই যেন সেব।

মঞ্জরীগণের শ্রীরাধাদাস্য নিষ্ঠা— শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রার্থনা—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।

(স্তবাবলী)।

হে দেবি ! তোমার পাদপদ্মে শ্রেষ্ঠ (একান্ত) দাস্যমাত্র ব্যতীত আমি নিশ্চিত ভাবে কোনকালেই অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। (যদি বল— আমার সখীত্ব গ্রহণ কর, তাহাতে বলি—) তোমার সখীত্বে আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। (আমার কথা এই), তোমার দাসত্বে আমার অনুরাগ হউক (সতত নবনবায়মানরূপে বর্দ্ধিত হউক)। ইহা সত্য অর্থাৎ ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। (স্তবাবলী— বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১৬)।

১০। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বা সখীভাব পঞ্চবিধ।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধা সখী আবার পাঁচ প্রকার—

অস্যাঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্য পঞ্চবিধাঃ মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠ-সখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ।।

(উজ্জ্বল— রাধাপ্রকরণ ৫০)।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ যথা—

১। সখী ২। প্রিয়সখী ৩। পরম প্রেষ্ঠসখী ৪। প্রাণসখী ৫। নিত্যসখী।

১। সখী— শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা ধনিষ্ঠা বিন্ধ্যাদি (উজ্জ্বল— সখীপ্রকরণ ও রাধা প্রকরণ)।

২—৩। প্রিয় সখী ও পরম প্রেষ্ঠসখী— সমস্নেহা কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি (উজ্জ্বল— রাধা প্রকরণ) এবং ললিতাদি অষ্ট সখী (উজ্জ্বল— নায়ক সহায়)।

৪—৫। প্রাণসখী ও নিত্যসখী— শ্রীরাধাস্নেহাধিকা— কস্তূরী ও মণিমঞ্জর্য্যাদি (উঃ— সখীপ্রকরণ ও শ্রীরাধাপ্রকরণ)।

উক্ত পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে— শ্রীরাধাস্নেহাধিকা প্রাণসখী ও নিত্যসখীকেই মঞ্জরী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

১। সখী— শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা ধনিষ্ঠাদি।

রাগানুগীয়ভক্তমতে শ্রীকৃষ্ণাদন্যূনপ্রীতিমত্তয়ৈবানুজিগমিষিতা গোপী খল্বনুগম্যতে তস্মান্ন্যূনপ্রীত্যাপ্যনুগমনে বাচ্যে বৈধাৎ রাগস্য কো বিশেষঃ ভক্তানুগতিং বিনা বৈধভক্তেরপ্যসিদ্ধেঃ তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণেঽধিকা সখী তদনুজিগমিষুভির্জনৈঃ শ্রীকৃষ্ণাদন্যূন প্রীতিবিষয়ীকর্ত্তব্যা শ্রীরাধিকাদ্যা সর্ব্বযূথেশ্বরী তু শ্রীকৃষ্ণাদিবন্ন্যূনপ্রীতিবিষয়ীকার্য্যেতি সখ্যাঃ সকাশাদপি যূথেশ্বর্য্যা অপকর্ষে দ্যোতিতে মহানেবানয় ইত্যতঃ সখ্যো নানুগম্যন্ত ইতি তা একবিধা এবেতি সর্ব্বমবদাতম্।।

(উজ্জ্বল— সখী প্রঃ ৬২ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)।

ভাবার্থ— শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখীগণের আনুগত্যে ভজনের প্রথা নাই। কারণ— সাধককে অনুগম্যা ধনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণতুল্য স্নেহ বা প্রীতি করিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে অল্প প্রীতি করিলে হইবে না। ধনিষ্ঠা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধারাণী হইতে কিছু অধিক ভালবাসেন; সুতরাং সাধককে শ্রীরাধারাণী হইতে অনুগম্যা ধনিষ্ঠাকে অধিক ভালবাসিতে হইবে। এইরূপ হইলে শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা মঞ্জরীভাব সিদ্ধ হইবে না।

২—৩। (ক) প্রিয়সখী, কুরুঙ্গাক্ষী সুমধ্যমা প্রভৃতি। (খ) পরম প্রেষ্ঠসখী— ললিতা বিশাখাদি সমস্নেহা।

(ক) প্রিয়সখী যথা—

যে সকল সখী শ্রীকৃষ্ণে ও প্রিয়সখী স্বীয় যূথেশ্বরীতে অন্যূনাধিক (ঠিক ঠিক সমান) সুব্যক্ত ও অনির্ব্বাচ্য স্নেহ বহন করেন, তাঁহাদিগকে সমস্নেহা বলে। ইহাদের সংখ্যা সমধিক। 'প্রিয়সখ্যঃ কুরুঙ্গাক্ষীসুমধ্যা-মদনালসা' (রাধা প্রঃ)।

উদাহরণ—

শ্রীরাধা মানিনী হইলে অকস্মাৎ সমাগতা শ্যামার সখী বকুলমালা চম্পকলতাকে কহিলেন, সখি ! শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে শ্রীরাধা আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে ব্যথিত করেন, হা কষ্ট ! এইরূপ শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণও আমাকে অতিশয় ব্যথা প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব হে সুন্দরি ! *যে জন্মে এককালীন রাধাকৃষ্ণের উৎসবপ্রদ বদনচন্দ্র নয়নদ্বয়ের আস্বাদনীয় না হয়* সেই জন্মই যেন আমার না হয়। (উঃ সখী প্রঃ ১৩৬)।

(খ) পরমপ্রেষ্ঠ সখী যথা—

উল্লিখিত সমস্নেহা সখীগণের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণে তুল্য প্রেম বহন করিয়াও আমরা 'শ্রীরাধারই'— যাঁহারা এই প্রকার অতিশয় অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলা হয়। 'পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকাঃ'।

শ্রীললিতা বিশাখাদি অষ্ট সখী শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিয়যক প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা বশতঃ কখনও দুই জনের মধ্যে একতরে যেন প্রেমাধিক্য বহন করেন বলিয়া প্রতীতি হয় অর্থাৎ সময় বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার প্রতি, আবার কখনও শ্রীরাধা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ

অত্যল্প অধিক প্রেম— তাহাও আবার ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার প্রতি এবং কখন কখন মানাবস্থায় শ্রীরাধা, কৃষ্ণকে অনাদর করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন।

৪—৫। প্রাণসখী ও নিত্যসখী— শ্রীরাধাস্নেহাধিকা কস্তূরী ও মণিমঞ্জর্য্যাদি (উঃ— সখীপ্রকরণ ও শ্রীরাধাপ্রকরণ)।

নিত্যসখ্যশ্চ কস্তূরীমঞ্জরীকাদয়ঃ।

প্রাণসখ্যঃ শশীমুখীবাসন্তী-লাসিকাদয়ঃ।।

উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ ৫ম অনুচ্ছেদে—

'যা রাধিকায়াং স্নেহাধিকা সা নিত্যসখী

তত্র মুখ্যা যা সা প্রাণসখী উক্তা'।

উজ্জ্বল— সখী প্রঃ ৬২ আনন্দচন্দ্রিকা টীকার ব্যাখ্যা—

অনুগম্যা গোপীগণ যেমন নিত্যসিদ্ধ, সেই প্রকার তাঁহাদের হইতে কিঞ্চিৎন্যূনা অনুগতা লব্ধসিদ্ধা গোপীগণও অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরাধাস্নেহাধিকা প্রাণসখীগণের অনুগতা নিত্যসখীগণ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমানা আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধাতে স্নেহাধিক্যের দৃষ্টান্ত—

কাচিৎ প্রখরা শ্রীরাধার প্রাণসখী শ্রীরাধার অভিসার নিষেধ করিয়া বৃন্দাকে কহিলেন, হে সহচরি ! তোমার দৌত্য চাতুর্য্য বিরাম হউক, তুমি এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গিয়া গোষ্ঠেন্দ্র নন্দনকে বল যে, এ বর্ষার রাত্রি, ইহাতে বিষম বিষধর সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কি প্রকারে এই ভীরুস্বভাবা শ্রীরাধাকে গিরি গহ্বরে প্রেরণ করিব, অতএব তিনিই যেন স্বয়ং সংগোপনে অভিসার করেন।

১১। সমস্নেহা হইতে শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীগণের ভেদ ও বিলক্ষণতা।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি— নায়ক সহায় ভেদ ৯ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা— *অত্র সখীভাবং সমাশ্রিত ইতি যদ্যপি সখ্যো হি স্বস্বযূথেশ্বরীণাং শ্রীরাধাদীনামেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখেন সুখিন্যঃ ন তু স্বেষাং তদপি তাঃ সামান্যতো দ্বিধা ভবন্তি প্রেমসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদীনামাধিক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যাতিলোভনীয়গাত্র্যঃ তেষাং ন্যূনত্বেন তস্যানতিলোভনীয়গাত্র্যশ্চ তত্র পূর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণসুখানুরোধাৎ তত এব স্বযূথেশ্বরীণামপ্যাগ্রহাধিক্যাচ্চ কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-স্পৃহাবত্যোঽপি ভবন্তি। তাশ্চ ললিতাদ্যাঃ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যাদয়ঃ। উত্তরাস্তু তদ্দ্বয়াভাবাৎ কদাপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-স্পৃহাবত্যো ন ভবন্তি। তাশ্চ কস্তূর্য্যাদয়ো নিত্যসখ্যঃ।*

ভাবার্থ— যদ্যপি সখীগণ নিজ নিজ যূথেশ্বরী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখেই সুখী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ আছে। প্রথম— প্রেম সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণের অতি লোভনীয় গাত্রী। দ্বিতীয়া— প্রেম সৌন্দর্য্যাদিতে কিঞ্চিৎ ন্যূনতাহেতু অতি লোভনীয়া নহেন। তন্মধ্যে প্রথমা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুরোধ বশতঃ এবং স্বীয় যূথেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে কখন কখনও কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহাবতী হইয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রীললিতাদি পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ।

দ্বিতীয়া— কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ এবং স্বীয় যূথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্যের বিদ্যমান সত্ত্বেও কখনও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখে স্পৃহাবতী হন না। ইঁহারা কস্তূরী প্রভৃতি নিত্যসখী (মঞ্জরী) গণ।

যথা— শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতে ১৬। ৯৪—

অনন্যশ্রীরাধাপদকমলদাস্যৈকরসধী
হরেঃ সঙ্গে রঙ্গং স্বপনসময়ে নাঽপি দধতী।

বলাৎ কৃষ্ণে কূর্পাসকভিদি কিমপ্যাচরতি কা-
প্যুদশ্রুর্মেবেতি প্রলপতি মমাত্মা চ হসতি।।

যিনি শ্রীরাধা-পদকমলের দাস্যরসেই অনন্যচিত্তা, স্বপ্নেও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গ স্বীকার করেন না, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাঁহার কঞ্চুক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কিছু আচরণ করিলে এমন কোনও মঞ্জরী অশ্রুযুক্ত হইয়া, না না— এই প্রকার প্রলাপ করিতেছেন এবং আমার আত্মা বা প্রাণ-স্বরূপিণী শ্রীরাধা হাস্য করিতেছেন।

এই হাস্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ আচরণে যে, শ্রীরাধার অনুমোদন আছে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে।

নিত্যসখী (মঞ্জরী) গণ তাঁহাদের এই অভিনব ভাববিশেষের জন্য এমন কিছু বস্তুবিশেষ বা পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন, যাহা সমস্নেহা ললিতাদি সখীগণেরও দুর্ল্লভ বা অলভ্য। যথা—

তাম্বূলার্পণ-পাদ-মর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভি-
বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে।।

(স্তবাবলী— ব্রজবিলাসস্তব— ৩৮)।

তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার নিয়ত পরিতৃপ্তি বিধান করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ঠসখী ললিতাদি অপেক্ষা যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিভূমিতে গমনাগমন করিতে অধিক অসঙ্কুচিত, সেই রূপমঞ্জরী—প্রধানা রাধিকাদাসীগণকে আমি আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি।

এস্থলেই মঞ্জরীগণের বিশেষত্ব বা বিলক্ষণত্ব। রঙ্গনমালা অর্থাৎ রূপমঞ্জরী প্রভৃতি পরমপ্রণয়িণী সখী হইলেও পরিচারিকার ন্যায়

ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই জন্য এমন কোনও অভীষ্ট পরিচর্য্যাবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন যাহা ললিতাদি সখীগণ লাভ করিতে পারেন না।

'রঙ্গনমালা প্রভৃতয়ঃ পরমপ্রণয়ীসখ্যঃ অপি স্বাভিলষিত-পরিচরণ-বিশেষলাভায় পরিচারিকা ইব ব্যবহরন্তি।'

(শ্রীমুক্তাচরিত্র ২৭৪ অনুঃ)।।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ৩।২ শ্লোকার্থ—

সেই রূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণ, যাঁহাদের পদের অগ্রভাগের একটি রেখাও বিদ্যুতের উৎকৃষ্ট দ্যুতিকে জয় করিতে সমর্থ, নিশ্চয়ই যাঁহারা মূর্ত্তিমান্ কলানৈপুণ্য বা রসিকতাই, তথাপি যূথেশ্বরীত্ব বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে অরুচিযুক্ত হইয়া এই রাধার দাস্যরূপ অমৃতসমুদ্রে অবিশ্রান্ত ভাবে স্নান করিয়া থাকেন।

টীকা— 'যূথেশ্বরীত্বম্ অপি সম্যক্ অরোচয়িত্বা, দাস্যামৃতাব্ধিং সস্নুঃ অজস্রম্ অস্যাঃ।

নিত্যসখী বা মঞ্জরীগণ সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিচার্য্য এই যে— শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ মাধুর্য্য বিষয়ের জন্য শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরীগণের যেমন প্রগাঢ় তৃষ্ণা (স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী তৃষ্ণা) তাহার ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়ের প্রতি মঞ্জরীগণের সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী তৃষ্ণা কি জাতীয় এবং কি পরিমাণ তাহা বিবেচ্য ও বিচার্য্য—

'মধুর রসে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন'। (শ্রীচৈঃ চঃ)।

ইহার দ্বারা মধুররসের পরিচয় সম্বন্ধে কোনও অস্পষ্টতা মনে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩৩ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন— আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-মধুরূপ আসব বারংবার পান করিয়া থাকি।

'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ'। (শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১।৭।৯৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহা দ্বারা যূথেশ্বরী (নায়িকা) গণের মধুরভাবে নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার পরিচয় স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু মঞ্জরীগণ নিজাঙ্গ দ্বারা মধুরভাবে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণভজন বা সেবা বিষয়ে পরাঙ্‌মুখী বা অনাগ্রহযুক্তা। কখনও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ স্পৃহা পর্য্যন্তও মঞ্জরীদের মনে উদয় হয় না, অথচ সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন মধুরা রতি হইতে পারে না। অতএব তাঁহাদের মধুরা কামরূপা ভক্তি বা সমর্থা রতি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

তদুত্তরে বক্তব্য—

মঞ্জরীগণের প্রীতির বিষয়াবলম্বন শ্রীশ্রীযুগলকিশোর। অতএব— শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ (আলিঙ্গিত *রূপ*) সন্দর্শনে— মঞ্জরীগণের চক্ষুর তৃষ্ণা এবং তাহার সার্থকতা হইতে পারে; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের কথাবার্ত্তা *'শব্দ'* (সংজল্প) শ্রবণে কর্ণের তৃষ্ণা এবং সার্থকতা হইতে পারে; সেই প্রকার যুগলের চর্ব্বিত তাম্বূল আস্বাদনে জিহ্বার *'রস'* তৃষ্ণা ও তাহার সার্থকতা হইতে পারে; সেই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিমল (রতামর্দ্দ সমুত্থিত অতুলনীয় সৌরভ) *'গন্ধ'* আঘ্রাণে নাসিকার তৃষ্ণা এবং তাহার সার্থকতা হইতে পারে। যুগলকিশোরের পদ সম্বাহনাদি কালে অঙ্গাদি সংস্পর্শে *'স্পর্শ'* ত্বগিন্দ্রিয়ের *তৃষ্ণা* এবং তাহার সার্থকতা হইতে পারে।

এইরূপে সম্ভোগের ত্রিবিধ অঙ্গ— সন্দর্শন, সংজল্প ও সংস্পর্শ অল্পাধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও 'সংপ্রয়োগ' রূপ সম্ভোগের আস্বাদন মঞ্জরীগণের কি প্রকারে হইতে পারে? এ বিষয়ে নিম্ন লিখিত (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৮) গ্রন্থ হইতে আলোক পাওয়া যাইতেছে, যথা—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা।।
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়।।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রম্।।

ব্রজকুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপলতা সদৃশী হইলেন রাধিকা; আর তাঁহার সেবাপরা সখী-মঞ্জরীগণ হইলেন ঐ লতার কিশলয়-পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যা, অতএব রাধাতুল্যা। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসে শ্রীরাধা-লতাসিক্ত এবং উল্লসিত হইলে তাঁহাদের যে নিজ সেকজনিত সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

বিভূরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতিরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ।।

সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যেমন চিদ্বিভূতি বিনা পুষ্টি লাভ করেন না, সেইরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব অতি মহান্, স্বপ্রকাশ এবং সুখস্বরূপ হইলেও সখীমঞ্জরীগণ ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও রস পোষণ করিতে পারেন না; অতএব এমন কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যিনি এই সখী-মঞ্জরীগণের চরণ আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারেন?

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৬-১৭)

রাধানাগরকেলিসাগরনিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখং

নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সৌখ্যোৎসবঃ।।

(শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ১।৪)

শ্রীরাধানাগরের কেলিসমুদ্রে নিমগ্ন সখীর নয়নের যে সুখ হয়, শ্রীভগবানের সকল সুখোৎসবও তাহার লবলেশ তুল্য নহে।

স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং

ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বাষ্পম্।

অধর-মধু মুদাস্যাশ্চেৎ পিবত্যেব যত্না-

দ্ভবতি বত তদাসাং মত্ততা-চিত্রমেতৎ।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১১।১৩৭)

শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদিগের শরীরে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ ও বাষ্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে এবং যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধরমধু পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদিগের মত্ততা উৎপন্ন হয়। ইহা অতি আশ্চর্য্য।

টীকা— অত্যন্তভিন্নাধারত্বে যুগপদ্ভাষণং যদি। ধর্ম্ময়োর্হেতুফলয়োস্তদা সা স্যাদসঙ্গতিঃ। রাধাঙ্গস্পর্শতদধরমধুপান-রূপহেতুঃ, তৎসখীনামঙ্গরূপভিন্নাধারে হেতুজন্যং ফলং যয়োস্তয়োধর্ম্ময়োঃ রাধাস্পর্শাধরপানকম্পাদিমত্ততারূপয়োর্যুগপদ্ভাষণমত্রাসঙ্গতিঃ।

পতত্যস্রে সাস্রা ভবতি পুলকে জাতপুলকাঃ

স্মিতে ভাতি স্মেরা মলিমনি জাতে সুমলিনাঃ।

অনাসাদ্য স্বালীর্মুকুরমভিবীক্ষ্য স্ববদনং

সুখং বা দুঃখং বা কিমপি কথনীয়ং মৃগদৃশঃ।।

(অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৫।১৫৮)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অয়ি মৃগলোচনাগণ ! তোমরা যখন স্বকীয়

সখীবৃন্দকে প্রাপ্ত না হও, তখনি দর্পণে নিজ মুখমণ্ডল অবলোকন পূর্ব্বক সুখ বা দুঃখ জ্ঞাত হইয়া তাহা কীর্ত্তন করিতে পার। কিন্তু সখীমণ্ডলী সম্মুখবর্ত্তিনী থাকিলে তোমাদের দর্পণে প্রয়োজন কি? তাহারা দর্পণের সাধর্ম্ম্য ধারণ করে বলিয়া তদ্দ্বারাই তোমাদের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

দেখ ! তোমাদের অশ্রুবিন্দু পতিত হইলে তাহারা সাশ্রুমুখী হয়, তোমাদের রোমাঞ্চ হইলে তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ হয়, তোমরা হাস্য করিলে তাহারাও সহাস্যা হয়, মালিন্য হইলে তাহারাও সুমলিনা হয়।

যাস্ত্বেতয়োঃ কেলিবিলোকনং বিনা
নৈব শ্বসন্ত্যাসু-গবাক্ষ-সঞ্চয়ম্।
শ্রিতাসু কাচিন্নিজগাদ পশ্যতা-
নয়োর্দ্দশা কেয়মভূদিহাদ্ভুতা।।
(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ২০।২৬)।

যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি বিলোকন বিনা প্রাণধারণ করিতে পারেন না, সেই সেবাপ্রাণা কিঙ্করীগণ নিকুঞ্জের গবাক্ষপথে নয়ন রাখিয়া তাঁহাদের কেলিবিলাস দর্শন করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে এক কিঙ্করী বলিলেন— সখীগণ ! ঐ দেখ শ্রীরাধাশ্যামের কি 'অদ্ভুত' ভাব উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অধরমধু পান করিলে যদি অস্পৃষ্ট অবস্থায় থাকিয়াও সখী-মঞ্জরীগণের চিত্তে মত্ততার উদয় হয়, তবে জালরন্ধ্রদ্বারা দর্শনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্প্রয়োগলীলাজনিত সুখ কিম্বা ততোঽধিক সুখ হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য নহে। কারণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক নায়িকা নহেন। তাঁহারা অলৌকিক অপ্রাকৃত সুদিব্য নায়ক নায়িকা।

শ্রীকৃষ্ণ— সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজমূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর।। (চৈঃ চঃ)।

শ্রীরাধা— মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেম বিভাবিত।। (চৈঃ চঃ)।

সখী— মঞ্জরীগণও তদ্রূপ। যথা— শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ২

তা বিদ্যুদুদ্দ্যুতি-জয়ি-প্রপদৈকরেখা
বৈদগ্ধ্য এব কিল মূর্ত্তিভূতস্তথাপি।
যূথেশ্বরীত্বমপি সম্যগরোচয়িত্বা
দাস্যামৃতাব্ধিমনুসম্মুরজস্রমস্যাঃ।।

শ্রীরাধার এই প্রিয় কিঙ্করীগণের সীমাহীন শোভা সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয়। তাঁহাদের পাদাগ্রের এক একটি রেখা বিদ্যুতের উৎকৃষ্ট দ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী বৈদগ্ধ্যস্বরূপিণী এবং যদিও প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী হইবার উপযুক্তা, তথাপি তাঁহারা কেহই সেই যূথেশ্বরীত্ব লাভের জন্য ক্ষণমাত্রও রুচি প্রকাশ করেন না। এইরূপ সখ্যাভিমানে সম্যক্ অরুচি বশতঃই তাঁহারা শ্রীরাধার দাস্যামৃত-সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন।

ভাব ব্যতিরেকে রস আস্বাদন হয় না— 'কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ।।' (চৈঃ চঃ)।

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার যেমন শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপজা সমর্থা রতি, সেই প্রকার সখী মঞ্জরীগণেরও শ্রীরাধাকৃষ্ণে অজন্য অনাদিসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধা স্বরূপজা রতি। ইহা সর্ব্বথা অহৈতুকী, অলৌকিকী, অতর্ক্যা এবং অচিন্ত্যা। যথা শাস্ত্রবাক্য—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি।। (শ্রীচৈঃ চঃ)।

লতাবলী-রন্ধ্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস দর্শন করিয়া মঞ্জরীগণ কখন কখনও আনন্দে মূর্চ্ছিত হন। যথা— নিকুঞ্জরহস্য স্তবে—

প্রণয়ময়বয়স্যাঃ কুঞ্জরন্ধ্রার্পিতাক্ষী
ক্ষিতিতলমনুলব্ধানন্দমূর্চ্ছাং পতন্তি।
প্রতিরতি বিদধানৌ চেষ্টিতৈঃ চিত্রচিত্রৈঃ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।।

যাঁহারা রতিক্রীড়ায় অতি বিচিত্র চেষ্টাসমূহ দ্বারা কুঞ্জরন্ধ্রে অর্পিতনয়না প্রণয়ময়ী বয়স্যাগণকে আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্তি করাইয়া ধরাশায়িনী করিতেছেন, নিভৃত নিকুঞ্জে পুষ্পশয্যোপরি সেই শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ কর।

শ্রীরাধার আগ্রহাধিক্য— (উঃ সখী প্রঃ)।

ত্বয়া যদুপভুজ্যতে মুরজিদঙ্গসঙ্গে সুখং,
তদেব বহু জানতী স্বয়মবাপ্তিতঃ শুদ্ধধীঃ।
ময়া কৃতবিলোভনাপ্যধিকচাতুরীচর্য্যয়া,
কদাপি মণিমঞ্জরী ন কুরুতেঽভিসারস্পৃহাম্।।৮৯।।

একদিবস শ্রীরাধা মণিমঞ্জরীকে অভিসার করাইবার নিমিত্ত কোন সখীকে নিযুক্ত করায় সে যুক্তি পূর্ব্বক তাহাকে অভিসার করাইতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হওত শ্রীরাধাকে কহিল, হে প্রিয়সখি ! তুমি আজ্ঞা করায়— মণিমঞ্জরীর নিকটে গিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বহু বহু প্রলোভন বাক্যে কহিলাম, বয়স্যে ! ত্রিভুবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ সুখ ব্যতীত অন্য কোন সুখই অধিক বলিয়া আর নাই, অতএব একবার অনুভব কর, যেরূপ ললিতাদি সখীগণের সময়ে সময়ে সখীত্ব ও নায়িকাত্ব উভয়ই উপস্থিত হয়, তেমনি তুমিও সেই সেই ভাব স্বীকার কর। কেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইতেছ।

হে রাধে ! এই কথা শুনিয়া ঐ মণিমঞ্জরী কহিল, "সখি ! শ্রীরাধা, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে যে সুখ অনুভব করেন, আত্মসুখলাভাপেক্ষা আমার পক্ষে ঐ সুখই অধিক।" হে প্রিয়সখি ! বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম, মণিমঞ্জরীর চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু প্রলোভন এবং চাতুর্য্য-চর্য্যায় চিত্ত অভিসারার্থ ক্ষুব্ধ হইল না।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ (উঃ— সখী প্রঃ ৮৮)

রাধারঙ্গলসত্ত্বদুজ্জ্বলকলাসঞ্চারণপ্রক্রিয়া-
চাতুর্য্যোত্তরমেব সেবনমহং গোবিন্দ ! সংপ্রার্থয়ে।
যেনাশেষবধূজনোদ্ভটমনোরাজ্যপ্রপঞ্চাবধৌ,
নোৎসুক্যং ভবদঙ্গসঙ্গমরসেঽপ্যালম্বতে মন্মনঃ।।

কোনও এক সখী বনমালার্থ পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে শোভনাঙ্গি ! এই কুঞ্জমধ্যে কিয়ৎকাল আমার সহিত শয়ন করিয়া আপন জন্ম সফল কর, ইত্যাদি বাক্যে ঐ সখী স্বীয় স্ত্রীভাবোচিত বাম্য চাতুর্য্যাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথার্থ বলিতে ইচ্ছা করিয়া কহিল। হে গোবিন্দ ! রাধাস্বরূপা সুরত-লাস্যের ভূমিতে তোমার যে সকল উজ্জ্বল কলা অর্থাৎ শৃঙ্গার বৈদগ্ধ্যাদি প্রয়োগ প্রকার বিষয়ক চাতুর্য্যই যে সেবার প্রধান অঙ্গ, তাহাই কেবল আমি অভিলাষ করি; কেননা ঐ সেবার প্রভাবেই অশেষ বধূজনের মনোরথ চরমসীমা লাভ করিয়াছে, অতএব হে গোকুলেন্দ্র! অঙ্গসঙ্গমরস আস্বাদনার্থ কদাচ আমার মন ঔৎসুক্য অবলম্বন করিতেছে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক চিরবাঞ্ছনীয় আমাকে ঐ সেবাতেই নিযুক্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখ— অশেষ বধূজনের উদ্ভট মনোরথ বিস্তারের পরাবধি বা পরাকাষ্ঠা বলা হইয়াছে, কিন্তু এ হেন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখের প্রতিও মঞ্জরীগণের লোভ নাই; কারণ তাঁহারা তদপেক্ষা কোনও অধিক

অনির্ব্বচনীয় সুখ আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যথা— (ঐ) আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বর্ণিত। বহরমপুর সং ৩৬০ পৃষ্ঠায়—

.... "ত্বয়া সহ স্বাঙ্গসঙ্গসুখাৎ অপি জালরন্ধ্রাদৌ শ্রীরাধাঙ্গসঙ্গ-দর্শনোত্থং সুখম্ অধিকম্ অনুভূতং মন্মনসা" অর্থাৎ তোমার সহিত নিজের অঙ্গসঙ্গ সুখ হইতেও কুঞ্জস্থ লতা জালরন্ধ্রাদিতে শ্রীরাধার সহিত তোমার অঙ্গসঙ্গ দর্শন জনিত যে সুখ তাহা অধিক বলিয়া আমার মন দ্বারা অনুভূত হইয়াছে।

"ন হি লব্ধাধিকসুখাঃ জনাঃ অল্পে সুখে প্রবর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ অধিক সুখ যে লাভ করিয়াছে তাহার অল্প সুখে প্রবৃত্তি হয় না।

সকলে স্বভাবতঃই সুখান্বেষী (সুখতর্ষী); যে বিষয়ে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ, সেই বিষয়েই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় স্বাভাবিকী বা স্বারসিকী তৃষ্ণা। সুতরাং শ্রীরাধাস্নেহাধিকা তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় স্বাভাবিকী তৃষ্ণা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস দর্শনোত্থ সুখ; এই সুখতৃষ্ণা এবং তদনুকূল সেবা-তৃষ্ণাই— *মঞ্জরীভাব।*

বকরিপু-পরিরম্ভাস্বাদ-বাঞ্ছা-বিরক্তিং
ব্রতমিব সখি ! কর্ত্রী স্বালি-সৌখ্যৈকতৃষ্ণা।
ফলমলভত কস্তূর্য্যাদিরালিঃ সখীনাং
হরিবনবররাজ্যে সিঞ্চতে তাং যদদ্য।।

(শ্রীমাধবমহোৎসব ৭।১৩১)।

হে সখি ! কৃষ্ণের আলিঙ্গনাস্বাদ বাঞ্ছা হইতে বিরক্তিরূপ ব্রতাচরণকারিণী অথচ নিজ সখীর সুখেতেই একমাত্র তৃষ্ণাশীলা এই 'কস্তূরী' প্রভৃতি সখীগণ ব্রতফল লাভ করিয়াছেন।

মঞ্জরীগণ— যুগলকিশোরের সেবাপরায়ণা, সেবাপ্রাণা, সুতরাং

বিলাসান্তে যে রাধাকৃষ্ণের সেবা তাহাই মঞ্জরীগণের অভীষ্টতম। এ বিষয়ে মহাজনী পদ যথা—

রতিরণে শ্রমযুত, নাগরী নাগর, মুখভরি তাম্বূল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলিতঁহি গাত লাগায়।।
অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম।
নিজপ্রাণ কোটী, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম।।
মনোরম মাল্য, দুঁহু গলে অর্পহি, বীজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধি শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দুঁহু শাঁত।।
দুঁহুক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন, করি শ্রম, করলহিঁ দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুঁহু সখীগণ, সবহু মনোরথপূর।।
কুসুম শেজে দুঁহু, নিদ্রিত হেরই, সেবন পরায়ণ সুখ।
রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেটব সব মনোদুখ।।

১২। শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীগণই মঞ্জরী নামে অভিহিত।

যাঃ পূর্ব্বাং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
সখীস্নেহাধিকা জ্ঞেয়াস্তা এবাত্র মনীষিভিঃ।।

(উঃ— সখী প্রঃ ১৩৪)।

পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, মনীষিগণ তাঁহাদিগকেই সখীস্নেহাধিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

নিত্যসখ্যশ্চ কস্তূরী-মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ। (উঃ— রাধা প্রঃ ৫১)।

কস্তূরী ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

প্রাণসখ্যঃ শশীমুখী-বাসন্তী-লাসিকাদয়ঃ।। (ঐ ৫২)

প্রাণসখী— শশিমুখী ও বাসন্তী প্রভৃতি সকলেই শ্রীরাধাস্নেহাধিকা, সুতরাং মঞ্জরী নামে অভিহিতা।

১৩। মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব ভাবোল্লাসা রতি।

ভাবোল্লাসা রতির সংজ্ঞা—

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সখীর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সখী পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যাঁহাদের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জরহস্য লীলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসঙ্কোচ এবং সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই প্রাণসখী ও নিত্যসখীর মধুররসময়ী নিকুঞ্জসেবার উপযোগী কামরূপা তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা রতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবস্থা বা সর্ব্ব বিলক্ষণতার অভিনব সংজ্ঞা শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ২।৫।১২৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন— *ভাবোল্লাসা রতি*। এই ভাবোল্লাসা রতিই মঞ্জরী (প্রাণসখী ও নিত্যসখী) গণের স্থায়িভাব। এক্ষণে ইহাই আলোচনা করা যাইতেছে—

ভাবোল্লাসা রতির সংজ্ঞা— (ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।১২৮)।

সঞ্চারী স্যাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরত্যাঃ সুহৃদ্রতিঃ।
অধিকা পুষ্যমাণা চেদ্ভাবোল্লাসা ইতীর্য্যতে।।

অন্বয়— সুহৃদ্রতিঃ (সজাতীয়ভাবভক্তানাং পরস্পরং রত্যাঃ বিষয়াশ্রয়রূপাণাং ললিতাদীনাং সখীমুখ্যানাম্ একতরাশ্রয়া যা রতিঃ) সা যদি নিজাভীষ্টরসাশ্রয়ভক্তিবিশেষে শ্রীরাধিকাদৌ বিষয়ে কৃষ্ণরত্যাঃ (কৃষ্ণবিষয়ায়াঃ রত্যাঃ সমা স্যাৎ ঊনা বা স্যাৎ তদা) সঞ্চারী (কৃষ্ণ বিষয়ায়ারত্যাঃ সঞ্চার্য্যাখ্যঃ এব ভাবঃ) স্যাৎ তন্মূলত্বাৎ তৎপোষণাচ্চ।

মধুরাখ্যে রসে তু সা চেৎ (ক্বচিৎ কৃষ্ণবিষয়ায়াঃ অপি রত্যাঃ) অধিকা তত্রাপি পুষ্যমাণা (সততাভিনিবেশেন সংবর্দ্ধমানা) স্যাৎ তদা সঞ্চারিত্বে অপি বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া ভাবোল্লাসঃ (ভাবোল্লাসাখ্যঃ ভাবঃ) ইতি ঈর্য্যতে।

তাৎপর্য্যানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বিষয় এবং শ্রীরাধা প্রীতির আশ্রয়। সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃই সুহৃদ্‌ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং ললিতাদি সখীগণের শ্রীরাধাতে যে রতি তাহার নাম সুহৃদ্‌রতি। সেই সুহৃদ্‌রতি যদি শ্রীকৃষ্ণ রতির সমান বা ঊন (কিঞ্চিৎ কম) হয়, তবে তাহার নাম হইবে সঞ্চারিভাব অর্থাৎ মুখ্য শ্রীকৃষ্ণরতির তরঙ্গ তুল্য। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণরতি হইতে সুহৃদ্‌রতি (নিজাভীষ্ট ভাবাশ্রয় শ্রীরাধাদি বিষয়ে রতি) অধিক হয় এবং সর্ব্বদা অভিনিবেশ দ্বারা সংবর্দ্ধমানা হইয়া থাকে, তবে তাহা সঞ্চারী হইলেও মধুরাখ্য রসে বৈশিষ্ট্য হেতু নাম হয় ভাবোল্লাসা রতি।

কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের পরস্পর সজাতীয় বা সমজাতীয় ভাব, তাঁহারা একে অন্যকে সুহৃৎ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। যথা— দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের ভক্তগণ। তাঁহারা একে অন্যের রতির পরস্পর বিষয় এবং আশ্রয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যথা— রক্তক-পত্রক, সুবল-শ্রীদাম, শ্রীনন্দ-যশোদা এবং শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী। তাঁহাদের বিষয়ে অন্য স্বজাতীয় ভক্তদের প্রীতি সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি হইতে ঊনই (ঈষৎ কমই) হইয়া থাকে। কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ-রতির সমানও হইতে পারে। এই উভয় স্থলেই সুহৃদ্‌গণের রতি মুখ্য স্থায়িভাব শ্রীকৃষ্ণরতির সঞ্চারিভাব অর্থাৎ মুখ্য শ্রীকৃষ্ণরতি-সমুদ্রের তরঙ্গ তুল্য।

কিন্তু মধুর রসে সুহৃদ্‌রতি কদাচিৎ যে সকল সখীগণের মধুর

রসের মুখ্যতম নিজাভীষ্ট রসাশ্রয় ভক্তবিশেষ শ্রীরাধা-বিষয়ে রতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক এবং সন্তত অভিনিবেশ দ্বারা সংবর্দ্ধমানা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুর রসে রতির সেই স্থায়ী অবস্থা বিশেষকে ভাবোল্লাসা নামক বিশেষ নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

মধুর রসে একমাত্র শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কোনও রসে কোনও ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ এমন কথা বলেন নাই যে— সেই ভক্তের গুণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক। যথা— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন।।
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।।
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব।।
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।।
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ গন্ধ।।
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ।।
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু।। (১।৪)।

সেই জন্যই মধুররসে একমাত্র মঞ্জরীগণের শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধা বিষয়ে রতি অধিকা এবং পুষ্যমাণা হওয়া সম্ভবপর। অন্য কোনও রসের মুখ্য ভক্তের প্রতি ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক প্রীতি অর্থাৎ "ভাবোল্লাসা" আখ্যা রতি হওয়া সম্ভবপর নয়।

তাৎপর্য্য— ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যামৃত রস আস্বাদন করেন। আস্বাদনের হেতু তৃষ্ণা, অতএব তৃষ্ণার তারতম্যে অর্থাৎ জাতি ও পরিমাণ ভেদে আস্বাদনের তারতম্য হইয়া থাকে। সেই জন্য সুচতুরা মঞ্জরীগণ আপনার তৃষ্ণাকে অল্প ভাবিয়া আপনার ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন না করিয়া অনন্ত অপার তৃষ্ণার মহোদধি-স্বরূপা-মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাবে সর্ব্বদা বিভাবিত থাকা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধাতেই অধিক প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের সম্ভোগ ইচ্ছা ব্যতীত মধুরা রতি হইতে পারে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উক্ত সম্পর্ক ভিন্ন কেবল শ্রীরাধাতে প্রীতি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পর্য্যন্ত হইতে পারে কিন্তু মধুর হইতে পারে না, কারণ নারীর প্রতি নারীর প্রীতি মধুরা আখ্যা লাভ করে না। মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলে মধুর জাতীয় প্রীতি অর্থাৎ যুগলবিলাসের প্রতি আবেশ বা আসক্তি, সেই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যসখী বা মঞ্জরী ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল রামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে— জানিলাম রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব।। (চৈঃ চঃ ২।৮)

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার।।
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।

অতএব তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সখীগণের প্রীতির বিষয়াবলম্বন শ্রীরাধাকৃষ্ণ— কেবল কৃষ্ণ বা কেবল রাধা নহেন।

বিনাপ্যাকল্পৈঃ শ্রীবৃষরবি-সুতা কৃষ্ণ-সবিধে
মুদোৎফুল্লা ভাবাভরণ-বলিতালীঃ সুখয়তি।
বিনা কৃষ্ণং তৃষ্ণাকুলিত-হৃদয়ালঙ্কৃতিচয়ৈ-
র্যুতাপ্যেষা ম্লানা মলিনয়তি তাসাং তনু-মনঃ।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১১।১৩৪)।

শ্রীকৃষ্ণের সমীপে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা— আভরণ ব্যতিরেকেও হর্ষভরে উৎফুল্লা এবং ভাবরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সখীদিগকে সুখ প্রদান করেন। কৃষ্ণ ব্যতিরেকে তৃষ্ণাকুলিত-হৃদয়া সেই শ্রীরাধা অলঙ্কারে ভূষিতা থাকিলেও স্বয়ং ম্লানা হইয়া সখীদিগের তনু ও মনকে মলিন করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে কেবল 'শ্রীরাধা' সখী-মঞ্জরীগণের সুখের বিষয় নহেন ইহাই দেখান হইল।

অতএব সখী মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণে রতি ''রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর'' ''জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি''। (শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর)।

ইহা ভক্তিরসশাস্ত্রে একটি অভিনব ভাব। যুগলের প্রতি প্রীতিরতি বা আসক্তি বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই এই ভাবোল্লাসা রতি মধুর জাতীয়া বা কামরূপা ভক্তি।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।৫।২২৮ টীকায় শ্রীললিতাদি মুখ্যসখীগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ে প্রীতির বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীললিতাদি অষ্টসখীকে সমস্নেহা বলা হইয়াছে। ইঁহাদের রতি কখনও শ্রীকৃষ্ণে কখনও শ্রীরাধাতে অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং স্থায়িভাব ভাবোল্লাসা রতি বলা যায় না; অতএব

ললিতাদি সখী স্থলে আদি বলিতে কাহাদিগকে বুঝিতে হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক—

কস্তূরী মঞ্জরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতিকে নিত্যসখী বলা হয়। মণিমঞ্জরী গুণমঞ্জরীর অনুগতা; সুতরাং শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী হইলেও যে ইঁহারা সখী-বিশেষ জাতীয়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগকে ''নর্ম্মসখী'' ''সেবাপরা সখী'' বলিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১।৬ শ্লোকে ''প্রিয়নর্ম্মসখী'' শ্রীরূপমঞ্জরীকে এবং ঐ ২।৫২ শ্লোকে রতি মঞ্জরীকে 'সখী' বলা হইয়াছে। মুক্তাচরিত গ্রন্থে 'রঙ্গনমালা' এবং তুলসী মঞ্জরীকে 'পরম প্রণয়ী সখী' বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপমঞ্জরীর অন্য নাম 'রঙ্গনমালা'।

প্রিয়নর্ম্মসখীর লক্ষণ—

ন সঙ্কোচং যয়া যাতি কান্তেন শয়তোত্থিতা।
আত্মনো মূর্ত্তিরন্যৈব প্রিয়নর্ম্মসখী তু সা।।

(অলঙ্কার কৌস্তুব ৫ম কিরণ)

কান্তের সহিত শয়িতা এবং পশ্চাদুত্থিতা যূথেশ্বরী কান্তের অগ্রে বস্ত্রহীন অবস্থায় দৃষ্টা হইয়াও যে সখীর নিকট সঙ্কোচ বোধ করেন না, যাঁহাকে নিজেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহাকে (সেই সখীকে) প্রিয়নর্ম্মসখী বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে প্রাণসখী ও নিত্যসখীকেই মঞ্জরী এবং শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখী বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীর সংজ্ঞা .....

তদীয়তাভিমানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্ব্বদাশ্রিতাঃ।

সখ্যামল্লাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ।।

(উঃ— সখী প্রকরণ ৫৮)

যে সকল সখী 'আমরা শ্রীরাধারই' ইত্যাকার অভিমান বহন করত সর্ব্বদা স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহবতী হন, তাঁহাদিগকেই সখীস্নেহাধিকা বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়।

অতএব এই সখীস্নেহাধিকা সখীগণের ভাবই ভাবোল্লাসা রতি, ইহাই মঞ্জরীভাব।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

সমস্নেহা অসমস্নেহা, না করিহ দুই লেহা,
এবে কহি অধিক স্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে,
নর্ম্মসখী এই সব জন।।
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরসমঞ্জরী আর,
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরতিমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরীকা আদি রঙ্গে,
প্রেম সেবা করে কুতূহলী।।
এ সবার অনুগা হৈয়া, প্রেম সেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ।।

****

এই সখী ভাবে যেই করে অনুগতি।

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।। (চৈঃ চঃ)।

১৪। শ্রীকৃষ্ণরতির তরঙ্গ বিশেষ— ভাবোল্লাসা রতি সঞ্চারী মধ্যে পরিগণিত না হইয়া স্থায়িভাব আখ্যা লাভ করিল কেন?

উত্তর— এই ভাবোল্লাসা রতিকে— শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ পরে স্মরণ করিয়া স্থায়িভাব লহরীর শেষে লিপিবদ্ধ করিলেও সঞ্চারী ভাবের সহিত ইহার সজাতীয়তা বা সাদৃশ্য আছে।

টীকা— 'তদিদং ত্বত্রানুস্মৃত্য লিখিতমপি সঞ্চারিণামন্তে যোজনীয়ং তত্রৈব সজাতীয়ত্বাৎ।

শ্রীরাধার ললিতাদি সখীগণের প্রতি যে স্নেহ তাহাও মধুর রসে সঞ্চারী ভাব।

মধুর রসে ঔগ্র্য এবং আলস্য ভিন্ন ৩৩টী ভাবের মধ্যে ৩১টী সঞ্চারী ভাব। কিন্তু অন্য একটি অধিক সঞ্চারিভাব আছে— "সখ্যাদিষু নিজপ্রেমাপ্যত্র সঞ্চারিতাং ব্রজেৎ" (উজ্জ্বল— সঞ্চারী ২)। আদি বলিতে— দূতীষ্বপি পরস্পরাযোগেষু অন্যেষ্বপি চ (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। "সখ্যাদিষু ইতি অত্র আদিনা দূত্যপ্রিয়নর্ম্মসখাশ্চ গৃহীতাঃ।" (আত্মপ্রমোদিনী টীকা)।

সখীগণ, দূতীগণ ও প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের প্রতি কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রেমও সঞ্চারী ভাব।

উদাহরণ— সখীর প্রতি শ্রীরাধার স্নেহ—

শ্রীগোবর্দ্ধনোপরি নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারিণী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক ললিতার মুখমার্জ্জনাদি স্নেহাবধি দর্শন করত শ্রীরূপমঞ্জরী ললিতার সখীকে শ্লাঘা পূর্ব্বক কহিলেন— সুন্দরি ! অবলোকন কর— শ্রীরাধা পর্ব্বতোপরি শ্রীহরির সহিত বিহার করিতে করিতে পুলকাঞ্চিত কলেবরে ললিতার বিস্রস্ত চূর্ণকুন্তলবিশিষ্ট বদন কমলকে বিলাসভরে মার্জ্জনা করিতেছেন।

ললিতায়া আস্যং মার্ষ্টি বিহারজং প্রস্বেদ-
মপনয়তীতি ললিতাবিষয়া শ্রীরাধারতিরত্র সঞ্চারী
ভাবো ভবন্ শ্রীকৃষ্ণরতিং পুষ্ণাতি।।

(উঃ— সঞ্চারী ৯৬ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—

'ন তস্যাঃ সঞ্চারিত্বং নাপি স্থায়িত্বমিতি ভাবঃ'।।

(সখীর প্রতি যূথেশ্বরীর যে প্রীতি তাহা মধুর রসে একটি নূতন সঞ্চারী ভাব হইলেও) উক্ত টীকায় 'সঞ্চারী স্যাৎ' ইত্যাদি 'ভাবোল্লাস' বিষয়ক শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে— ললিতাদির প্রতি শ্রীরাধারাণীর যে স্নেহ তাহা শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রীতি হইতে অধিক নহে, সুতরাং শ্রীরাধারাণীর ললিতাদির প্রতি যে স্নেহ তাহা মধুর রসে একটি নূতন সঞ্চারী ভাব।

কিন্তু মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখীগণের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারাণীতে যে অধিক স্নেহ বা প্রীতি, তাহা সঞ্চারী ভাব নহে এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিই বিশেষভাবে (একমাত্র) স্থায়িভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় মণিমঞ্জরীর শ্রীরাধারাণীর প্রতি প্রীতিকে যথার্থভাবে স্থায়িভাবও বলা যাইতে পারে না। কিন্তু মণিমঞ্জরীর শ্রীরাধাতে যে

প্রীতি, তাহা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি হইতে ঊন ত নহেই, সমানও নহে বরং তদপেক্ষা অধিকই। এই ভাব মণিমঞ্জরীর পক্ষে সঞ্চারী বা আগন্তুক নহে, ইহা সর্ব্বদার জন্য স্থায়িভাবেই রহিয়াছে; সুতরাং ভক্তিরস শাস্ত্রে যে প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, সেই প্রীতিই একমাত্র স্থায়িভাব বলিয়া উক্ত হইলেও এবং ঐ বাক্য বা সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীরাধাতে অধিক প্রীতি (সঞ্চারী ভাব নয় এবং) স্থায়িভাবও নয় বলিলেও সখীর প্রতি শ্রীরাধারাণীর স্নেহকে যেমন মধুর রসে একটি নূতন সঞ্চারিভাব বলা হইয়াছে, সেই প্রকার মধুর রসে মণিমঞ্জরীর শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারাণীতে যে অধিক স্নেহ বা প্রীতি, তাহা একটি নূতন ধরণের স্থায়িভাব বলিয়াই জানিতে হইবে।

"জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি"

(শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়)

শুধু নায়ককে প্রাণপতি মনে না করিয়া নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রাণপতি মনে করা নিশ্চয়ই একটি অভিনব ভাব; একটি নূতন ধরণের স্থায়িভাব। যাহার দৃষ্টান্ত জগতে পাওয়া যায় না বা একমাত্র শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কোন নায়িকাতে সম্ভবপর নহে। এই জন্যই নিখিল-রসিক-ভক্তমুকুটমণি শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ ইহার একটি অভিনব নাম— *ভাবোল্লাসা রতি* আবিষ্কার করিয়াছেন।

১৫। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি প্রীতির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণ অধিক বশীভূত হয়েন।

উদাহরণ— (উঃ— সখী প্রঃ ১৩৩)।

বয়মিদমনুভূয় শিক্ষয়াম, কুরু চতুরে ! সহ রাধয়ৈব সখ্যম্।
প্রিয়সহচরি ! যত্র বাঢ়মন্ত,— র্ভবতি হরিপ্রণয়প্রমোদলক্ষ্মীঃ।।

মণিমঞ্জরী কোন নবীনা সখীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন,

হে চতুরে ! আমি স্বয়ং অনুভব করিয়া তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রীরাধার সহিত সখ্য বিধান কর। যদি মনে এরূপ কর— হরির সহিত প্রণয় না করিয়া শ্রীরাধাসহ প্রণয়ের প্রয়োজন কি? হে সখি ! তবে তাহার কারণ বলি, শ্রবণ কর— শ্রীরাধার সহিত যদি তোমার প্রণয় সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে হরিপ্রীতিরূপ সম্পৎ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে, অতএব শ্রীরাধার সহিত সখ্য বিধান করাই তোমার বিধেয়।

টীকা— যত্র শ্রীরাধাসখ্যে শ্রীহরিপ্রণয়ানন্দসম্পত্তিরন্তর্ভাবং প্রাপ্নোতি। (শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদ)।

টীকা— মণিমঞ্জরী কাচিন্নবীনাং শিক্ষয়ন্ত্যাহ— বয়মিতি। ননু রাধয়ৈবেত্যেবকারেণ কিং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কং সখ্যং নাভিপ্রেতমিত্যত আহ— যত্রেত্যাদি। যত্র শ্রীরাধাসখ্যে হরেঃ প্রণয়ঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকং সখ্যং স এব প্রমোদলক্ষ্মীঃ আনন্দসম্পত্তিঃ সাপ্যন্তর্ভবতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কং সখ্যমন্তর্ভবিষ্যতীতি। অয়মর্থঃ। তব শ্রীরাধাসখীত্বে সিদ্ধে মৎপ্রেয়স্যাঃ সখীয়মিতি ত্বয়ি শ্রীকৃষ্ণস্য স্নেহাধিক্যমবশ্যম্ভাবি। তথা শ্রীরাধায়াঃ কদাচিন্মান-গুরুনিরোধাদৌ অতিদুর্ল্লভ্যে তৎপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বামপ্যপেক্ষিষ্যমাণেন তেন প্রথমতঃ এব ত্বয়া সহ সখ্যমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি তেন সহ তব সখ্যমযত্নসিদ্ধমিতি।। (শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ)।

অনুবাদ— শ্রীরাধার সহিত তোমার সখ্য বা প্রীতি সিদ্ধ হইলে 'ইনি আমার প্রিয়তমার সখী' এই বুদ্ধিতে তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করিলে তিনি তোমাকে যতটা স্নেহ করিতেন, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিবেন, সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি প্রীতিতে তোমার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি অযত্নেই অনায়াসেই সিদ্ধ হইবে।

তুমি যদি শ্রীরাধার সখী বা প্রীতিপাত্রী হও তাহা হইলে মান কিংবা গুরুজন দ্বারা কদাচিৎ শ্রীরাধার নিরোধহেতু অতি দুর্ল্লভ্যা হইলে তাঁহার প্রাপ্তির জন্য তোমার অপেক্ষা বা সহায়তার প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই হইবে; সুতরাং তিনি নিজেই প্রথমতঃ আপনা হইতে আসিয়া অবশ্যই তোমার সহিত সখ্য স্থাপন করিবেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি তোমার সখ্যের জন্য তোমাকে আর স্বতন্ত্রভাবে যত্ন করিতে হইবে না।

সেইজন্য শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখী বা মঞ্জরীগণ শ্রীরাধারাণীর সমীপে প্রার্থনা করেন। যথা, স্তবমালায়াম্—

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ স চাটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ।।

হে বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি ! আমি তোমার করুণা বারংবার কেবল প্রার্থনা করি, যে করুণাদ্বারা এই জন কেশীরিপু শ্রীকৃষ্ণেরও চাটুবাক্য প্রার্থনা বা মিনতির পাত্র হইবে।

১৬। মঞ্জরীগণের স্বীয় বিষয়ালম্বন শ্রীশ্রীযুগলকিশোরে নিষ্ঠার রীতি—

শ্রীরাধারাণী সমীপে প্রার্থনা।

ভবতীমভিবাদ্য চাটুভির্বরমূর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ।।

(স্তবমালা— উৎকলিকাবল্লরী)।

হে ঊর্জ্জেশ্বরি ! (কার্ত্তিকাধি দেবি) তোমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক চাটুবাক্যে এই শ্রেষ্ঠবর প্রার্থনা করিতেছি— তোমার কৃপাপাত্রী বলিয়া

শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার প্রতি অধিকতর কৃপা বা স্নেহ প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা—

প্রণিপত্য ভবন্ত মর্থয়ে, পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ।
ব্রজযৌবতমৌলিমালিকা, করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু।। (ঐ)

হে ব্রজরাজনন্দন ! আপনাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বহু বহু কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি যাহাতে ব্রজ-যুবতীগণের শিরোমণি শ্রীরাধার করুণাপাত্রী হইতে পারি, কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন।

আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী।
তাঁর প্রাণনাথ জানি ভজি গিরিধারী।।
মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরিন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ।।

(স্তবাবলী— মনঃশিক্ষা।)

হে মন ! তুমি ব্রজবিপিনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ঈশ্বরীর নাথ বা প্রাণনাথরূপে স্মরণ কর, ব্রজবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীকে স্বীয় নাথ বা স্বামিনী রূপে স্মরণ কর, শ্রীললিতাজীকে শ্রীরাধিকার অতুলনীয় সখী বা সর্ব্বপ্রধানা সখীরূপে স্মরণ কর, শ্রীবিশাখাজীকে শিক্ষাসমূহ বিতরণকারিণী গুরু রূপে, শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীগিরিরাজকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন বিষয়ে ললিতরতি অর্থাৎ মনোরম আসক্তি, উৎকণ্ঠা বা অনুরাগ প্রদানকারী রূপে স্মরণ কর।

১৭। রসরাজ মহাভাবের মিলিত বপু শ্রীগৌরসুন্দরের বাঞ্ছাত্রয় পূর্ত্তির পর এই মঞ্জরীভাবেই আস্বাদনের চরম পরিণতি। এই মঞ্জরীভাব বা ভাবোল্লাসা রতিই তাঁহার চির অনর্পিত কৃপার দান।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ নিজকান্তা শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বাঞ্ছাত্রয় ("কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন (মোর) মাধুরিমা, কৈছন সুখে তিঁহো ভোর) অশেষ বিশেষরূপে পূরণ করার পর অতিবিমর্য্যাদ পরমাদ্ভুত মাধুর্য্য ঔদার্য্যময় প্রেমের স্বভাবহেতু, যে এক অভিনব অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল, তাহা এই— সখী মঞ্জরীর ভাবে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের প্রেমবিলাস-মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন এবং তাহা জগজ্জীবের জন্য বিতরণ। ইহাই চির অনর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি। রসরাজ-মহাভাবের একীভূত মূর্ত্তিতে আধার বৈশিষ্ট্যে ভাবোল্লাসা রতির উল্লাসের কিরূপ বৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি হইতে দিগ্‌দর্শনরূপে পাইয়া থাকি। যথা—

কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার।।
হস্ত পদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে।।
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুর।।

(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২)।

কৃষ্ণ গুণরূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ, যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন।
(ঐ ৩।১৪)

অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রলাপ বর্ণন—

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে সব মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি।।
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে এই সব রঙ্গে।।

....

সখি হে ! দেখ কৃষ্ণের জল-কেলি-রঙ্গে।
কৃষ্ণমত্ত করিবর, চঞ্চল কর পুষ্কর, গোপীগণ করিণীর সঙ্গে।।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন, নেত্র কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল।
(ইত্যাদি ঐ ৩।১৮)।

আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি।।
এই গুপ্তভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহো নাহি পারে বর্ণিবারে।।
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।

সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ।।
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি।।

....

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ করি'।।
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী, পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ।।
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয়।।
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্রব্যবহার।। (শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৭)

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাদ্রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ।।
(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৭৮)

অর্থাৎ যে যে পরিমাণে ভক্তকৃপায় সাধক শ্রীগৌরচরণকমলে ভক্তিলাভ করিবেন, সেই সেই পরিমাণে তিনি শ্রীরাধিকার চরণে প্রেমলাভ করিবেন।

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধাভাবাঢ্য গৌরসুন্দরের তত্ত্ব যতই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে ততই সাধক শ্রীরাধিকার মহাভাব ও উহার অনুভাব সমূহের বিপুল প্রসার ও প্রভাব উপলব্ধি করিবেন। শ্রীরাধার প্রেমমহিমা শ্রীগৌর স্বরূপের মধ্য দিয়াই সাধক যথাযথ অনুভব করিবেন ও তাহার ফলস্বরূপ তিনি শ্রীরাধিকার চরণে তদ্রূপ প্রেমভক্তি লাভ করিবেন।

মহাজনীপদ—

যদি গৌরাঙ্গ না হত, কি মেনে হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, রসসিন্ধুসীমা, জগতে জানাতো কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার।।
গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন।
এ তিন ভুবনে দয়ার ঠাকুর না দেখিয়ে একজন।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িল কে?

১৮। বিভাব

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১৪)

(বিষয়, আশ্রয় ও উদ্বোধকরূপে) স্থায়িভাব শ্রীকৃষ্ণরতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে বিভাব বলিয়া জানিবে।

তাৎপর্য্য— যাহা কাব্য নাট্যাদিতে বর্ণিত— শ্রীভগবান্ এবং তৎপরিকরগণের চরিত্র (নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি) সামাজিক সাধক ভক্তের (সহৃদয় পাঠক ও শ্রোতার) চিত্তস্থ সূক্ষ্ম ভক্তি সংস্কার (বাসনা) রূপ ভাবকে বিভাবিত বা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত করিয়া ক্রমশঃ স্থায়িভাবে পরিণত করে বলিয়া তাহার নাম বিভাব।

আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাবের দুইটি নাম। আলম্বন বিভাব— বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিবিধ !

শ্রীকৃষ্ণরতি বা স্থায়িভাব যে আধারে থাকে তাহাকে আশ্রয়ালম্বন বলে এবং যাহার উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে বিষয়ালম্বন বলে।

ভাবোল্লাসা রতির আধার বা আশ্রয়ালম্বন মঞ্জরীগণ এবং বিষয়ালম্বন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। যাহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভাব উদ্দীপিত হয় তাহাই মঞ্জরীগণের উদ্দীপন বিভাব। ইহা ক্রম অনুসারে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১৯। বিষয়ালম্বন

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন।।
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক চূড়ামণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী।। (চৈঃ চঃ)
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি।

(শ্রীনরোত্তম ঠাকুর)

সর্ব্বতোঽপি সান্দ্রানন্দচমৎকারকরশ্রীকৃষ্ণপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনেঽপি পরমাদ্ভুতপ্রকাশঃ শ্রীরাধয়া যুগলিতস্তু শ্রীকৃষ্ণঃ। (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ১৮৯ অনুঃ) পরমশ্রেষ্ঠশ্রীরাধাসম্বলিতলীলাময়শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু পরমতমমেব।।

(ভক্তিসন্দর্ভ ৩৩৮ অনুঃ)।

মায়ার পরপারে অদ্বৈত (১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মহা আনন্দময় (২) ঐশ জ্যোতি, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আদ্যা রতি

বা মধুরা রতি স্বরূপ (৩) মহা মধুর জ্যোতি, সেই মধুরা রত্যাত্মক (৪) মহা মধুর জ্যোতিঘন শ্রীবৃন্দাবন। (শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ৭।২৬ শ্লোকার্থ)।

ঐ শ্রীবৃন্দাবনে অত্যন্ত মোহিনী একটি কুঞ্জবাটী আছেন, অত্যন্ত অদ্ভুত বৈচিত্রী দ্বারা ঐ কুঞ্জবাটী পরম- উজ্জ্বল শ্রীবৃন্দাবনকেও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। ঐ কুঞ্জবাটীতে সমস্তই অতি আশ্চর্য্যজনক এবং রসসার অর্থাৎ আদিরস বা শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক কামবীজ বিলাসাত্মক সর্ব্বসার সুখের আকর সর্ব্বসুন্দর হইতেও সুন্দর আশ্চর্য্য কৈশোর বয়সের শোভা দ্বারা বিশ্বমোহনকারী মহাবিমল (অত্যন্ত পবিত্র) কন্দর্পরসে নিরন্তর উন্মত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। (বৃঃ মঃ ৭।৭৯—৮১ শ্লোকার্থ)।

শ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোকুলসুধাকর, শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল-সুধামৃতকর, নিত্য নব কৈশোর শ্রীবৃন্দাটবী নব নটেন্দ্র নাগর চূড়ামণি ইন্দ্রনীলমণি জিনি স্নিগ্ধ নবজলধর শ্যামবর্ণ পীতাম্বর পরিধান, মুরলী বদন, অরুণাম্বুজ নয়ন, শিখিপুচ্ছ চূড়া, নানালঙ্কার শোভিত বৈজয়ন্তী বনমালা বিভূষিত, অগুরু কুঙ্কুম লিপ্তাঙ্গ শৃঙ্গার রসরাজময়, ধীর ললিত ত্রিভঙ্গ মধুর মূর্ত্তি। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তঃ চতুঃষষ্ঠি গুণান্বিতঃ। মধুরাদিরসানাং বিষয়কস্তস্য বয়ঃ সার্দ্ধসপ্তদিনোত্তরনব-মমাসাধিকপঞ্চদশ-বর্ষপরিমিতম্। স্থিতি— শ্রীনন্দীশ্বরে, বিহার— শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীরাধা—

তদ্বামে তদনুগা— শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীবৃষভানু সুকুমারী, অধিরূঢ় মহাভাবময়ী, শ্রীশ্রীমতী রাধিকা জীউ। কাঞ্চন চম্পক কুঙ্কুম

জিনি নব গোরোচনা, গৌরবর্ণা, নীলমেঘাম্বরধারিণী, বিচিত্র বেশাভরণা, লজ্জিতা মধুরাননা, সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্তা নিত্য নব কিশোরিকা, পদ্মগন্ধা, নীলাম্বুজনয়না, নীলাম্বুজধারিণী, নীলমণিবলয়ধৃতা, যোড়শশৃঙ্গার-দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। পঞ্চবিংশগুণৈর্যুক্তা চতুঃষষ্ঠিকলান্বিতা। বামামধ্যা স্বভাবোহস্যাঃ সমর্থাকেবলারতি।।

অস্যা মদীয়তাভাবো মধুস্নেহস্তথৈবচ। ললিতাখ্যো ভবেন্মানঃ সুসখ্য প্রণয়স্তথা। মঞ্জীষ্ঠাখ্যো ভবেদ্রাগো নবানুরাগ উচ্যতে। মুখরাপ্রাণদৌহিত্রী জননী কীর্ত্তিদাখ্যয়া। শ্বশ্রূস্তু জটীলা খ্যাতা পতিন্মন্যোহভিমন্যুকঃ। ননন্দা কুটীলা নাম্নী দেবরো দুর্ম্মদাভিধঃ।। শ্রীদামা পূর্ব্বেজো ভ্রাতা কনিষ্ঠাহনঙ্গমঞ্জরী। বয়ঃ পঞ্চদশদিনো-ত্তরমাসদ্বয়চতুর্দ্দশবর্ষপরিমিতম্। মধুরপ্রেমাশ্রয়া সেবা গৃহমস্যাস্তু যাবটে। মদনানন্দনাভিধে বিহারঃ কুঞ্জকাননে। (প্রাপ্ত)।

শ্রীবৃঃ মঃ ৭।৮২— ৮৯ শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশেষ বর্ণন আছে। তাহার অনুবাদ যথা—

তাঁহাদের অঙ্গকান্তি মহাদিব্যতম স্নিগ্ধ গৌর এবং শ্যামবর্ণ। তাঁহাদের এক এক অঙ্গ হইতে উচ্ছলিত স্বচ্ছ ছটাসমূহ দ্বারা দিগ্‌বিদিগ্‌ পরিব্যাপ্ত। তাঁহাদের দিব্য অঙ্গের সুবলন অতি অদ্ভুত এবং লাবণ্যসারসর্ব্বস্ব। তাঁহারা অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের অপার সমুদ্র স্বরূপ। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমসমুদ্র মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্দ্ধনশীল। তাঁহাদের প্রতি অঙ্গ সর্ব্বদা উন্মত্ত অনঙ্গ-রসে ঘূর্ণাযুক্ত। রত্যাবেশ বশতঃ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে উচ্চ পুলকাবলী ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল। তাঁহাদের চিত্তকে অনঙ্গ ক্রীড়া ভিন্ন অন্য কোনও ক্রীড়ার বাসনা স্পর্শও করিতেছে না। তাঁহারা একে অন্যের সহিত অতি অবিছিন্ন উন্মত্ত অনঙ্গকেলী পরায়ণ। পরম আশ্চর্য্য সঙ্গীতকলা

দ্বারা তাঁহাদের কামভাব বিকশিত বা উচ্ছলিত হইতেছে। তাঁহারা অতি শুদ্ধ আদ্য অনুরাগ (আদি রসাত্মক অনুরাগ) রূপ একমাত্র মহাসমুদ্রে সর্ব্বদা আপ্লুত (উন্মজ্জিত নিমজ্জিত।) তাঁহারা নিত্যবিহারপরায়ণ। দিব্য সখীমণ্ডলী দ্বারা নিত্য লালিত (সেবিত)। একমাত্র তাঁহাদের নিজস্ব রসমগ্ন মহাবিদগ্ধ সখী মঞ্জরীগণের তাঁহারা জীবন স্বরূপ।

কোণেনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচি মিথো হারিণা লিহ্যমানা-
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢ়ৌ ভুজেন।
গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি।। (স্তবমালা।)

যাঁহারা মনহরণকারী নেত্রকোণে পরস্পর পরস্পরের রূপমাধুর্য্য প্রচুর রুচি সহকারে আস্বাদন করিতেছেন, পরস্পরে বহু পুলকযুক্ত এক একটি হস্ত দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গিত হইতেছেন এবং যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে নীল বসন ও পীত বসন শোভা পাইতেছে ও যাঁহারা পরস্পর কন্দর্প (অসাধারণ মধুর প্রেম বিশেষময়) বিলাস বিষয়ে উদ্দাম তৃষ্ণাযুক্ত, ঈদৃশ গৌরবর্ণা ও নবনীরদকান্তি সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি।

স্তবাবলীতেও উক্ত আছে—

প্রাদুর্ভাবসুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিত্বমাপ্তুবা যয়ো
গোষ্ঠেহভীক্ষমনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রসৈঃ।
প্রীত্যোল্লাসয়তীহ মুগ্ধমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ
গান্ধর্ব্বাগিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তৌ।।

অর্থ— যাঁহাদের আবির্ভাবরূপ অমৃতরস দ্বারা এই অনঙ্গ (চিচ্ছক্তির সামান্য পরিণতি আত্মসুখ-তাৎপর্য্যমূলক ধর্ম্মবিশেষ)

অতিশয় রূপে অঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তির বিশেষ পরিণাম যে প্রেম, তাহা প্রাপ্ত হইয়া গোষ্ঠে নিরন্তর প্রীতি পূর্ব্বক সাঙ্গশৃঙ্গার রসে সেই এই গান্ধর্ব্বাগিরিধারিকে উল্লাস করিতেছে। যাঁহারা মিথুন শ্রেণীর অবতংস স্বরূপ হন, সেই যুগলকিশোরকে আমি কবে ব্রজে অনুরাগসহ দর্শন করিব।

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িশ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ।।

(প্রীতিসন্দর্ভ)।

শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে মধুর প্রকাশমান রাধামাধবের উল্লাস-কল্পদ্রুমকে পুষ্প-ফলোদয়ের আশায় সখীগণ পরিপালন করিতেছেন, বৃদ্ধি করিতেছেন, আনন্দে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং আমোদের সহিত আস্বাদন করিতেছেন; তাহা সর্ব্বাতিশায়ী সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুন।

ইমৌ গৌরীশ্যামৌ মনসি বিপরীতৌ বহিরপি
স্ফুরত্তদ্বদ্বস্ত্রাবিতি বুধজনৈর্নিশ্চিতমিদম্।
স কোঽপ্যচ্ছপ্রেমা বিলসদুভয়স্ফূর্ত্তিকতয়া
দধন্মূর্ত্তীভাবং পৃথগপৃথগপ্যাবিরুদভূৎ।।

(শ্রীগোপালচম্পূ ১৫।২)।

শ্রীমধুকণ্ঠ কহিলেন— সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট এই গৌরী এবং শ্যাম মনেতে বিপরীত অর্থাৎ বাহিরে যিনি গৌরী তাঁহার ভিতরে শ্যাম, আর বাহিরে যিনি শ্যাম তাঁহার ভিতরে গৌরী অর্থাৎ রাধার ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের ভিতরে শ্রীরাধা। বাহিরেও তাঁহারা নীল ও পীত বসনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে— কোনও এক অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল প্রেম মূর্ত্তি ভাব ধারণ করিয়া বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়রূপে শ্রীরাধানামে বিলাস করিতেছেন, অথচ রাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্ফূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীরাধাকে স্ফূর্ত্তি করাইয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও যেন পৃথক্‌রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

স্বিদ্যন্ দৃগন্তচপলাঞ্চলবীজিতোঽপি,
ক্ষুভ্যন্ স্বকান্তিনগরান্তরবাসিতোঽপি।
তৃষ্যন্মুহুঃ স্মিতসুধাং পরিপায়িতোঽপি,
শ্রীরাধয়া প্রণয়তু প্রমদং হরির্নঃ।।

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ)

যে যুগলকিশোর পরস্পর পরস্পরের নয়ন কোণের চঞ্চল অচঞ্চলরূপ ব্যজনে সেবিত হইয়াও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন, পরস্পর পরস্পরের কান্তি নগরের মধ্যে বাস করিয়াও নিরন্তর ক্ষোভিত হইতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের স্মিতসুধা নিরন্তর পান করিয়াও সাতিশয়রূপে তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইতেছেন, সেই বিলাসী যুগল (রাধাসম্মিলিত হরি) আমাদের প্রীতিবিধান করুন।

পয়সা কমলং কমলেন চ পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণিঃ
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
শশিনা চ নিশা নিশায়া চ শশী
শশিনা নিশায়া বিভাতি নভঃ।
হরিণা চ রাধা রাধয়া চ হরিঃ
হরিণা রাধয়া বিভাতি বনম্।। (প্রাচীন শ্লোক)।
সলিলে কমল শোভে সলিল কমলে।

সরোবর শোভা করে দুটী যুক্ত হ'লে।।
মণিতে বলয় শোভে বলয়েতে মণি।
মণিযুত বলয়েতে করশোভা গণি।।
শশীতে নিশির শোভা শশী নিশাকালে।
অম্বর নিশিতে শোভে শশী পেলে ভালে।।
তেমনি শ্রীরাধা শোভে যবে হরি সনে।
শ্রীহরি শোভয়ে ভাল রাধার মিলনে।।
একলা কাহারও শোভা পরিপূর্ণ নয়।
দোঁহে দোঁহা উজলিয়া শোভে অতিশয়।।
রাই কানু মিলনেতে ব্রজবৃন্দাবন।
সবা হৈতে শোভাযুক্ত লীলানিকেতন।।
নিখিল লাবণ্য নিধি জয় রাধেশ্যাম।
যুগল বিলাসভূমি জয় ব্রজধাম।।

২০। আশ্রয়ালম্বন।

মঞ্জরীগণ।

শ্রীরাধাপাদপদ্মচ্ছবিমধুরতরপ্রেমচিজ্জ্যোতিরেকা-
ম্ভোধেরুদ্ভূতফেনস্তবকময়তনূসর্ব্ববৈদগ্ধ্যপূর্ণাঃ।
কৈশোর-ব্যঞ্জিতাস্তদ্‌ঘনরুগপঘনশ্রীচমৎকারভাজো
দিব্যালঙ্কারবস্ত্রা অনুসরত সখে রাধিকা-কিঙ্করীস্তাঃ।।

(শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ২।৮৬)।

শ্রীরাধাপাদপদ্মের কান্তি দ্বারা মধুরতর প্রেমচিদ্‌ঘন জ্যোতির একমাত্র সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন সমূহই হইয়াছে যাঁহাদের দেহ—যাঁহারা সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যপূর্ণা, ব্যক্তকৈশোরা এবং ঘনীভূত তারুণ্যচ্ছটা দ্বারা যাঁহাদের অবয়ব সমূহ পরম সুন্দর ও চমৎকার ভাজন হইয়াছে,

সেই দিব্যালঙ্কার বস্ত্র শোভিতা শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের অনুসরণ কর।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ

সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৬)।

ব্রজরূপ কুমুদবনের চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতা সদৃশী হইলেন শ্রীরাধিকা, আর তাঁহার সেবাপরা সখী মঞ্জরীগণ হইলেন ঐ লতার কিশলয়-পত্র ও পুষ্পাদিতুল্য, অতএব রাধাতুল্যা।

বিশেষ বিচার্য্য— "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।" (চৈঃ চঃ) এস্থলে সকল বলিতে যথাযোগ্যভাবে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ ভক্তে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়, সেই প্রকার শ্রীরাধারাণীর গুণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সেবাপরা সখী মঞ্জরীগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইলেও জাতি ও পরিমাণ বিষয়ে অবশ্য তারতম্য থাকিবে।

শ্রীরাধা— মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা ইত্যাদি।

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি)।

মঞ্জরীগণের— শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ৮ম শতকে বর্ণিত মধুরত্ব বা রুচিরত্ব— *'সুস্নিগ্ধললিতস্বর্ণসুগৌরীং মধুরচ্ছবিম্।* ২৫

মঞ্জরীগণ— সুস্নিগ্ধ ললিত স্বর্ণবৎ সুগৌরী ও মধুরশোভাবিশিষ্টা।

নববয়সাদিত্ব— *'ব্যঞ্জদদ্ভুতকৈশোরাং সুজাতমুকুলস্তনীম্।* ২৬

তাঁহাদের অদ্ভুত ব্যক্ত কৈশোর ও স্তনমুকুল সুন্দরভাবে উদয় হইয়াছে।

চলাপাঙ্গত্ব— 'সলীলাপাঙ্গবীক্ষণাম্'। ৩০

তাঁহারা বিলাসপূর্ণ অপাঙ্গ বিক্ষেপকারিণী।

স্মিতশালিতা— 'সব্রীড়মধুরস্মেরা'। ৩০

ও লজ্জাযুক্ত মৃদুমধুর হাস্যশীলা।

গৌরাঙ্গীত্ব— 'সুগৌরীম্'। ২৫

'কান্ত্যানন্তাং শ্রিয়াহনন্তাং মাধুর্য্যৈরপ্যনন্তকাম্'। ২৫

মঞ্জরীগণ— কান্তিতে অনন্ত, শোভা সম্পত্তিতে অনন্ত এবং মাধুর্য্যরাশিতে অনন্ত হইয়াছেন।

'তারাহারাবলীচারুচিত্রকঞ্চুকধারিণীম্'। ২৬

এবং তারাহারাবলী ও বিচিত্র কাঁচুলী পরিধান করিয়াছেন।

'স্নিগ্ধচ্ছটাকন্দদোঃ কন্দলীচূড়াঙ্গদশ্রিয়ম্'। ২৭

তাঁহারা স্নিগ্ধকান্তির আধার বাহুকদলীতে পরিহিত চূড়া ও অঙ্গদের সৌন্দর্য্যে শোভিতা এবং

'চারুশ্রোণীতটে ক্রীড়ন্মহাবেণীলতোজ্জ্বলাম্'। ২৭

সুমনোহর শ্রোণিতটে মহাবেণীলতার ইতস্ততঃ সঞ্চালনে অতি উজ্জ্বলা।

'অত্যন্তচারুসুকৃশমধ্যদেশমনোহরাম্'। ২৮

তাঁহাদের মধ্যদেশ অত্যন্ত চারু সুকৃশ ও মনোহর।

'দিব্যকুঞ্চিতকৌশেয়েনাগুল্ফপরিমণ্ডিতাম্'। ২৮

দিব্যকুঞ্চিত রেশমীবস্ত্রের দ্বারা গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত সুসজ্জিত হইয়াছে।

'নিচোলেনাতিসূক্ষ্মেণ স্বগুচ্ছাঞ্চলশোভিনা'। ২৯

তাঁহারা পত্রপুষ্প স্তবকশোভিত অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে চূর্ণকুন্তলকে আবৃত করিয়াছেন।

'অলকান্তপরিবৃতাং মুহুর্মোহনবীক্ষিতাম্'। ২৯

মুহুর্মুহুঃ মোহন (শ্যামসুন্দর) কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নিরীক্ষিত হইতেছেন।

'নানাভঙ্গীময়াকৃতিম্'। ৩০

মঞ্জরীগণ— নানাভঙ্গীময় আকৃতিশীলা এবং

'প্রেষ্ঠদ্বন্দ্বপ্রসাদস্রগ্ বস্ত্রভূষাদিমোহিনী'। ৩২

প্রিয়তমযুগলের প্রসাদীকৃত মাল্যবস্ত্রভূষণাদিধারণে মনোমোহিনী হইয়াছেন।

'মহাবিনয়সৌশীল্যাদ্যনেকাশ্চর্য্যসদ্গুণাম্'। ৩২

মহাবিনয় ও সৌশীল্যাদি অনেক আশ্চর্য্যসদ্গুণরাজিতে বিরাজ করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণমহাপ্রেমোদঞ্চিরোমাঞ্চসঞ্চয়াম্।
শ্রীশ্বরীশিক্ষিতাঽশেষকলাকৌশলশালিনীম্।। ৩৩

তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমে রোমাঞ্চিতা এবং প্রাণেশ্বরী কর্ত্তৃক শিক্ষিত অশেষ কলা কৌশলশালিনী ও

শ্রীশ্বরীদৃষ্টিবাগাদিসর্ব্বেঙ্গিতবিচক্ষণাম্।
শ্রীকৃষ্ণদত্ততাম্বূলচর্ব্বিতাং তত্তদাদৃতাম্।। ৩৩

প্রাণেশ্বরীর দৃষ্টি ও বাক্য প্রভৃতির সকল ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থা; শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূল আস্বাদন করেন এবং যুগলকিশোর কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছেন।

গূঢ়শ্যামাভিসারাঙ্গভৃঙ্গারাদিভিরন্বিতাম্।
রাধাপ্রীত্যনুকম্পাদিপ্রবৃদ্ধপ্রেমবিহ্বলাম্।।৩৪

তাঁহারা শ্যামের নিগূঢ় অভিসারোপযোগী ভৃঙ্গারাদি উপকরণধারিণী। শ্রীরাধার প্রীতি ও অনুকম্পাদিতে অতিশয় প্রেমবিহ্বলা।

শেষাশেষমহাবিস্মাপককৈশোররূপিণীম্।
ক্ষণে ক্ষণে রসাস্বাদপ্রোদঞ্চৎপুলকাবলিম্।। ৩৭

ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধারাণীর রূপ গুণ লীলাদির রসাস্বাদ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের পরস্পর প্রেমের চিন্তা এবং মিলনের চিন্তাজনিত রসাস্বাদ হেতু প্রকৃষ্ট রোমাঞ্চসমূহ যুক্তা। ঈশ্বর সহিত নিখিল জগতের মহাবিস্ময়জনক কৈশোর রূপবতী।

'অঙ্গচ্ছটাতরঙ্গৌঘৈশ্ছাদয়ন্তীং দিশো দশ'।। ৩৯

অঙ্গচ্ছটাতরঙ্গে দশদিক্ আচ্ছাদনকারিণী।

'চিত্রয়ন্তীমিব দিশো বিচিত্রাঙ্গচ্ছটাচয়ৈঃ'।। ৪০

বিচিত্র অঙ্গচ্ছটা সমূহদ্বারা দশদিক্ চিত্রকারিণী।

'সর্ব্বাঙ্গকান্তিসৌন্দর্য্যৈরপারৈঃ, সর্ব্বমোহিনীম্'। ৩৮

অপার অঙ্গকান্তি এবং সৌন্দর্য্য দ্বারা সর্ব্ব মোহনকারিণী।

'ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছ্রীশ্বর্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্'। ২৩

নিজেশ্বরী শ্রীরাধার ক্ষণকালের বিচ্ছেদে তাঁহারা মৃতপ্রায়া।

'পদারবিন্দসংলগ্নতয়ৈবাহর্নিশং স্থিতাম্'। ২৩

এবং অহর্নিশ ছায়ার ন্যায় নিজেশ্বরীর পদারবিন্দসংলগ্নরূপে অবস্থান করেন।

'রাধাপ্রীতিসুখাম্বোধাবপারে বুড়িতাং সদা'। ৩৫

শ্রীরাধারাণীর প্রতি যে প্রীতি (গাঢ় ভালবাসা বা অনুরাগ) তজ্জনিত অপার সুখসমুদ্রে তাঁহারা সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন।

'রাধা-পদাম্বুজাদন্যৎ স্বপ্নেঽপি ন চ জানতীম্'। ৩৬

এবং শ্রীরাধাপাদপদ্ম ব্যতিরেকে স্বপ্নেও অন্য কিছু জানেন না।

'রাধাপদাব্জসেবান্যস্পৃহাকালত্রয়োজ্ঝিতাম্'। ৩৫

শ্রীরাধাপদাব্জ সেবা স্পৃহা ব্যতীত কালত্রয়ে (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান) কিংবা অবস্থাত্রয়ে (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়) অন্য স্পৃহা তাঁহাদের নাই।

'রাধাসম্বন্ধসংধাবৎপ্রেমসিন্ধৌঘশালিনীম্'। ৩৬

শ্রীরাধারাণীর যাহাতে কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে তৎসমস্ত বিষয়ে সমুদ্রের প্রতি নদীর ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বদা সংধাবনশীলা এবং সেই প্রেমসিন্ধুতে সর্ব্বদা নানাবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা ও

'রাধাকৃষ্ণরহোগোষ্ঠীসুধামধুরশীতলাম্'। ৪১

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন সংলাপ-সুধামৃত আস্বাদনে মধুর স্নিগ্ধ-চিত্তা

'তত্তদ্বচনপীযূষৈর্ম্মহামধুরশীতলৈঃ।
শ্রীরাধামুখচন্দ্রানুগলিতৈরভিনন্দিতাম্'।। ৪২

আর শ্রীরাধামুখচন্দ্র বিনিঃসৃত মহামধুর শীতল বাক্যামৃত দ্বারা অভিনন্দিতা হইয়াছেন; এবম্ভূতা মঞ্জরীশ্রেণী বুঝিতে হইবে।

শ্রীগুরুচরণাম্ভোজকৃপাসিক্তকলেবরাম্।
কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।।
পৃথুতুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্ঠিকলান্বিতাম্।
রক্তচিত্রান্তরীয়ামাবৃতশুক্লোত্তরীয়কাম্।।
স্বর্ণচিত্রারুণপ্রান্তমুক্তাদামসুকঞ্চুলীম্।
চন্দনাগুরুকাশ্মীরচর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাম্।।
সেবোপায়ননির্ম্মাণকুশলাং সেবনোৎসুকাম্।
বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্থিনীম্।।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদমাত্রচেষ্টাং সুপদ্মিনীম্।
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দমোহিনীম্।।
নানারসকলালাপশালিনীং দিব্যরূপিণীম্।
সঙ্গীতরসসঞ্জাতভাবোল্লাসভরান্বিতাম্।।
তপ্তকাঞ্চনশুদ্ধাভাং স্বসৌখ্যগন্ধবর্জ্জিতাম্।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃপ্রেমভরাকুলাম্।।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ ভক্তিমাশ্রিতঃ।।

(শ্রীসাধনামৃত-চন্দ্রিকা)

....

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব কামেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়াম্।।
গান্ধর্ব্বিকাস্বযূথস্থা ললিতাদিগণান্বিতা।
রূপমঞ্জর্য্যনুগতা যাবটগ্রামবাসিনী।।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্।।

(পদ্ধতিত্রয়ম্)

২১। উদ্দীপন বিভাব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং রূপ স্থলবিশেষে একার্থবোধক হইলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ভিন্ন অন্য যে একটি তত্ত্ব আছে তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। ব্যাপকত্ব, অজড় স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মলক্ষণ বিশিষ্ট পরমানন্দকে স্বরূপ বা তত্ত্ব বলা হয়। যথা—"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ" "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ" ইত্যাদি। "কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে"। (চৈঃ চঃ)। শান্তভাবের ভক্তগণ এই স্বরূপেরই উপাসক; রূপ গুণ লীলা মাধুর্য্যের তাঁহারা উপাসক নহেন।

তদ্রূপ শ্রীরাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা সখী মঞ্জরীগণেরও স্বরূপ এবং রূপের ভেদ আছে। যথা— "*মহাভাবোজ্জ্বল-চ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং*" (স্তবাবলী)। "মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ"। রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা"। (চৈঃ চঃ)

ললিতাদি সখীগণ রাধিকা স্বরূপ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি রাই অনুরূপ।।
তত্তাবেচ্ছাময়ী বলি কৃষ্ণ সুখোল্লাস।
তত্তৎ ভাবে রসময়ী উভয় আবেশ।।
রাধিকা আশ্রয় হৈয়া কৃষ্ণ সুখ চায়।
প্রিয়নর্ম্ম সখী বলি সকলেতে গায়।।
রাগেতে উদয় তেঞি রাগ মঞ্জরী কহি।
রূপেতে উদয় রূপ মঞ্জরী বোলহি।।

অনঙ্গ হইতে অনঙ্গ মঞ্জরী উদয়।
রস বিলাসাদি করি এই মত কয়।।
কহিল সংক্ষেপে এই মঞ্জরী আখ্যান।
(শ্রীমুরলীবিলাস ১ম পরিচ্ছেদ)।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে— উদ্দীপন বিভাবে তত্ত্ব বা স্বরূপকে উদ্দীপন বলিয়া ধরা হয় নাই, রূপ গুণ লীলাকেই ধরা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে— রূপ গুণ লীলার অন্তর্ভুক্ত স্বরূপ বা তত্ত্ব রহিয়াছে। তত্ত্বকে বাদ দিলে রূপ গুণ লীলার মাধুর্য্য অসিদ্ধ, প্রাকৃত বা মায়িক হইয়া পড়ে। যথা— ঐশ্বর্য্য বিনা মাধুর্য্যস্য নিত্যতা ন সম্ভবতি, কেবলনরচেষ্টা-সাধর্ম্ম্যেণ মায়িকত্বাপাতান্মাধুর্য্যস্যাপ্যসিদ্ধেঃ। মাধুর্য্যং বিনা ভক্তপ্রেমহানিঃ স্যাৎ। (সাধন-দীপিকা৯)।

ভঃ রঃ সিঃ ৪।৪।১৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন— মাধুর্য্যানুভব— স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া রূপ গুণ লীলাই প্রকাশ পায়।

উদ্দীপনা বিভাবা, হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ।
কথিতা গুণ-নাম-চরিত-মণ্ডন-সম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ।।
(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি— উদ্দীপন বিভাব ১)।

ভাবের উদ্দীপক বস্তু সমূহই উদ্দীপন বিভাব। শ্রীহরি ও তৎপ্রেয়সীগণের ১। গুণ ২। নাম ৩। চরিত্র (লীলা) ৪। মণ্ডন ৫। সম্বন্ধী (লগ্ন এবং সন্নিহিত) ও ৬। তটস্থ ভাব সমূহই শৃঙ্গার রসে উদ্দীপন।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বিশেষভাবে (উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত তাহা) শ্রীরাধার উদ্দীপন হইবে এবং শ্রীরাধার গুণাদি সখী মঞ্জরীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন বিভাব হইবে।

অতএব এই মঞ্জরী স্বরূপ নিরূপণে শ্রীরাধার গুণাদিই বিশেষভাবে লিখিত হইতেছে—

১। গুণ-উদ্দীপন।

শ্রীকৃষ্ণের—

গুণাঃ কৃতজ্ঞতাক্ষান্তিকরুণাদ্যাস্তু মানসাঃ।

(উজ্জ্বল— উদ্দীপন প্রঃ ৩)।

শ্রীকৃষ্ণের মানস, বাচিক ও কায়িক গুণের মধ্যে— উদ্দীপন বিভাবে সর্ব্বপ্রথম মানস গুণ— কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি ও করুণাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

বশমল্পিকয়াপি সেবয়ামুং, বিহিতেহপ্যাগসি দুঃসহে স্মিতাস্যম্।
পরদুঃখলবেহপি কাতরং মে, হরিমুদ্বীক্ষ্য মনস্তনোতি তৃষ্ণাম্।।

(উঃ— উদ্দীপন বিঃ ৪)।

কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রভাবেই তদীয় মনে আবির্ভূত অলৌকিক গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন— 'হে সখি ! যিনি অত্যল্প সেবাতেও বশীভূত হন (কৃতজ্ঞতা), দুঃসহ অপরাধ করিলেও মৃদু হাস্য করেন (ক্ষমিত্ব) এবং পরদুঃখলেশেও কাতর হন (কারুণ্য), সেই শ্রীহরির দর্শনে আমার মন অতি তৃষ্ণাশীল হইতেছে।

শ্রীরাধার—

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ৭ম শতকে বর্ণিত— শ্রীরাধার কায়িকগুণ সাধারণতঃ সপ্তবিধ। যথা—

(ক) বয়স (খ) রূপ (গ) লাবণ্য (ঘ) সৌন্দর্য্য (ঙ) অভিরূপতা (চ) মাধুর্য্য (ছ) মার্দ্দব (অঙ্গের কোমলতা) ইত্যাদি।

(ক) বয়স—

আশ্চর্য্যনবকৈশোরব্যঞ্জিদিব্যতমাকৃতিঃ।। ৯৬

যিনি আশ্চর্য্য নব কৈশোরে ব্যঞ্জিত দিব্যতম আকৃতি বিশিষ্টা।

(খ) রূপ—

মহামাধুর্য্যৌঘরূপমোহনাঙ্গোচ্ছলচ্ছবিঃ।। ৯৮

যাঁহার মোহনাঙ্গে মহামাধুর্য্যরাশি রূপ ও শোভা উচ্ছলিত হইতেছে।

শেষাশেষজগন্মূর্চ্ছাকারিণ্যাশ্চর্য্যরূপিণী।। ৯২

যিনি ঈশ্বর সহিত নিখিল জগন্মণ্ডলের মূর্চ্ছাকারিণী ও আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্যবতী।

(গ) লাবণ্য—

নবলাবণ্যপীযূষসিন্ধুকোটিপ্রবাহিনী।। ৯৭

যিনি অনন্তকোটি নব-লাবণ্যামৃত-সিন্ধুর প্রবাহিনী স্বরূপা।

(ঘ) সৌন্দর্য্য—

পদে পদে মহাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যাশেষমোহিনী।। ৯৭

এবং প্রতি পদে মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশিতে অশেষ-চরাচর মোহনকারিণী।

সর্ব্বাসাং নূতনাভীরসুন্দরীণাং শিখামণিঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নসর্ব্বাবয়বসুন্দরী।। ৯১

যিনি আভীর-সুন্দরী সকলের শিরোমণি এবং সর্ব্বসল্লক্ষণ সম্পন্না ও সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী।

মোহিনীশ্রীপার্ব্বতীরত্যাদিরূপবতীর্বরাঃ। ৯২
কুর্ব্বতী যন্নখপ্রান্তসৌন্দর্য্যৌঘৈরবাঙ্‌মুখীঃ।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী সুস্নিগ্ধানন্তকান্তিভৃৎ।। ৯৩।।

যিনি মোহিনী লক্ষ্মী পার্ব্বতী ও রতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রূপবতীগণকে স্বীয় নখপ্রান্ত-সৌন্দর্য্য প্রবাহে লজ্জায় অবনত মুখী করিতেছেন। যিনি তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গী ও সুস্নিগ্ধ অনন্তকান্তিধারিণী।

(ঙ) অভিরূপতা— (সমীপস্থ বস্তুকে স্বসারূপ্যান্তর্গত করা)

দশদিঙ্‌মণ্ডলাচ্ছাদিসুগৌরাঙ্গোচ্ছলচ্ছবিঃ।
চিদচিদ্‌দ্বৈতমামজ্জ্যাত্যুচ্ছলন্মধুরচ্ছবিঃ।।

যিনি দশদিক্ আচ্ছাদনকারী সুগৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি বিশিষ্টা হন, এবং চিৎজড় প্রভৃতি দ্বৈত বস্তুকে সম্যক্‌রূপে স্বীয় রূপসাগরে নিমগ্ন করিয়া অতি সুন্দর মধুর ছবি প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাপ্রেমরসাম্ভোধিজৃম্ভণৈকাদ্ভুতচ্ছবিঃ।
শ্রীকৃষ্ণাত্মপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছৈকরসচ্ছবিঃ।। ৯৫

যিনি মহা প্রেম-সমুদ্রে প্রকাশিত এক অদ্ভুত শোভাশালিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের কোটী প্রাণ নির্ম্মঞ্ছনকারী এক মুখ্য রসের শোভাধারিণী।

স্বয়ংপ্রভা চিদদ্বৈতসংপ্রেমৈকরসচ্ছবিঃ।

যিনি স্বপ্রকাশ ও নিত্যমিলনাত্মক সুন্দর প্রেমেরই এক রসচ্ছবি স্বরূপা।

(চ) মাধুর্য্য—

মহামাধুর্য্যৌঘরূপমোহনাঙ্গোচ্ছলচ্ছবিঃ।

যাঁহার মোহনাঙ্গে মহামাধুর্য্যরাশি রূপ ও শোভা উচ্ছলিত হইয়াছে।

(ছ) মার্দ্দব— (কোমলতা);

চারুবেণীলতাং বিভ্রত্যাহপীনশ্রোণীলম্বিনীম্।
পন্নগীম্ ইব চাম্পেয় বল্ল্যাঃ পশ্চাদ্ বিলম্বিনীম্।। ১০০

চম্পক লতার পশ্চাতে সর্পী থাকিলে যেরূপ শোভা হয়, পৃথুজঘনদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিতা সুন্দর বেণীলতা দ্বারা শ্রীরাধারাণীর সেইরূপ শোভা হইয়াছে।

চম্পকফুলময়ী লতার সঙ্গে শ্রীঅঙ্গের তুলনা দ্বারা মার্দ্দবেরই সূচনা করা হইয়াছে।

সে যে অল্পবয়সী বালা।
তনু গাঁথনী পুহুপমালা।। (বিদ্যাপতি)।

শ্রীরাধারাণীর অঙ্গ অতি সুকোমল, যেন পুষ্প দ্বারা রচিত।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি শ্রীরাধাপ্রকরণে শ্রীরাধার কায়িক, মানস, বাচিক ও পরসম্বন্ধগত গুণের বর্ণনা আছে।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হন কৃষ্ণ ভগবান্।। (চৈঃ চঃ)।

কায়িক গুণ ছয়টি—

১। মধুরা ২। নববয়া ৩। চঞ্চল কটাক্ষশালিনী ৪। উজ্জ্বল মৃদুহাস্যকারিণী ৫। চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা ৬। গন্ধে মাধবেরও উন্মাদনাবিধায়িনী।

মানস গুণ দশটি—

১। বিনয় ২। কারুণ্য ৩। বিদগ্ধতা ৪। পটুতা (চাতুরী) ৫। লজ্জাশীলা ৬। মর্য্যাদাজ্ঞানযুক্তা ৭। ধৈর্য্যশালিনী ৮। গাম্ভীর্য্যশালিনী ৯। বিলাসচাতুর্য্য ১০। মহাভাবের পরমোৎকর্ষ (প্রীতির পরাকাষ্ঠা মাদনাখ্য মহাভাব শালিনীতা)।

বাচিক গুণ তিনটি—

১। সঙ্গীত বিদ্যাপারদর্শিনী ২। মনোরম বাক্যপটু ৩। নর্ম্মপটু।

পরসম্বন্ধগত গুণ ছয়টি—

১। গোকুল প্রেম বসতি ২। ব্রহ্মাণ্ডাবলীতে যশোরাশি বিস্তারিণী ৩। গুরুগণ কৃত মহাস্নেহা ৪। সখী প্রণয়ে বশীভূতা ৫। কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা ৬। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার বচনাধীন।

শ্রীরাধার রূপমণ্ডন সহ (মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত) বর্ণনা— শ্রীবৃঃ মঃ ৭ম ৮ম শতক।

(১) যাঁহার মস্তকে নীল দীর্ঘ সুস্নিগ্ধ কেশজাল, তদুপরি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের উড়নী, শ্রোণীলম্বিত বেণীর অগ্রভাগে সঞ্চলৎ রত্নগুচ্ছ মূলে বিচিত্র নানাবিধ পুষ্প দ্বারা শোভিত, মধ্যদেশ সুন্দরভাবে গ্রথিত। যিনি বিশ্ব-বিমোহিনী ও কৃষ্ণভুজঙ্গিনী তুল্যা। ৭।৯৯—১০১।

(২) মুখচ্ছবি—

উদ্‌বুদ্ধমুগ্ধকনকাম্ভোজকোষনিভাননা। ৯।১

যিনি প্রস্ফুটিত মনোহর কনক পদ্মকোষ তুল্য সুন্দর মুখ বিশিষ্টা।

(৩) দন্তকান্তি—

পক্কদাড়িম্ববীজাভস্ফুরদ্দশনদীধিতিঃ। ঐ

যাঁহার দন্তপংক্তির কিরণ যেন পক্ক দাড়িম্ব বীজের আভাবৎ স্ফুরিত হইতেছে।

(৪) চারুবিম্বাধর—

চারুবিম্বাধর-জ্যোতির্বহন্মধুরিমাম্বুধিঃ। ৮।২

যাঁহার সুচারু বিম্বাধর-জ্যোতিতে মাধুর্য্য-সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে।

(৫) চিবুক—

সৌন্দর্য্যসার-চিবুক শ্যামবিন্দ্বতিমোহিনী। ঐ

পরম সুন্দর চিবুকে শ্যামবিন্দু দেওয়াতে যিনি অতি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

(৬) আয়ত নয়ন—

সব্রীড়স্মেরচপলখঞ্জরীটায়তেক্ষণা। ৮।৩

যিনি লজ্জাযুক্ত মৃদুমধুর হাস্য দ্বারা খঞ্জন পক্ষীবৎ চঞ্চল লোচন বিশিষ্টা হইয়াছেন।

(৭) বিলাস—

ভ্রূবিলাসবিনির্দ্ধূতকামকার্ম্মুকসৌভগা। ঐ

যিনি ভ্রূবিলাস দ্বারা কামদেবের বাণকে পরাজয় করিয়া মহা সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন।

(৮) নাসাপুট—

শ্রীমন্নাসাপুটস্বর্ণরক্তাক্তোজ্জ্বলমৌক্তিকা। ৮।৪

যিনি সুন্দর নাসাপুটে স্বর্ণ রক্তাক্ত উজ্জ্বল মুক্তা ধারণ করিয়াছেন।

(৯) কর্ণযুগল—

সুরত্নকর্ণতাটঙ্ককর্ণপূরমনোহরা। ঐ

যিনি সুন্দর কর্ণতাটঙ্ক, কর্ণপুর প্রভৃতি পরিধানে মনোহরা হইয়াছেন।

(১০) কণ্ঠ—

নবকাঞ্চনকম্বুশ্রীকণ্ঠনিষ্কমণিচ্ছটা। ৮।৫

যাঁহার শঙ্খবৎ সুন্দর কণ্ঠে নব কাঞ্চনময় নিষ্কমালার মণিচ্ছটা বিস্তৃত হইতেছে।

(১১) বক্ষোজ (স্তন) যুগল—

সুজাতনববক্ষোজস্বর্ণকুট্মলযুগ্মকম্। ঐ

যাঁহার মনোজ্ঞ কুচযুগল স্বর্ণকলিকাযুগ্মবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

পরমাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যমহালাবণ্যমণ্ডলম্।
মূর্ত্তমাধুর্য্যৈকরসং পীনবৃত্তপৃথূন্নতম্।। ৮।৬

উহা পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও মহালাবণ্যমণ্ডিত, মূর্ত্তমাধুর্য্যরসেই উৎপন্ন এবং পীন, বৃত্ত পৃথুল ও উন্নত।

সম্বীতকঞ্চুকং চেলাঞ্চলেনাবৃন্বতী মুহুঃ। ৮।৭

উহা কাঁচলী দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও অত্যন্ত লজ্জাশীলা শ্রীরাধা বারংবার বস্ত্রাঞ্চলে তাহা আবরণ করিতেছেন।

(১২) বাহুলতা—

দধানাং চারুদোর্বল্লীমহাসুবলিতোজ্জ্বলম্।। ৮।৮

যাঁহার বাহু মহা সুবলিত উজ্জ্বল রত্নচূড়ী সমূহে এবং রত্ন কেয়ূরে (অঙ্গদ) শোভা যুক্ত।

(ক) করাঙ্গুলী—

রত্নাঙ্গুরীয়রাজিভির্বিরাজিতকরাঙ্গুলীম্। ৮।১৪

যাঁহার প্রতি-করাঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরী বিরাজ করিতেছে।

(১৩) উদর—

সুস্নিগ্ধহেমদলবদ্বলিমৎপল্লবোদরীম্।। ৮।৮

যাঁহার সুস্নিগ্ধ স্বর্ণদলের ন্যায় বলি শোভিত পল্লববৎ উদর।

(১৪) মধ্যদেশ (কটী)—

অত্যন্তসুচারুকৃশমধ্যদেশমনোহরাম্। ৮।৯

যাঁহার অত্যন্ত চারু ও সুকৃশ মধ্যদেশ বেশ মনোহর।

(১৫) নিতম্ব—

মহাসৌন্দর্য্যসারাতিপুষ্যন্নবনিতম্বীনীম্। ঐ

যাঁহার নিতম্বদেশ যেন মহাসৌন্দর্য্যসারেই পুষ্টি-প্রাপ্ত।

(১৬) ঊরুযুগল—

সুহেমকদলীকাণ্ডসুস্নিগ্ধোরুযুগোজ্জ্বলাম্। ৮।১০

যাঁহার ঊরুযুগল সুন্দর হেমকদলীকাণ্ডবৎ সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল।

(১৭) জানু ও জঙ্ঘা—

জানুবিম্বমহাশোভাং দিব্যজঙ্ঘা-মৃণালিনীম্।। ৮।১১

যাঁহার জানুবিম্ব মহাশোভান্বিত, দিব্য মৃণালবৎ যাঁহার জঙ্ঘা।

(১৮) চরণপ্রান্ত—

চরণাম্বুজসৌন্দর্য্য-সংমোহিত চরাচরম্। ৮।১১

যিনি চরণপদ্মের সৌন্দর্য্যে চরাচর সকলকে সম্যক্ প্রকারে মোহিত করিয়া থাকেন।

সলীলপদবিন্যাসমহামোহনমোহিনীম্।
কাঞ্চীকলাপবলিতাং ক্বণৎকনকনূপুরাম্।। ৮।১২

যিনি মনোজ্ঞ পদবিন্যাসে মহামোহনকেও মোহিত করিয়াছেন।

যাঁহার কাঞ্চীকলাপ শোভিত ও শব্দায়মান কনকনূপুর শোভা পাইতেছে।

(১৯) কুঞ্চিত রেশমীবস্ত্র—

চিত্রকুঞ্চিতকৌশেয়মঞ্জর্য্যাগুল্ফরঞ্জিতাম্। ৮।১০

বিচিত্র কুঞ্চিত রেশমী বস্ত্রের মঞ্জরী দ্বারা যাঁহার গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়াছে।

(২০) চরণ অঙ্গুলী—

দিব্যপাদাঙ্গুলীয়াঢ্যলসদঙ্গুলীপল্লবাম্। ৮।১৩

যাঁহার প্রতি অঙ্গুলী-পল্লবে দিব্য পদাঙ্গুরী সমূহ বিলাস করিতেছে।পদে পদে মহাশোভাসিন্ধুকোটিবিমোহিনীম্। ৮।১৪

প্রতি-অঙ্গের কোটি-সমুদ্র তুল্য মহাশোভা দ্বারা যিনি বিশ্ববিমোহিনী হইয়াছেন।

সুগৌরসুকুমারাঙ্গৈঃ সকৃষ্ণাল্যাদিমূর্চ্ছনম্। ৮।১৫

সুগৌর সুকুমার অঙ্গের মহাশ্চর্য্য অনঙ্গরসময় ভঙ্গীর তরঙ্গসমূহ দ্বারা যিনি সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা বিধান করিতেছেন।

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা।।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।।
যাঁর সদ্‌গুণ বর্ণনের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ বর্ণিবে মানব কোন্ ছার।। (চৈঃ চঃ ২।৮)

২। নাম-উদ্দীপন—

ক্বাপ্যানুষঙ্গিকতয়োদিতরাধিকাখ্যা-
বিস্মারিতাখিলবিলাসকলাকলাপম্।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণানুবন্ধ-
প্রাদুর্ভবজ্জড়িমডম্বরসংবৃতাঙ্গীম্।।

(স্তবমালা— উৎকলিকাঃ)

হে কৃষ্ণ ! তুমি যে কোনও সময়ে, যে কোনও প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার নাম শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বসহিত বিলাস রচনাদি সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া যাও। হে শ্রীরাধিকে ! তুমিও 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণমাত্রে তৎক্ষণে সাত্ত্বিক ভাব সূচক জাড্যভাব অঙ্গে ধারণ কর।

রাধেতি নাম নবসুন্দরসীধুমুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধম্।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্তে ।।

(স্তবাবলী অভীষ্ট সূচক ১০)।

হে আমার ক্ষুধার্ত্ত রসনে ! 'রাধা' এই নাম নবসুন্দর মনোহর সুধা এবং 'কৃষ্ণ' এই নাম মধুর অদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধ, সুরভি-অনুরাগরূপ কর্পূর দ্বারা এই উভয় বস্তু অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ নাম রমণীয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ একমাত্র তাহাই আস্বাদন কর।

৩। চরিত্র-উদ্দীপন।

চরিত্র— অনুভাব ও লীলা ভেদে দ্বিবিধ।

এস্থলে লীলা সম্বন্ধেই বলা হইতেছে।

লীলা স্যাচ্চারুবিক্রীড়া তাণ্ডবং বেণুবাদনম্।
গোদোহঃ পর্ব্বতোদ্ধারো গোহূতির্গমনাদিকা।।

(উঃ উদ্দীপন ৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের চরিত উদ্দীপন—

(১) চারুবিক্রীড়া— রাসলীলা, কন্দুকখেলা ইত্যাদি। (২) নৃত্য, তাণ্ডব (৩) বেণুবাদন (৪) গোবর্দ্ধনধারণ (৫) ধেনুগণকে আহ্বান (৬) গমনভঙ্গী ইত্যাদি।

শ্রীরাধার—

(১) লাস্য (২) বীণাবাদন (৩) চিত্রাঙ্কন (৪) মালা গ্রন্থন (৫) রন্ধন লীলা (৬) গমনভঙ্গী ইত্যাদি।

৪। মণ্ডন-উদ্দীপন।

শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডন উদ্দীপন—

চতুর্দ্ধা মণ্ডনং বাসোভূষামাল্যানুলেপনৈঃ। (উঃ ৫৪)।

মণ্ডন চার প্রকার— (১) বস্ত্র (২) ভূষা (৩) মাল্য (৪) অনুলেপন।

কথিতং বসনাকল্পমণ্ডনাদ্যং প্রসাধনম্।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১৭৮)।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বর্ণিত প্রসাধন ৩ প্রকার—

(১) বসন (২) আকল্প (৩) মণ্ডন।

(১) বসন— যুগ (পরিধেয় ও উত্তরীয়)। চতুষ্ক— (কঞ্চুক, উষ্ণীষ, তুন্দবন্ধ, অন্তরীয়)। ভূমিষ্ঠ— নটবেশোচিত খণ্ড ও অখণ্ড নানাবর্ণ বসন।

(২) আকল্প— কেশবন্ধন, আলেপন, মালা, চিত্র, তিলক, তাম্বূল, লীলাপদ্ম।

(৩) মণ্ডন— রত্নমণ্ডন ও বন্যমণ্ডন।

রত্নমণ্ডন— কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী (পদক), বলয়, অঙ্গুরী, কেয়ুর, নূপুরাদি।

বন্যমণ্ডন— পুষ্প নির্ম্মিত কিরীট, কুণ্ডল, গৈরিকাদি রচিত তিলক, পত্রভঙ্গ লতাদি।

শ্রীরাধার মণ্ডন উদ্দীপন—

(১) ষোড়শ আকল্প (২) দ্বাদশ আভরণ।

(১) ষোড়শ আকল্প (শৃঙ্গার) যথা—

১। স্নাতা ২। নাসাগ্রে জাগ্রত দেদীপ্যমান মণিমুক্তাদি। ৩। পরিধান নীলবস্ত্র। ৪। কটিতটে নীবি বন্ধন। ৫। মস্তকে বেণী। ৬। কর্ণে উত্তংস। ৭। অঙ্গে কর্পূর কস্তুরী ও চন্দনাদির লেপ। ৮। চিকুরে গর্ভক হার। ৯। গলদেশে মালা। ১০। হস্তে— লীলাকমল। ১১। মুখে তাম্বূল। ১২। চিবুকে কস্তুরীবিন্দু। ১৩। নয়নে কজ্জল। ১৪। গণ্ডাদিতে মৃগমদ রচিত মকরী পত্রভঙ্গাদি। ১৫। চরণে অলক্তক রাগ। ১৬। ললাটে উজ্জ্বল তিলক।

(২) দ্বাদশ-আভরণ যথা—

১। চূড়ায় মণীন্দ্র (শীষফুল)। ২। কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। ৩। নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী। ৪। গলদেশে স্বর্ণপদক। ৫। কর্ণোপরি চক্রীদ্বয় ও শলাকাদ্বয়। ৬। করে বলয়সমূহ। ৭। কণ্ঠে কণ্ঠহার। ৮। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। ৯। বক্ষে তারাহার নক্ষত্রতুল্য ভূষণ। ১০। ভুজে অঙ্গদ। ১১। চরণে নানামণি জড়িত নূপুর। ১২। পদাঙ্গুরীয়কের কান্তি।

৫। সম্বন্ধী-উদ্দীপন (লগ্ন ও সন্নিহিত)

শ্রীকৃষ্ণের লগ্ন উদ্দীপন—

১। বংশীরব। ২। শিঙ্গারব। ৩। গান। ৪। অঙ্গ সৌরভ। ৫। নূপুরের ধ্বনি। ৬। ভূষণের ধ্বনি। ৭। পদচিহ্ন। ৮। শিল্পকৌশল।

সন্নিহিত উদ্দীপন—

১। নির্ম্মাল্যাদি (মাল্য বসনাদি)। ২। বর্হ, গুঞ্জা। ৩। গৈরিকধাতু। ৪। ধেনুসমূহ— শ্যামলী ধবলী আদি। ৫। লগুড়ী। ৬।

বংশী। ৭। শিঙ্গা। ৮। অত্যন্ত প্রিয়— সুবল উজ্জ্বলাদি। ৯। গোধূলী। ১০। বৃন্দারণ্য। ১১। আশ্রিত (সন্নিহিতের অন্তর্গত)— (ক) খগ (তাণ্ডবিক ময়ূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ শুক) (খ) ভৃঙ্গ। (গ) মৃগ (সুরঙ্গ) (ঘ) কুঞ্জ (ঙ) কর্ণিকার (চ) কদম্ব (ছ) গোবর্দ্ধন (জ) যমুনা (ঝ) রাসস্থলী।

শ্রীরাধার লগ্ন উদ্দীপন—

১। বীণাধ্বনি। ২। সঙ্গীত। ৩। অঙ্গ সৌরভ। ৪। নূপুর কাঞ্চী চূড়ী ইত্যাদির ধ্বনি। ৫। পদচিহ্ন। ৬। শিল্প কৌশল (মালা গ্রন্থন, রন্ধন, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি)।

সন্নিহিত উদ্দীপন—

১। নির্ম্মাল্যাদি। ২। বীণা (বিপঞ্চী)। ৩। প্রেষ্ঠজন-ললিতা বিশাখাদি। ৪। শ্রীরাধাকুণ্ড। ৫। আশ্রিত— (ক) খগ (সুন্দরী ময়ূরী, শুভা তুণ্ডকেরী, মরালী, সূক্ষ্মধী মঞ্জুভাষিণী সারিকা)। (খ) ভৃঙ্গ (গ) মৃগী (রঙ্গিণী) (ঘ) কুঞ্জ (কাম মহাতীর্থ)।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডম্—

যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ-
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতম্।
স্ফুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্বভৌ-
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে।।

(স্তবাবলী— বিলাপকুসুমাঞ্জলি)।

হে বিকশিত সরসিজাক্ষি রাধে ! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) শব্দায়মান ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক উল্লসিত পদ্মনিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং সুমধুর জলে পরিপূর্ণ হইয়া নেত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে বিকাশমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমারই দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে।

রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জ কুটীর।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যামুন তীর।।
কুসুম সরোবর মানস গঙ্গা।
কলিন্দ নন্দিনী বিপুল তরঙ্গা।।
বংশীবট গোকুল ধীর সমীর।
বৃন্দাবন তরুলতিকাবানীর।।
খগ, মৃগ, কুল, মলয় বাতাস।
ময়ূর ভ্রমর মুরলী বিলাস।।
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা।।
যুগল বিলাস অনুকূল মানি।
লীলা বিলাস উদ্দীপন জানি।।

(শরণাগতি)

৬। তটস্থ-উদ্দীপন।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও সখীমঞ্জরীগণের)।

বসন্ত— (মাধব ঋতু)। বর্ষাঋতু— সৌদামিনী জড়িত নব জলধর, তমাল আশ্রিত স্বর্ণলতিকা। শরৎ ঋতু— পূর্ণচন্দ্র, জ্যোৎস্না, মলয় পবন, জ্যোৎস্নাচুম্বিচকোর, পুষ্পমধুপানাসক্ত ভ্রমর শ্রেণীর গুঞ্জন।

সৌদামিনীজড়িত নব জলধর, জ্যোৎস্নাচুম্বিচকোর—

চকোরীব জ্যোৎস্নাযুতমমৃতরশ্মিং স্থিরতড়িদ্-
বৃতং দিব্যাম্ভোদং নবমিব রটচ্চাতকবধূঃ।
তমালং ভৃঙ্গীবোদ্যতরুচি কদা স্বর্ণলতিকা-
শ্রিতং রাধাশ্লিষ্টং হরিমিহ দৃগেষা ভজতি মে।।

(স্তবাবলী— প্রার্থনামৃত ১৭)।

চকোর যেমন জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রকে ভজনা করে, স্থির সৌদামিনী সম্বলিত নব জলধরকে শব্দায়মান চাতকী যেমন ভজনা করে এবং ভৃঙ্গী যেরূপ সমুদিতকান্তি ও স্বর্ণলতিকাশ্রিত তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ শ্রীরাধা-আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে আমার এই দৃষ্টি কবে ভজনা করিবে?

তমাল আশ্রিতা স্বর্ণলতিকা—

তমালস্য ক্রোড়ে স্থিতকনকযূথীং প্রবিলসৎ-
প্রসূনাং লোলালিং সখি কলয় বন্দ্যাং চিরমিমাম্।
তিরস্কর্ত্তুর্মেঘদ্যুতিমঘভিদোহঙ্কে স্থিত চল-
দ্দৃশং স্মেরাং রাধাং তড়িদতিরুচিং স্মারয়তি যা।।

(স্তবাবলী— প্রার্থনামৃত ২০)।

হে সখি! রূপমঞ্জরি! প্রসূন পঙ্‌ক্তি যাহাতে বিলাস করিতেছে এবং অলিগণ যাহাতে চঞ্চল হইয়াছে, সেই তমাল-ক্রোড়স্থিতা বন্দনীয়া কনক-যূথীকে দর্শন কর, যেহেতু এই কনকযূথী মেঘকান্তির তিরস্কারী অঘারি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কস্থিতা চঞ্চলাক্ষী তড়িৎবর্ণা এবং হাস্যযুক্তা শ্রীরাধিকাকে স্মরণ করাইতেছে।

বসন্ত ঋতু—

বিক্রীড়ন্তু পটীরপর্ব্বততটীসংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তঃ কলয়ন্তু কোমলতরাং পুংস্কোকিলাঃ কাকলীম্।
সংরম্ভেণ শিলীমুখা ধ্বনিভৃতো বিধ্যন্তু মন্মানসং
হাস্যন্ত্যাঃ সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ব্বন্তি সাহায়কম্।।

(বিদগ্ধ মাধব নাটক ২।১৫)।

রাধিকা— হে সখি! এখন মলয়াচলতট-সংসর্গী বায়ু বিশেষভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক, কোকিলকুল খেলায় মত্ত হইয়া পঞ্চমস্বরে গান করিতে থাকুক, আর গুন্ গুন্ গুঞ্জনে অলিকুল আমার

মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে থাকুক— ব্যথা পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা আমার বিশেষ সাহায্য করিলে তাহার ফলে আমি চেতনা হারাইতে পারিলে আমার সকল দুঃখেরই অবসান হইবে।

বর্ষা ঋতু—

কদম্বালীজৃম্ভাপরিমলভরোদগারিপবনা
স্ফুটদ্‌যূথীযূথীকৃতমধুপগানপ্রণয়িনী।
নটৎকেকীস্তোমা মৃদুলযবসশ্যামলিমভূ-
স্তপান্তেহদ্য স্বান্তং মম রসয়তি দ্বাদশবনী।।

(বিদগ্ধ মাধব নাটক ৭।১)।

বৃন্দা— আহা ! কদম্বপুষ্প সমূহের জৃম্ভা জনিত পরিমলপ্রবাহ পবনের দ্বারা উদ্‌গারিত হইতেছে, যূথীমণ্ডলী প্রস্ফুটিত হইয়া মধুপযূথের গুঞ্জনগীতিতে আমোদিতা হইতেছে, ময়ুরীগণ নৃত্য করিতেছে, মৃদুল নবতৃণে আচ্ছাদিত ভূমি শ্যামবর্ণা প্রতীয়মান হইতেছে, গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তে বৃন্দাবনের এই দ্বাদশবন আমার অন্তঃকরণকে এক অনির্ব্বচনীয় রসে পূর্ণ করিয়াছে।

টীকা— ষণ্ণামৃতূণাং মধ্যে ত্রয়াণাং বসন্তশরদ্বর্ষাণামেবাধিক্যং কামোদ্দীপকত্বাম্।

মহাজনীপদ, যথা— শরদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্লমল্লিকা মালতী যূথী, মত্তমধুকর ভোরণী। হেরই রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি, মুরলী গান পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরণী।। শুনত গোপী প্রেমরোপি, মনহি মনহি আপনা সোঁপি। তাহি চলত যাহি বোলত, মুরলীক কল লোলনী।। ইত্যাদি।

২২। অনুভাব

স্থায়িভাব (রতি) অন্তরে আস্বাদিত হইলে বাহিরে (দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে) যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় অর্থাৎ অন্তঃকরণে ভাবের আস্বাদন হইলে বাহিরে যাহা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই অনুভাব বলে।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২।২।১)

চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক, বাহিরে বিকাশের ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষকে 'অনুভাব' বলে। ইহাদিগকে 'উদ্ভাস্বর' নামেও অভিহিত করা হয়।

অর্থাৎ যাহা বিভাব দ্বারা ঈষৎ উদ্বুদ্ধ রতি বা ভাবকে অনুভাবিত বা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্ট করিয়া আস্বাদ বিশেষের যোগ্যতা সম্পাদন করে, তাহার নাম অনুভাব।

শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি সখীপ্রকরণ ৮৭— শ্লোকে সখী মঞ্জরীগণের কার্য্য যথা—

১। নায়কের প্রতি নায়িকার এবং নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেম ও গুণাবলির উচ্চ প্রশংসা। ২। ঐ উভয়ের পরস্পর আসক্তি-কারিতা। ৩। উভয়ের অভিসার। ৪। কৃষ্ণে সখী সমর্পণ। ৫। পরিহাস। ৬। আশ্বাস প্রদান। ৭। নায়ক নায়িকার বেশভূষা করণ। ৮। হৃদয়ের ভাব উদ্‌ঘাটনে পটুতা। ৯। নায়িকার দোষ আচ্ছাদন। ১০। পতি, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবরাদিকে বঞ্চনা। ১১। হিতোপদেশ দান। ১২। যথা সময়ে উভয়ের মিলন। ১৩। চামরাদি দ্বারা সেবন। ১৪—১৫। দোষাবিষ্কার পূর্ব্বক উভয়কে তিরস্কার, শিক্ষাবাক্য দান। ১৬। সন্দেশ (সংবাদ) প্রেরণ। ১৭। নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ প্রচেষ্টা।

এই সপ্তদশ প্রকার কার্য্য যথাযোগ্যরূপে সখী ও মঞ্জরীগণের জানিতে হইবে।

উপরে বর্ণিত ১৭টী কার্য্য ব্যতীত আরও ক্রিয়া হইতে পারে। উভয়ের গুণ, রূপ, মাধুর্য্য ও প্রেমাদির প্রশংসা, বিপক্ষাদি সখীর অভীপ্সিত তত্ত্বানুসন্ধান, শ্রীনন্দালয়ে আসিয়া স্বযূথেশ্বরী রচিত পক্কান্নাদির সমর্পণ, ধনিষ্ঠা ও সুবলাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাদি নির্দ্ধারণ ইত্যাদি। (উঃ— সখী প্রকরণ ১২৩ টীকা শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস গোস্বামী)।

উদাহরণ যথা— সন্দেশ প্রেরণ—

গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোন্যবীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা।।

(স্তবমালা— কার্পণ্য পঞ্জিকা ৩৪)

হে রাধে ! তোমরা গুরুজনের নিকট অবস্থিতি করিলে ঐ সময়ে তোমাদের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ হয়, অতএব সেই সময়ে পরস্পরের সন্দেশ-বাক্যরূপ অমৃত দান করিয়া আমি কবে তোমাদিগকে আনন্দিত করিব !

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ কথন—

ত্বামঞ্জনীয়তি ফলাসু বিলোকয়ন্তী,
ত্বাং শৃণ্বতী কুবলয়ীয়তি কর্ণপূরম্।
ত্বাং পূর্ণিমাবিধুমুখী হৃদি ভাবয়ন্তী,
বক্ষোনিলীন-নবনীলমণিং করোতি।। (পদ্যাবলী ১৮৬)

হে কৃষ্ণ ! পূর্ণিমাবিধুমুখী শ্রীরাধা চিত্রপট সকলের মধ্যে তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নের অঞ্জন মনে করিতেছেন; কর্ণের ভূষণ স্বরূপ তোমাকে নীলপদ্মরূপ ভূষণ মনে করিতেছেন এবং তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া বক্ষঃস্থলে নীলমণিহার স্বরূপ মনে করিতেছেন।

গৃহীতং তাম্বূলং পরিজনবচোভির্ন সুমুখী
স্মরত্যন্তঃশূন্যা মুরহর ! গতায়ামপি নিশি।
তথৈবাস্তে হস্তঃ কলিতফণিবল্লীকিসলয়-
স্তথৈবাস্যং তস্যাঃ ক্রমুকফলফালীপরিচিতম্।।

(পদ্যাবলী ১৮৭)

হে কৃষ্ণ ! সুমুখী শ্রীরাধা অন্তঃকরণশূন্য হইয়া পরিজন সকলের বাক্যে যে তাম্বূল গ্রহণ করিয়াছিলেন, রজনী অবসানেও তাহা গ্রহণ করিতেছেন না, তাম্বূলপত্র গৃহীত হস্ত তদনুরূপই আছে এবং গুবাক খণ্ড সম্বলিত বদনও সেই প্রকার রহিয়াছে।

প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী রাধা তব জগৎপতে !
শয্যায়াঃ স্খলিতা ভূমৌ পুনস্তাং গন্তুমক্ষমা ।। ঐ ১৮৮

হে জগৎপতে ! তোমার প্রেমাগ্নিতে দগ্ধাঙ্গী হওত শ্রীরাধা শয্যা হইতে ভূমিতে স্খলিতা হইয়া পুনর্ব্বার সেই শয্যায় যাইতে পারিতেছেন না ।

মুরহর ! সাহসগরিমা, কথমিব বাচ্যঃ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ ?
খেদার্ণবপতিতাপি, প্রেমধুরাং তে সমুদ্বহতি ।।(ঐ ১৮৯)

হে মুরনাশন ! বালহরিণনয়না শ্রীরাধার সাহসের গরিমা আর কি বলিব ! তিনি খেদ সমুদ্রে পতিতা হইয়াও তোমার প্রেমভাব বহন করিতেছেন ।

গায়তি গীতে শংসতি, বংশে বাদয়তি সা বিপঞ্চীষু ।
পাঠয়তি পঞ্জরশুকং, তব সন্দেশাক্ষরং রাধা ।।(ঐ১৯০)

হে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধা তোমার সম্বাদ অক্ষর গীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণা সকলে বাদ্য করিতেছেন এবং পঞ্জরস্থ শুককে পাঠ করাইতেছেন ।

শ্রীরাধা প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগ কথনম্–

কেলীকলাসু কুশলা নগরে মুরারে, রাভীরনীরজদৃশঃ কতি বা ন সন্তি ?
রাধে ! ত্বয়া মহদকারি তপো যদেষ, দামোদরস্ত্বয়ি পরং পরমানুরাগঃ।।

(পদ্যাবলী ১৯১)

কোনও সখী শ্রীরাধার নিকট যাইয়া বলিলেন, হে রাধে ! এই নগরে মুরারির কেলিকলাকুশলা অনেক কমলনয়নী গোপসুন্দরী আছেন, তথাপি তুমি মহতী তপস্যা করিয়াছ, যাহাতে দামোদর কেবল তোমাতেই পরম অনুরাগ বহন করিতেছেন।

বৎসান্ন চারয়তি বাদয়তে ন বেণু-মামোদতে ন যমুনাবনমারুতেন ।
কুঞ্জে নিলীয় শিথিলং বলিতোত্তমাঙ্গ-মন্তস্ত্বয়া শ্বসিতি সুন্দরি !
নন্দসুনুঃ।। (পদ্যাবলী ১৯২)

হে সুন্দরি ! তোমা ব্যতিরেকে নন্দনন্দন বৎসচারণ করিতেছেন না, বেণুবাদ্য করিতেছেন না এবং যমুনাবন সম্বন্ধীয় বায়ুতেও আমোদ করিতেছেন না, কেবল কুঞ্জমধ্যে মস্তক অবনত করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন ।

সর্ব্বাধিকঃ সকলকেলিকলাবিদগ্ধঃ, স্নিগ্ধঃ স এষ মুরশত্রুরনর্ঘরূপঃ ।
ত্বাং যাচতে যদি ভজ ব্রজনাগরি ! ত্বং, সাধ্যং কিমন্যদধিকং ভুবনে ভবত্যাঃ? (ঐ১৯৩)

হে ব্রজনাগরি ! যিনি সকল অপেক্ষা অধিক, যিনি সমস্ত কেলিকলায় বিদগ্ধ, যিনি স্নিগ্ধ এবং অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন, সেই কৃষ্ণ যদি তোমাকে যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। হে সুন্দরি ! তোমার ইহা অপেক্ষা ভুবনে অধিক সাধ্যবস্তু কি?

উভয়ের মিলন—

গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে ।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্ ।।

(স্তবমালা)

বৃন্দাবন মধ্যে তোমরা বিরহ ব্যগ্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিবে, ঐ সময়ে আমি তোমাদিগকে মিলন করিয়া দিয়া তোমাদের নিকট হইতে হার পদকাদিরূপ পারিতোষিক কবে প্রাপ্ত হইব?

হিতোপদেশ দান—

গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে, প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি! ত্বম্।
কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে, বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ ?
(পদ্যাবলী ১৯৭)

হে পদ্মাক্ষি ! তুমি প্রেমান্ধা হইয়া স্বয়ং গোবিন্দকে নিজের উৎকৃষ্ট শরীর সমর্পণ করিয়াছ, অতএব হে সখি ! ঈষৎ অবলোকন দানে কার্পণ্য করিও না। হস্তিকে বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ দিতে বিবাদ করা কি উচিত হয় ?

উভয়ের অভিসার —

অক্লান্তদ্যুতিভির্ব্বসন্তকুসুমৈরুত্তংসয়ন্ কুন্তলা-
নন্তঃ খেলতী খঞ্জরীটনয়নে ! কুঞ্জেষু কঞ্জেক্ষণঃ ।
অস্মান্মন্দিরকর্ম্মতস্তব করৌ নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতঃ
কিং ব্রূমো রসিকাগ্রণীরসি ঘটি নেয়ং বিলম্বক্ষমা ।।(ঐ ২০৯)

হে খঞ্জনাক্ষি ! পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণপ্রফুল্ল বসন্ত কুসুম দ্বারা কেশ সকল বিভূষিত করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে খেলা করিতেছেন, এই গৃহ কর্ম্ম হইতে এখনও কি তোমার হস্তদ্বয় বিশ্রান্ত হইল না ? তুমি রসিকার শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আর কি বলিব , এই ঘটিকা বিলম্বের যোগ্য নয় ।

টীকা— অত্র খঞ্জরীটনয়ন ইতি কঞ্জেক্ষণ ইতি প্রয়োগেণ চ সখীনামভিপ্রায়োহয়ং যঃ পদ্মস্থং খঞ্জনং পশ্যতি স রাজা ভবতীতি প্রসিদ্ধঃ । অতস্তব নয়নে খঞ্জনযুগলে যদি শ্রীকৃষ্ণনয়নপদ্মেয়োরারুহ্য নৃত্যতস্তদৈতে দৃষ্ট্বা বয়ং রাজবৎপরমসুখিন্যো ভবাম ইত্যতোহস্মাকং পরমসুখার্থং তত্র শীঘ্রগমনমুচিতমিতি ।

টীকার তাৎপর্য্য— এই পদ্যে শ্রীরাধিকাকে খঞ্জরীটনয়ন রূপে রূপক করিয়া যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে সখীগণের অভিপ্রায় এই যে, যে জন পদ্মস্থ খঞ্জন দেখে অর্থাৎ পদ্মপুষ্পোপরি নৃত্যকারী খঞ্জন পক্ষীকে দেখে, সে নিশ্চয় রাজা হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অতএব হে রাধে! তোমার নয়ন- খঞ্জন- যুগল যদি শ্রীকৃষ্ণনয়নপদ্মে আরোহণ করিয়া নৃত্য করে (অর্থাৎ ক্রীড়াবিশেষে শ্রীকৃষ্ণনয়নযুগলের উপরে তোমার নয়নযুগল সংঘটিত হয়) তাহা হইলে আমরা তোমার নয়নের তাদৃশ নৃত্য দর্শন করিয়া রাজার ন্যায় পরম সুখী হইব। অতএব আমাদের পরম সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণনিকটে তোমার শীঘ্র গমন করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ৩য় সর্গের ১ ম শ্লোক—

স্নাতানুলিপ্ত- বপুষঃ পুপুষুঃ স্বভাস্ত-
ন্নির্ম্মাল্য-মাল্য- বসনাভরণেন দাস্যঃ।
প্রাস্য স্বকাম-মনুবৃত্তিরতাস্তয়োর্যাঃ
শ্রীরূপমঞ্জরি- সমান গুণাভিধানাঃ ।।

প্রভাত রবির রক্তিমরাগে পূর্ব্বাকাশ অরুণিম হইয়াছে, বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা তখনও নিজ মন্দিরে নিদ্রাভিভূতা। এদিকে সেবাপরা কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার জাগরণের পূর্ব্বেই স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা নিজ তনু অনুলিপ্ত করিলেন এবং শ্রীরাধার নির্ম্মাল্য-মাল্য বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য প্রভাকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ইহাঁরা আত্মসুখময়ী সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধাশ্যামের পরিচর্য্যা ব্যাপারেই নিরন্তর অনুরাগবতী। এই প্রিয় কিঙ্করীগণের শ্রীরূপের মঞ্জরী অর্থাৎ শোভা সৌন্দর্য্যের মাধুরী শ্রীরাধার অনুরূপ এবং শ্রীরাধার মাধুরী-গুণানুসারেই ইঁহাদের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শোভা ও

রূপের অনুরূপ ইহাঁদের নাম গুণাদিও বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইহাঁদের নাম ও গুণাবলী শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুরূপ।

শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ২। ৪০—৪৩ শ্লোকার্থ—

প্রিয়তম যুগলের প্রসাদিকৃত অলঙ্কার, শ্রেষ্ঠ বসন ও মাল্যাদি ভূষিতা নবীনা গোপবালাগণ, মালা, অলঙ্কার, কস্তূরী, অগুরু, কুঙ্কুম, মনোমদন্ধ, তাম্বূল, বস্ত্র প্রভৃতির সমাহরণ দ্বারা এবং নিরূপম তাল লয় সম্বলিত বাদ্য ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা নিকুঞ্জবিলাসী ও অখণ্ড স্বরস-বিনোদী শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলকে যাঁহারা সতৃষ্ণভাবে সেবা করিতেছেন– আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেছি।

কোন কোনও গোপবালা উত্তম কুঙ্কুম সহিত চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন–কেহ কেহ বা মাল্য রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন–অপর কেহ কেহ বা নূতন নূতন অলঙ্কারাদির সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছেন – অপর কেহ কেহ বা ব্যগ্রচিত্তে খাদ্য পানীয় প্রভৃতির চেষ্টায় বহুক্ষণ যাবৎ নিযুক্ত হইয়াছেন ।৪১

কোন কোনও নবীনা গোপবালা উত্তম তাম্বূল বীটিকা প্রভৃতির নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন— কয়েকজন বা নৃত্য গীত বাদ্যাদির উত্তম উত্তম কলাবিদ্যা প্রকাশনের বস্তু সমূহের আয়োজনে তৎপর— কেহ কেহ বা স্নান উদ্বর্ত্তন প্রভৃতির সামগ্রী আহরণ করিতেছেন– অপর কেহ কেহ বা বীজন হস্তে নিকটে থাকিয়াই শ্রীঅঙ্গ সেবনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন, আবার কয়েকজন সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ৪২

কেহ কেহ বা নিজ প্রিয়তম যুগলের চেষ্টাতে নয়ন দিয়া নিজ কার্য্য বিস্মৃত হইতেছেন— অপরাপর গোপী অন্য সখী কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত (অনুযোগ প্রাপ্ত) হইয়া স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং দয়িত যুগলের সহিত সুন্দর খেলায় যোগদান করিয়াছেন ।৪৩

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি সখীপ্রকরণ ১১৯ শ্লোকে শ্রীমৎ বিষ্ণুদাস গোস্বামিকৃত স্বাত্মপ্রমোদিনী টীকাধৃত শ্রীকৃষ্ণকেলী মঞ্জরী গ্রন্থের শ্লোক। মঞ্জরীকৃত শ্রীরাধারাণীর সেবা—

কর্পূরাদি- সুবাসিতৈঃ সুবিমলৈর্ভৃঙ্গারনীরৈস্তদা
শ্রীরাধাবদনাম্বুজং লঘু লঘু প্রক্ষালয়িত্বা মুদা।
চীনেনাথ দরার্দ্র পট্টবসনেনামৃজ্য তস্যাস্ততঃ,
স্নানায়াশু পরস্পরং সহচরীবর্গঃ সযত্নোঽভবৎ ।।১

সেই সময়ে কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুবিমল ভৃঙ্গারের জল দ্বারা শ্রীরাধার বদনপদ্ম আনন্দের সহিত ধীরে ধীরে প্রক্ষালন করিয়া অনন্তর ঈষৎ আর্দ্র উত্তমচীন বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জন করিয়া তৎপশ্চাৎ সহচরীগণ শ্রীরাধার স্নানের নিমিত্ত শীঘ্র যত্ন করিয়াছিলেন।

তদ্দ্বারাগ্রে বকুল-বিটপিক্রোড়মাণিক্যবেদ্যাং
সংপ্রাপয্য দ্রুতমথ সখীবৃন্দমেতাং ক্রমেণ।
সিন্দুরাভৈর্ব্বরপরিমলোদ্গারিভিদিব্যতৈলৈ,
স্তস্যা উদ্বর্ত্তনমকুরুত প্রেমতোঽভ্যঙ্গপূর্ব্বম্ ।।২

অনন্তর শ্রীরাধার গৃহদ্বারের অগ্রভাগে বকুল বৃক্ষের নিম্নস্থিত মাণিক্যবেদিতে এই শ্রীরাধাকে শীঘ্র লইয়া গিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বে তৈল মাখাইয়া প্রেম পূর্ব্বক সিন্দূর বর্ণ শ্রেষ্ঠ পরিমল উদ্গারি দিব্যতৈল দ্বারা তাঁহারা অভ্যঙ্গ পূর্ব্বক উদ্বর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কাশ্চিৎ সদ্বাসিতাম্ভোভৃত–মণিকলসব্রাতমৌৎসুক্যভাজৌ,
নীত্বা নীত্বাম্বুগেহাজ্ঝটিতি পরিসরে বেদিকায়াঃ সমন্তাৎ।
রাধানর্ম্মামৃতেনোচ্ছলিতমদতয়াঽন্যোন্য-বিস্পর্দ্ধমানা,
যাতায়াতেন খিন্না অপি ন বিদুরমুঃ ক্লেশলেশং মুদাঢ্যাঃ ।।৩

কেহ কেহ বা ঔৎসুক্য যুক্ত হইয়া জলগৃহ হইতে সুগন্ধি জলপূর্ণ মণিকলস সমূহ বেদিকার নিকটে চতুর্দ্দিকে দ্রুত লইয়া গিয়া স্থাপন

করিয়াছিলেন । ইঁহারা শ্রীরাধার অমৃততুল্য নর্ম্মবাক্যে উচ্ছলিত উল্লাসাতিশয় বশতঃ একে অন্যের সহিত স্পর্দ্ধাযুক্তা হইয়া আনন্দপূর্ণতা বশতঃ বারংবার যাতায়াতে খিন্না হইয়াও লেশমাত্রও ক্লেশ জানিতে পারেন নাই ।

সা তৈর্নিরুপম- নীরৈরালীভিঃ স্নাপিতা বলচ্চিকুরা ।

পুরটাসনমণু রেজে মেরাবিব চঞ্চলা সঘনা ।।৪

শ্রীরাধা সেই সমস্ত নিরুপম জল দ্বারা স্নাপিতা হইয়া এবং শোভমান কেশযুক্ত হইয়া সুবর্ণ আসনে বা পীঠে, সুমেরু পর্ব্বতে মেঘযুক্ত চঞ্চলার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

ক্লিন্নবস্ত্রমপসার্য্য সত্বরং দিব্যধৌত-নবপট্টশাটিকাম্ ।

সংঘটয্য রতিমঞ্জরী রহঃ পর্য্যধাপয়দিয়ং নিজেশ্বরীম্ ।।৫

এই রতিমঞ্জরী আর্দ্রবস্ত্র শীঘ্র অপসারিত করিয়া নিজেশ্বরীকে দিব্যধৌত নব পট্টশাটিকা গোপনে পরিধান করাইয়াছিলেন।

রত্নকঙ্কতিকয়া রাধিকাকেশপাশমতিভঙ্গুরং মুদা ।

শুষ্কচীন-বসনেন শোষিতং সা সমস্কুরুত রূপমঞ্জরী ।।৬

সেই প্রসিদ্ধা রূপমঞ্জরী শুষ্ক চীনবসন দ্বারা জল অপসারিত করিয়া আনন্দের সহিত শ্রীরাধার সুকুঞ্চিত কেশ সমূহের রত্ন চিরুণী দ্বারা সংস্কার করিয়াছিলেন ।

কর্পূর-কুঙ্কুম-কুরঙ্গমদ-প্রধানৈঃ, শ্রীখণ্ডপঙ্কনিকরৈঃ পরিলিপ্য গাত্রম্ ।

পত্রাবলীং ব্যরচয়ন্ বৃষভানুজায়াঃ, সখ্যো যথার্হমখিলাবয়বেষু তস্যাঃ।।৭

বৃষভানুনন্দিনীর সেবাপরা সখী বা মঞ্জরীগণ কর্পূর কুঙ্কুম মৃগমদ আদি যুক্ত চন্দন পঙ্কসমূহ দ্বারা গাত্রপরিলেপন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যথাযোগ্যভাবে পত্রাবলী রচনা করিয়াছিলেন ।

বিহারান্তরঞ্চ আভিস্তদুভয়য়োঃ সেবা যথা তত্রৈব ।

অর্থাৎ বিহারান্তে মঞ্জরীগণদ্বারা যুগলকিশোরের সেবা—

অথাবলোক্য প্রমদাতুরৌ ভৃশং, নিজেশ্বরৌ কেলিষু রূপমঞ্জরী ।
তয়োস্তদাত্বোচিত-সেবনায় সা, নিযোজয়ামাস নিজানুগাঃ সখীঃ ।।৮

অনন্তর সেই প্রসিদ্ধা রূপমঞ্জরী নিজের ঈশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেলিসমূহে অত্যন্তমত্ততা হেতু ক্লান্তশ্রান্ত দর্শন করিয়া তাঁহাদের উভয়ের সেই সময়োচিত সেবার নিমিত্ত নিজের অনুগতা সখীগণকে অর্থাৎ মঞ্জরীগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

ততঃ স্বয়ঞ্চার্দ্রসুচীনবাসসা, মুদা মুখাম্ভোজযুগং বিমৃজ্য সা।
তয়োর্বিচিত্রাং তনুমণ্ডন-ক্রিয়াং, স্বেদাম্বুভিঃ ক্লিন্নকরাহকরোচ্ছনৈঃ।।

অনন্ত র সেই শ্রীরূপমঞ্জরী নিজেও উত্তম চীনবস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের মুখপদ্মযুগল মার্জ্জনা করিয়া সাত্ত্বিক বিকার হেতু আর্দ্রহস্তে তাঁহাদের উভয়ের বিচিত্র তনুমণ্ডন কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পাদন করিয়াছিলেন ।

কর্পূরমিশ্রমহিবল্লিদলাদিক্লৃপ্তং
তাম্বূলমাশুমণিসম্পুটতঃ প্রণীয়া ।
বক্ত্রাম্বুজান্তরনয়ো রতিমঞ্জরী চ,
চঞ্চৎকরাঙ্গুলিযুগেন শনৈরনৈষীৎ ।।১০

রতিমঞ্জরীও কর্পূরমিশ্র পানের দ্বারা রচিত বীটিকা শীঘ্র মণি-কৌটা হইতে লইয়া ঐ যুগলকিশোরের মুখপদ্মে সাত্ত্বিক বিকার হেতু কম্পিত করের অঙ্গুলীযুগল দ্বারা ধীরে ধীরে অর্পণ করিয়াছিলেন ।

স্মরাহববিঘট্টিতং শিখরহারকাঞ্চ্যাদিকং,
পুনর্গ্রথিতুমুৎসুকা বিবিধরত্নমুক্তাফলৈঃ ।
প্রসূনদলকোরকৈরপি তয়োঃ শিখণ্ডাদিভি-,
র্জবেন গুণমঞ্জরী তদখিলং সুরম্যং ব্যধাৎ ।।১১

কন্দর্প যুদ্ধে বিগলিত তাঁহাদের উভয়ের চূড়া হার কাঞ্চী আদি পুনরায় রচনা করিতে উৎসুকা গুণমঞ্জরী বিবিধ রত্নমুক্তাফল দ্বারা, পুষ্পদল কোরকসমূহ দ্বারা এবং শিখণ্ডাদি দ্বারা শীঘ্র সেই সমস্ত সুন্দর রূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপমঞ্জর্য্যনুশাসনান্মুদা, বিদগ্ধরীত্যা রসমঞ্জরী দ্রুতম্ ।
তয়োর্বিমুচ্যাথ পুনঃ স্বশিল্পতশ্চকার পুষ্পৈঃ কচজুটবন্ধনম্ ।।১২

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরীর আজ্ঞা অনুসারে রসমঞ্জরী তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চূড়া ও শ্রীরাধার বেণী উন্মোচন করিয়া পুনরায় শীঘ্র কলাকৌশল রীতিতে স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা তাঁহাদের কেশসমূহ বন্ধন করিয়াছিলেন ।

স্রস্তং বিবিধবিহারৈ-স্তল্পাদ্যং প্রেমমঞ্জরী কুসুমৈঃ ।
অকুরুত পুনরতিচিত্রং, রসমঞ্জর্য্যা নিদেশেন ।।১৩

রসমঞ্জরীর নির্দ্দেশে প্রেমমঞ্জরী বিবিধ বিহারে স্রস্ত তল্পাদি পুনরায় পুষ্পাদি দ্বারা অতি বিচিত্ররূপে রচনা করিয়াছিলেন।

অনুরূপ মহাজনী পদ যথা—

রতিরণে শ্রমযুত নাগরী-নাগর, মুখভরি তাম্বূল যোগায় ।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলিতহিঁ গাত লাগায় ।।
অপরূপ প্রিয়সখি প্রেম ।
নিজপ্রাণ কোটী, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম ।।
ইত্যাদি ।

(তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈরিত্যাদি শ্লোক স্থায়িভাবে দ্রষ্টব্য ।)

সাধকোচিত সেবা লালসা—

রতি কেলি করি দুঁহু বৈঠবি রঙ্গে ।
সেবন করিব আমি সখীগণ সঙ্গে ।।
বিগলিত বেশ দোঁহার করিতে ভূষণ ।
শ্রীরূপমঞ্জরী মোরে করিবে ঈক্ষণ ।।
কেশর কস্তূরী, চূয়া, চন্দন, কর্পূর ।
তাম্বুল-বীটিকা, মালা, কাজর, সিন্দূর ।।

দোঁহার সম্মুখে আনি এ সব ধরিব ।
ব্যজন ধরিয়া কবে বাতাস করিব ।।
শ্রীরূপমঞ্জরী মঞ্জুলালী হেম গোরী ।
এই সেবা তুমি মোরে দেহ কৃপা করি ।।
তোমার দাসীর মাঝে দাসী কর মোরে ।
দীন কৃষ্ণদাস এই অভিলাষ করে ।।

(প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী) ।

হা হা বৃষভানু সুতে !
তোমার কিঙ্করী, শ্রীগুণমঞ্জরী, মোরে লবে নিজ যূথে ।।
নৃত্য অবসানে, তোমারা দু'জনে, বসিবে বেদীর পরে ।
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, রাসপরিশ্রম ভরে ।।
মুঞিঃ তাঁর কৃপা, ইঙ্গিত পাইয়া, শ্রীরতিমঞ্জরী সাথে ।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে, বাতাস করিব, চামর লইয়া হাতে ।।
কেহ দুইজন, বদন চরণ, পাখালি মুছাবে সুখে ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, তাম্বুলবীটিকা, দেয়ব দোঁহার মুখে ।।
শ্রম দূরে যাবে, অঙ্গ সুখী হবে, অলসে ভরিবে গা ।
বৈষ্ণব দাসের, এ আশা পূরিবে, করিব কি মন্দ বা ।। ঐ

সখীমঞ্জরীগণের শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের নাম রস আস্বাদন

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি — প্রণয়োক্তি নাম —

হে গোকুলানন্দ ! হে গোবিন্দ ! হে প্রাণেশ ! হে গোষ্ঠেন্দ্রকুল চন্দ্রমঃ ! হে সুন্দরোত্তংস ! হে বৃন্দাবনচন্দ্র ! হে নাগর শিখামণে ! হে গোষ্ঠযুবরাজ ! হে মনোহর ! হে রসিকশেখর ! হে শ্যামসুন্দর ! হে ভাণ্ডীরবটেশ্বর ! হে ময়ূরপিচ্ছভূষণ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র ! ইত্যাদি ।

রোষোক্তি নাম—

হে বাম ! হে দুর্ল্লীলশেখর ! হে কিতবেন্দ্র ! হে মহাধূর্ত্ত ! হে কঠোর ! হে নির্ল্লজ্জ ! হে অতিদুর্ল্ললিত ! হে গোপীভুজঙ্গ ! হে রত হিণ্ডক! হে কদম্ববন তস্কর ! হে পদ্মাযণ্ড ! হে নবনীত চৌর ! হে বসন চৌর! ইত্যাদি ।

শ্রীরাধারাণীর প্রতি —প্রণয়োক্তি নাম—

হে ঊর্জ্জেশ্বরি ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! হে শ্যামসোহাগিনি ! হে বৃন্দাবনকল্পবল্লি ! হে অপার করুণাময়ি ! হে প্রাণেশ্বরি ! হে স্বামিনি! হে দেবি ! হে সুমুখি ! হে কল্যাণি ! হে বৃন্দাবন রাজ্ঞি ! হে সরসিজাক্ষি ! হে নখদলিত হরিদ্রাগর্ব্বগৌরি! হে ইন্দীবরাক্ষি ! হে সুনেত্রে! হে সুভগে ! হে কৃশোদরি ! হে চঞ্চলাক্ষি ! হে মৃগশাবাক্ষি ! হে গাঙ্গেয়গাত্রি ! হে মনোজ্ঞহৃদয়ে! হে কুশলে ! হে মধুরে ! হে হ্রীমতি ! হে খঞ্জনাক্ষি ! হে কুঙ্কুমাঙ্গি ! হে তরলাক্ষি ! হে মধুর গাত্রি! হে কণকগৌরী ! হে মধুমুখি ! হে কলাবতি ! হে মুগ্ধাঙ্গি ! হে ভব্যে! হে বরোরু ! হে সুভগমুখি ! হে হ্রী পুঞ্জমূর্ত্তে ! হে সুব্রতে ! হে সদয়ে ! হে ধীরে ! হে মঞ্জুবদনে ! হে ধীরমতে ! হে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি! হে পরমলজ্জাবতি ! হে লোলাক্ষি ! হে পক্কবিম্বোষ্ঠি ! হে প্রণয়শালিনি! হে সুন্দরি ! ইত্যাদি ।

রোষোক্তি নাম—

হে অনভিজ্ঞে ! হে হ্রীদগ্ধে ! হে মুগ্ধে ! হে কৌতূহল চঞ্চলাক্ষি! হে কঠিনি ! হে বজরাবুকি ! হে অপরিনাম দর্শিতে ! হে মানভুজঙ্গ দংশিতে ! হে দুর্ব্বিনীতে ! হে চণ্ডি ! হে কোপিনি ! ইত্যাদি ।

২৩। সাত্ত্বিক

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২। ৩।১)।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি দাস্য সখ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরতি দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে অথবা হাস করুণাদি সপ্ত গৌণ রতি দ্বারা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ 'সত্ত্ব' বলেন। কেবল সত্ত্ব হইতেই সমুৎপন্ন হইলে ভাবসমূহ সাত্ত্বিক হয়।

মঞ্জরীগণের— বিষয়ালম্বন শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের ভাবমাধুর্য্য দ্বারা আক্রান্ত চিত্তের নাম সত্ত্ব ; এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন ভাব সমূহই মঞ্জরীগণের সাত্ত্বিক ভাব।

সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার— স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।

উদাহরণ যথা —

রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দমকরন্দাস্বাদমাদ্যন্মনো-
ভৃঙ্গাঃ সন্ততমুদ্গতাশ্রুপুলকাস্তৎপ্রেমতীব্রৌঘতঃ।
অত্যানন্দভরাৎ কদাপ্যতিলয়ে শোচন্ত্য আত্মেশয়োঃ
সেবয়া বিহতেঃ স্ফুরন্তু মম তাঃ শ্রীরাধিকারাধিকাঃ !

(শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ৬।৮১)

যাঁহাদের মনোভৃঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মমধু আস্বাদে মত্ত হইয়াছে, যুগলপ্রেমের তীব্র প্রবাহে যাঁহাদের নিরন্তরই অশ্রু পুলকাদি হইতেছে, কখনও শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমের তীব্র বেগবশতঃ অতি আনন্দ-ভরে প্রলয় বা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে নিজেশ্বর নিজেশ্বরীর সেবার বিঘ্ন হেতু অনুতপ্তা, সেই শ্রীরাধারাণীর আরাধিকা মঞ্জরীগণ আমার চিত্তে এবং সম্মুখে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হউন।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে ।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ।

"বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহা।" (প্রীতিসন্দর্ভ)

সহজমধুররাধাকৃষ্ণতীব্রানুরাগ-

প্রসরমুহুরুদঞ্চচ্চারুরোমাঞ্চপুঞ্জাঃ ।

প্রতিপদপরিবৃদ্ধানন্দসিন্ধাবগাধে,

প্রতিমুহুরতিমত্তোৎফুল্লিতাঙ্গং হসন্তীঃ ।। বৃঃ মঃ ৬।৮৫

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি সহজমধুর তীব্র অনুরাগ বশতঃ মুহুর্মুহুঃ সুচারু রোমাঞ্চপুঞ্জ বিকাশ পাইতেছে— প্রতিপদেই বৃদ্ধিশীল অগাধ আনন্দসিন্ধুতে– প্রতিমুহূর্তেই অতিমত্ত ও উৎফুল্লিতাঙ্গ হইয়া তাঁহারা হাস্যপরায়ণা হইতেছেন । সেই শ্রীরাধারাণীর সেবাপরা মঞ্জরীগণ আমার চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন ।

বিদ্যুদ্ঘনাচিক্রমিষা যদোপরি স্মারাদ্দধানা ববলেহবলেপতঃ ।

তদাতু জালানি সখীদৃশঃ বলা-জ্জালাবলীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যধুঃ।।

(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত নক্তলীলা ৪৫)।

আমরি ! বিলাসী যুগল এবার উদ্দাম অনুরাগ ভরে বিপরীত সম্ভোগ বিলাসে নিমগ্ন হইলেন । সৌদামিনী স্বরূপা নায়িকামণি নবজলধর স্বরূপ নায়ককে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া কন্দর্প সম্বন্ধী অহঙ্কারের বশে ঐ নবজলধরের উপর বল প্রকাশ করিতেছেন। তদ্দর্শনে জালরন্ধ্রে নয়ন অর্পণকারিণী মঞ্জরীগণ তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই গবাক্ষশ্রেণী পরিপ্লুতা করিলেন ।

আস্যে দেব্যাঃ কথমপি মুদা ন্যস্তমাস্যাত্ত্বয়েশ

ক্ষিপ্তং পর্ণে প্রণয়জনিতাদ্দেবি ব্যম্যাত্ত্বয়াগ্রে ।

আকূতজ্ঞ স্তদতিনিভৃতং চর্ব্বিতং খর্ব্বিতাঙ্গ-
স্তাম্বূলীয়ং রসয়তি জনঃ ফুল্লরোমা কদায়ম্ ।।

(স্তবমালা উৎকলিঃ ৬২)

হে কৃষ্ণ ! তুমি তোমার চর্ব্বিত তাম্বূল নিজমুখ হইতে শ্রীরাধিকার মুখে অর্পণ করিবা, হে দেবি শ্রীরাধিকে ! তুমি প্রণয়কোপ বশতঃ (তোমার উচ্ছিষ্ট খাইব না বলিয়া) উহা পাত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিবা, ঐ সময়ে তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়া কুঞ্চিত কলেবরে তোমাদের উভয়ের প্রসাদি সেই চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া কবে আমি রোমাঞ্চিত হইব !

অয়ং জীবো রঙ্গৈর্নয়নযুগলস্যান্দিসলিল-
প্রধৌতাঙ্গো রঙ্গো ঘটিতপটুরোমালিনটনঃ ।
কদা রাসে লাস্যৈঃ প্রেমজলপরিক্লিন্নপুলক-
শ্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ মদসুনটৌ বীজয়তি ভোঃ ।।

(স্তবাবলী – প্রার্থনামৃত ১)

কন্দর্পের অত্যুৎকৃষ্ট নটস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে অতিশয় রাসনৃত্য জনিত শ্রমবারি দ্বারা পরিব্যাপ্ত পুলকে সুশোভিত হইলে এই মদ্বিধ জন নয়নযুগল হইতে বিগলিত সলিলসমূহে প্রক্ষালিত কলেবর হইয়া রঙ্গস্থলে রোমাঞ্চের সহিত সুস্পষ্ট নৃত্য বিস্তার করত হস্ত চালনাদি ভঙ্গী সহকারে কবে তাঁহাদিগকে চামর ব্যজন করিবে !

প্রেমোদ্রেকৈর্নয়ননিপতদ্বারিধারো ধরণ্যাং
বৈবর্ণ্যালীসবলিতবপুঃ প্রৌঢ়কম্পঃ কদাহম্ ।
স্বেদাম্ভোভিঃ স্নপিতপুলকশ্রেণিমূলঃ স্মিতাক্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌমদনসমরস্ফারদক্ষৌ স্মরামি ।। (স্তবাবলী ঐ ২)

প্রেমোদ্রেকবশতঃ ঘর্ম্মাম্বুসমূহে পুলকশ্রেণীর মূলদেশ অভিষিক্ত, নেত্র হইতে বারিধারা ভূতলে নিপতিতা বৈবর্ণ্য প্রভৃতি

অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব সমূহে শরীর মিশ্রিত এবং অতিশয় কম্পিত হইতে থাকিবে, আমি এতাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া মদনসমরে সুদক্ষ ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কবে স্মরণ করিব !

স্বীয়োত্তরীয়শকলেন সলীলমন্যা,
পাণ্যম্বুজেন কলকঙ্কণঝঙ্কৃতেন ।
প্রাণেশ্বরং প্রণয়তঃ পরিবীজয়ন্তী,
স্রস্তেঽপি তত্র করধূননমেব চক্রে ।।

(শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু ১৯শ স্তবক)

অন্য এক সেবাপরা মঞ্জরী স্বানুরাগভরে কলকঙ্কণ ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত করকমলে নিজ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়া শ্রীরাধার সহিত প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয় সহকারে বীজন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রণয়োত্থ বৈবশ্য প্রাপ্ত তাঁহার হস্ত হইতে বীজন পতিত হইলেও করকমল কম্পিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বীজন বিহীন করে তন্ময় হইয়া বীজন করিয়াছিলেন ।

মহাজনী পদ— মধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডতীরে ভোজনলীলা—

হা হা বিধুমুখি ! কবে, সেদিন কি মোর হবে,
রতন মন্দির মাঝে গিয়া ।
চিত্রাসন বিছাইব জলঝারি ধরি দিব,
নাগর বসিবে তাতে যাঞা ।।
তুমি সঙ্গে সহচরী ।
ভোজন করাবে তাঁরে, কত ভাঁতি থরে থরে,
ফল মূল পক্কান্নাদি করি ।।
ফল দিতে প্রেম ভরে, নাসাতে কেশর দোলে,
তা দেখি নাগর হবে ভোর ।

তারে দেখি বটু হাসি, কহিবে ভোজনে বসি,
একি রোগ হৈল সখা তোর ?
খাইয়া বটকাবলি, কাঁপিতেছ থরথরি,
আর তুমি না কর ভোজন ।
অমৃত গুটিকাবলি, মোর পত্রে দেহ ফেলি,
রোগ ভাল হইবে এখন ।।
সে মধুমঙ্গল বাণী, শুনিয়া সুমুখী তুমি,
সঘনে হাসিবে সখী সঙ্গে ।।
তব মুখে হাসি দেখি, হইব পরম সুখী,
পুলকিত হবে মোর অঙ্গে ।।
ইত্যাদি (প্রার্থনামৃত তরঙ্গিণী ।)

২৪। ব্যভিচারী ।

ব্যভিচারী– বিশেষভাবে আভিমুখ্যে (বিশেষ সাহায্য করত) স্থায়িভাবের প্রতি চরণ (গমন) শীল অথচ বাক্য, অঙ্গ বা সত্ত্ব (অন্তঃকরণ ধর্ম্ম) দ্বারা সংসূচিত হয় যাহারা, তাহাদিগকে 'ব্যভিচারী' ভাব বলে। ইহারা ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'সঞ্চারী'ও বলা হয় । ১—৩ ।

এই ব্যভিচারী ভাব সকল তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবরূপ অমৃত সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া স্থায়িসমুদ্রকে বৃদ্ধি করত তাহাতেই লীন হইয়া যায় অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রকেই বর্দ্ধিত করত তাহাতেই লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্যভিচারি—ভাবগুলিও স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়িভাবের বৃদ্ধি করত পরে তাহাতেই মিশিয়া যায়।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ–এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।১—৬ শ্লোকের অনুবাদ)।

নির্ব্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ঔগ্র্যালস্যে বিনা তেঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।।

(উজ্জ্বল–ব্যভিচারী প্রঃ ১)

পূর্ব্বে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ২।৪।১–৬ শ্লোকে যে নির্ব্বেদাদি তেত্রিশটি ভাবের পরিকীর্ত্তন হইয়াছে, এই মধুর রসে তত্রত্য উগ্রতা ও আলস্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সবই ব্যভিচারী ভাবরূপে জ্ঞাতব্য।

মধুরারতির অপর পর্য্যায় মঞ্জরীগণের পক্ষে উক্ত ব্যভিচারী ভাব সকল কিরূপ হইবে ? তাহার দুই চারিটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঔৎসুক্য—

দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং, বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং, জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ।।

(স্তবাবলী— বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১০)

হে দেবি ! আমি তোমার চরণপদ্মের ক্ষুদ্র দাসী, কিন্তু তোমার বিয়োগরূপ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ক্ষণকাল অমৃতস্বরূপ দৃষ্টি দানে আমাকে জীবিত কর।

ক্বচন চ দরদোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাৎ,
সপদি বিহিতমানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিতপটুচাটুপ্রার্থ্যমান প্রসাদা,
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্।।

হে রাধে ! কোন সময়ে দৈব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অপরাধ দেখিয়া তুমি মান ধারণ পূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ চাটুবাক্য দ্বারা তোমার প্রসন্নতা নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে থাকিবেন । তুমি এতাদৃশ অবস্থাপন্না হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ।

প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতিহরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ।।

(স্তবাবলী)।

যিনি স্নিগ্ধবেণুধ্বনি দ্বারা নিজের অবস্থিতি স্থান প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই হরিকে দ্রুতগতিতে কুঞ্জ নিকটে (অনতিদূরে) প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার নয়নযুগল হাস্যযুক্ত অর্থাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল এবং যিনি অবনত বদনে কর্ণকুহরের কণ্ডুয়ন বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?

স্মরদয়িতনিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্যাং
ব্রজনবযুবরাজং বক্রিমাড়ম্বরেণ ।
সদসি পরিভবন্তী সংস্তুতালীকুলেন
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ।। (ঐ)

হে রাধে ! কন্দর্পের প্রিয়তম নিকুঞ্জ কাননের অঙ্গনে বিশিষ্ট পরিহাস্যযুক্ত সভামধ্যে ব্রজ-নব-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বক্রোক্তি দ্বারা পরাজয় পূর্ব্বক সখীসমূহ কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তুতা হইয়া ক্ষণকালও আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ।

সৌভাগ্য মদ—

গোষ্ঠেন্দ্রপুত্রমদচিত্তকরীন্দ্ররাজ-বন্ধায়- পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জোঃ।
কিং কর্ণয়োস্তব বরোরু বরাবতংস - যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে।

হে বরোরু ! অর্থাৎ প্রশস্ত ঊরুশালিনী রাধিকে ! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ মদমত্ত গজরাজের বন্ধন নিমিত্ত যে তোমার কর্ণদ্বয় কন্দর্পের বন্ধন রজ্জুর ন্যায় হইয়াছে, সেই কর্ণদ্বয়কে কি আমি অত্যন্ত সুখানুভব পূর্ব্বক অবতংস (কর্ণভূষণ) দ্বারা ভূষিত করিব ?

যস্যাঙ্করঞ্জিতশিরাস্তব মানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি ।
লাক্ষারসঃ স চ কদা পদয়োরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ ।।(ঐ)

হে রাধিকে ! তোমার মানভঞ্জন সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার চিহ্ন দ্বারা মস্তক রঞ্জিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ লাক্ষারস (আল্‌তা) আমাকর্ত্তৃক তোমার পাদদ্বয়ের নিম্নে অর্পিত হইয়া কবে সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিবে ?

গর্ব্ব—

তব তনুবরগন্ধাসঙ্গিবাতেন চন্দ্রা-বলিকরকৃতমল্লীকেলিতল্পাচ্ছলেন ।
মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং, মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ।। (স্তবাবলী বিঃ ৭৪)

হে মধুরমুখি ! রাধে ! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্টমধু লোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়া অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ত্বদীয় অঙ্গ -গন্ধ বহনকারী বায়ু আঘ্রাণ করিয়া চন্দ্রাবলীর স্বহস্ত রচিত মল্লীপুষ্পময় শয্যাও ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন । এই অবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিব ?

অবহিত্থা —

অঘহর বলীবর্দ্দঃ প্রেয়ান্নবস্তব যো ব্রজে
বৃষভবপুষা দৈত্যেনাসৌ বলাদভিযুজ্যতে ।
ইতি কিল মৃষা গীর্ভিশ্চন্দ্রাবলীনিলয়স্থিতং
বনভুবি কদা নেষ্যামি ত্বাং মুকুন্দ মদীশ্বরীম্ ।।

(স্তবমালা উৎকলিকা ৬০)।

হে অঘহর ! হে মুকুন্দ ! শ্রীবৃন্দাবনে বৃষভাকার কোন দৈত্য আসিয়া তোমার প্রিয়তম সেই নবীন বৃষটীর উপর বড়ই উৎপাত করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র আগমন করিয়া উহা নিবারণ কর– এই প্রকার মিথ্যা বাক্য দ্বারা চন্দ্রাবলীর নিকুঞ্জ হইতে আনয়ন করিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট কবে তোমাকে উপনীত করিব ?

ত্বাং সালিমাত্মসদনং নিভৃতং ব্রজন্তীং
ত্যক্ত্বা হরেরনুপথং তদলক্ষিতেত্য ।
তাং খণ্ডিতামনুনয়ন্তমবেক্ষ্য চন্দ্রাং
তদ্বৃত্তমালিততিসংসদি বর্ণয়ানি ।। (সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ২৪)

হে স্বামিনি ! আলিগণের সহিত নিজ গৃহে তুমি যখন নিভৃত পথে যাইবে, সেই সময়ে আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গমন করিব এবং খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীকে অনুনয় করিতে দেখিয়া সেই বৃত্তান্ত সখীমণ্ডলীর সভায় বর্ণন করিব ।

মতি—

শঠোহয়ং নাবেক্ষ্যঃ পুনরিহ ময়া মানধনয়া
বিশন্তং স্ত্রীবেশং সুবলসুহৃদং বারয় গিরা ।
ইদন্তে সাকূতং বচনমবধার্য্যোচ্ছলিতধী-
শ্ছলাটোপৈর্গোপপ্রবরমবরোৎস্যামি কিমহম্ ?

(স্তবমালা –উৎকলিকা ৫৯)।

হে রাধিকে ! তুমি মানিনী হইলে— 'সেই ধূর্ত্ততম শ্রীকৃষ্ণের মুখ আমি দেখিব না । সুবলসখা কৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আসিতেছে, অতএব উহাকে বারণ কর' ইত্যাদি তোমার অভিপ্রেত বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্ছলিত-বুদ্ধি আমি গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণকে 'ছলাটোপ' অর্থাৎ ছলপূর্ব্বক বাক্যাড়ম্বর দ্বারা কবে বাধা প্রদান করিব ?

টীকার তাৎপর্য্য— 'ছলাটোপ'—দৈত্য বিমোহনের জন্য আপনি পূর্ব্বে স্ত্রীবেশ (মোহিনী বেশ) ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে দৈত্য কেহ নাই, আরও আপনার জননী আপনাকে শীঘ্র যাইবার জন্য ডাকিতেছেন; আমার স্বামিনীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা অতি চতুরা সখীগণ, আপনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেও আপনাকে চিনিতে পারিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে আপনার প্রবেশের অবসর নাই । মহারাজ! স্বীয় শাঠ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের গৃহেই ফিরিয়া যান ।

হর্ষ—

তয়োর্দ্বয়োরঙ্গ- লক্ষ্মী রঙ্গ স্থল্যাং সুনর্ত্তনম্ ।
প্রবৃত্তমাসীত্তদ্দৃষ্ট্বা মুদমাপুঃ সভাসদঃ ।।
ক্রমাত্তে নর্ত্তক্যৌ প্রকটিত—কলা- কৌশলভরৈ-
র্মিথস্তৃপ্তে দৃপ্তে নিজপরপরাং তন্নিপুণতাম্ ।
বিতন্বানে বাঢ়ং ননৃততুরহো যেন মুদিতা
দ্রুতং সভ্যাস্তাভ্যাং তনু-হৃদয়-রত্নান্যপি দদুঃ ।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৯/ ৮—৯)।

শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে মধ্যাহ্ন লীলায়—শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন হইলে কলাকৌশল প্রকটন করিয়া এবং নিজের উত্তরোত্তর নিপুণতা প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের তনুলক্ষ্মীরূপা নটীদ্বয় অপূর্ব্ব নৃত্য বিস্তার করিয়াছিল । সেই নৃত্য দর্শনে হর্ষযুক্তা হইয়া সভ্যাগণ (সামাজিক স্থানীয়া সখী মঞ্জরীগণ) যুগলকিশোরের সেই দেহরূপ নটীদ্বয়কে স্বীয় তনু এবং হৃদয়রূপ রত্নসমূহ পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম জনিত সাত্ত্বিক বিকার দর্শনে সখী মঞ্জরীদের অঙ্গেও অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার হইয়াছিল এবং অতিশয় আনন্দে তাঁহারা স্বীয় মনঃপ্রাণ যুগলকিশোরকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ।

সহচরপরিষত্তঃ ক্ষিপ্রমারাদ্বিকৃষ্ট–
স্তব গুণমণিমালামীশ্বরি ! গ্রাহিতশ্চ ।
মধুরিপু রয়মক্ষোঃ প্রাপিতশ্চাভিকক্ষাং
ভণ পুনরপি সেয়ং কিঙ্করী কিং করোতু ?

(উঃ নিঃ দূতী ৬৭)

শ্রীরাধিকা প্রেরিত লবঙ্গ মঞ্জরী সখাগণ মধ্যস্থ কৃষ্ণকে স্বচাতুরী রচিতছলে ঐ সমাজ হইতে নিষ্কাসন পূর্ব্বক শ্রীরাধা সমীপে আনিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—হে ঈশ্বরি ! সহচর গোষ্ঠী হইতে শীঘ্র আকর্ষণ পূর্ব্বক দূরে আনিয়া এই মধুরিপুকে তোমার গুণরূপ মণিমালা গ্রহণ করাইয়াছি, ইহাঁকে তোমার নয়ন পথের পথিকও করা হইল । পুনর্ব্বার আজ্ঞা কর —এক্ষণে এই কিঙ্করী কি করিবে ?

২৫। মধুরাখ্য ভক্তিরস ।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি ।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩। ৫। ১)

আত্মোচিত বিভাবাদি–সমাবেশে মধুরা রতি (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক–কান্তরতি দ্বারা স্পৃষ্টচিত্ত) সৎ সকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা লাভ করিলেই ‘মধুর ভক্তিরস’ হয় ।

স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ ।

(উজ্জ্বল—শৃঙ্গারভেদ১)

মধুরাখ্য বা উজ্জ্বল রস বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ ভেদে দুই প্রকার—

রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধ পরিকর কামরূপা সমর্থা রতিমতী সম্ভোগেচ্ছাময়ী নায়িকা ও তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীমঞ্জরীগণের নিজ নিজ ভাবোচিত বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ নামাখ্য ভক্তিরসের দৃষ্টান্ত মৎ সঙ্কলিত "মঞ্জরীভাব সাধন পদ্ধতি" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

এস্থলে রাগানুগা মঞ্জরীভাবলিপ্সু সাধকগণের পক্ষে অযোগ এবং যোগ নামাখ্য ভক্তিরস হইবে । তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ ।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩।২। ৯৩)

অযোগ এবং যোগভেদে রস দুই প্রকার ।

(ক) অযোগরস ।

সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে ।
অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ।।
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতা ক্রিয়াঃ ।
উৎকণ্ঠিতং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে ।।

পণ্ডিতগণ শ্রীহরির সহিত সঙ্গের অভাবকেই অযোগ বলেন । এই অবস্থায় শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণানুসন্ধান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় চিন্তাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগভেদে অযোগও দ্বিবিধ। (ঐ ৩।২। ৯৪—৯৫)

উৎকণ্ঠিতম্—

অদৃষ্টপূর্ব্বস্য হরের্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতম্ । ঐ ৩।২।৯৬

অদৃষ্টপূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকেই 'উৎকণ্ঠিত' বলে ।

যথা—

নিত্যোন্মদানন্দ রসৈককন্দং, কন্দর্পলীলাদ্ভুত- কেলিবৃন্দম্ ।
শ্রীরাধিকা- মাধবয়োর্দিদিক্ষু-স্তুষ্টাব বৃন্দাবনমেব কাচিৎ ।।

(সঙ্গীতমাধব ১। ৭)

কোনও ব্রজনবকিশোরী শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধামাধবের দুর্দ্ধর্ষ মহামদনচক্রবর্ত্তিজনিত অদৃষ্ট অশ্রুত অননুভূতপূর্ব্ব বিলাসসমূহ দর্শন কামনায় সর্ব্বদাই হৃদয়ের উন্মাদকারী নৃত্যগীত-বিলাসাদি রসের আশ্রয় স্থান শ্রীবৃন্দাবনকে স্তব করিতেছেন।

প্রপদ্য বৃন্দাবনমধ্যমেকঃ ক্রোশন্নসাবুৎকলিকাকুলাত্মা ।
উদ্ঘাটয়ামি জ্বলতঃ কঠোরাং , বাষ্পস্য মুদ্রাং হৃদি মুদ্রিতস্য।।

(স্তবমালা—উৎকলিকা ১)

হা নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হা দেবি শ্রীরাধিকে ! আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের অনুগ্রহ লালসায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিত হওত অনবরত রোদন করিতেছি, যদি অনুগ্রহ না কর তবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছি, আমার অন্তর্গত অতি কঠিন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় যে সকল সন্তাপ আছে, তাহা ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাউক অর্থাৎ দর্শন না পাইলে অনবরত রোদন করিব ।

অয়ে বৃন্দারণ্য ত্বরিতমিহ তে সেবনপরাঃ
পরামাপুঃ কে বা ন কিল পরমানন্দপদবীম্ ।
অতো নীচৈর্যাচে স্বয়মধিপয়োরীক্ষণবিধে-
র্বরেণ্যাং মে চেতস্যুপদিশ দিশং হা কুরু কৃপাম্ ।।

ঐ ২

হে বৃন্দারণ্য ! এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি তোমার সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ না করিয়াছে? অর্থাৎ তোমাকে সেবা করিয়া সকলেরই

মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আমি প্রণত হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার অধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কি উপায়ে দর্শন করিতে পারি ইহার সদুপদেশ দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।

হৃদি চিরবসদাশামণ্ডলালম্বপাদৌ
গুণবতি তব নাথৌ নাথিতুং জন্তুরেষঃ।
সপদি ভবদনুজ্ঞাং যাচতে দেবি বৃন্দে
ময়ি কির করুণার্দ্রাং দৃষ্টিমত্র প্রসীদ। ঐ ৪।

হে গুণবতি বৃন্দে! আমি চিরদিন মনে মনে যাঁহাদের পাদপদ্ম আশা করিতেছি, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমারই প্রভু, অতএব সেই বস্তু লাভের পূর্ব্বে আমি তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া অচিরাৎ আমার প্রতি প্রসন্না হও।

প্রদেশিনীং মুখকুহরে বিনিক্ষিপন্
জনো মুহুর্বনভুবি ফুৎকরোত্যসৌ।
প্রসীদতং ক্ষণমধিপৌ প্রসীদতং
দৃশোঃ পুরঃ স্ফুরতু তড়িদঘনচ্ছবিঃ।। ঐ ৩১

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে! এই বৃন্দাবনে অঙ্গুলী মুখকুহরে অর্পণ পূর্ব্বক বারংবার ফুৎকার করত এই দীন ব্যক্তি অতি কাতর ভাবে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, হে অধীশ্বর! হে অধীশ্বরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও! আমার চক্ষুর সম্মুখে তোমাদের বিদ্যুৎজড়িত নব ঘন শ্যামকান্তি স্ফুরিত হউক বা আবির্ভূত হউক।

অথ বিয়োগঃ——

সাধকদেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় চিরসময়বিধৃত-সাক্ষাৎসেবাভিলাষমহোৎকণ্ঠায় ভগবতা কৃপয়ৈব সপরিকরস্য স্বস্য

দর্শনং তদভিলষণীয়সেবাদিকং চালব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সকৃদ্দীয়তে এব যথা নারদায়ৈব । চিদানন্দময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে।

(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৭ম কিরণ)।

সাধকদেহের ভঙ্গ সময়েই চিরকাল ব্যাপিয়া সাক্ষাৎ সেবাভিলাষে মহোৎকণ্ঠিত প্রেমিক ভক্তকে (স্নেহাদি ভাব সকল লাভ না হইলেও) শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া সপরিকরে স্বীয় দর্শন ও ভক্তের অভিলষণীয় সেবাদি একবার মাত্র প্রদান করেন। শ্রীনারদই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল । তৎকালে শ্রীভগবান্ ভক্তকে চিদানন্দময়ী গোপিকা দেহও দান করেন ।

তত্তদানন্দমহামোহতরঙ্গিণ্যাং তং নিমগ্নীকৃত্য স্বয়ং পরিকরেণান্তর্দ্ধীয়তে । (মাধুর্য্য কাদম্বিনী ৮ম বৃষ্টি)।

ভগবান্ ভক্তকে দর্শনাদি আনন্দ জনিত মহা মোহের তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং পরিকরগণের সহিত অন্তর্হিত হয়েন ।

স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর রসিকশেখর শ্রীভগবান্ এইরূপে ভক্তের প্রেম উৎকণ্ঠা পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। কারণ উৎকণ্ঠার তারতম্যে শ্রীভগবৎ মাধুর্য্যরস আস্বাদনের তারতম্য হইয়া থাকে ।

বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা;

(ভঃ রঃ সিঃ ৩।২।১১৪)।

প্রাপ্তসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদকে বিয়োগ বলে ।

কলিন্দতনয়াতটীবনবিহারতঃ শ্রান্তয়োঃ
স্ফুরন্মধুরমাধবীসদনসীম্নি বিশ্রাম্যতোঃ ।
বিমুচ্য রচয়িষ্যতে স্বকচবৃন্দমত্রামুনা
জনেন যুবয়োঃ কদা পদসরোজসন্মার্জনম্ ।।

(স্তবমালা উৎকলিকা৪৭)

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি শ্রীরাধিকে ! তোমরা কালিন্দী

তীরবর্ত্তি বনবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া মাধবীলতা মূলে বিশ্রাম করিতেছ, ঐ সময়ে নিজ কেশপাশ মুক্ত করিয়া উহাদ্বারা তোমাদের পাদপদ্ম রজের মার্জ্জনা আমি কবে করিব ?

অপি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতল্পে
মধুরমধুরগোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন ।
মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং
সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ।।

(স্তবাবলী— বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৮১)

হে সুমুখি ! কন্দর্প সুখপ্রদ এই মন্দিরের মধ্যে মালতীবিরচিত কেলি শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উত্তরপ্রত্যুত্তর রূপ বাক্যভঙ্গী বিস্তার করিয়া যখন তোমার গণ্ডস্থল পুলকিত হইবে, সেই সময়ে আমি কবে পুলকাঙ্গী হইয়া তোমাকে চামরাদি ব্যজন করিব !

হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদিশা,
প্রেষ্ঠেন সাৰ্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব ত্বয়োরিতীমাং,
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ।। (ঐ ৯৮)

হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! তোমার তীরে সর্ব্বদা মদীশ্বরী সেই শ্রীরাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও অতি প্রিয় অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই আমার জীবন স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও।

মুদিররুচিরবক্ষস্যুন্নতে মাধবস্য,
স্থিরচরবরবিদ্যুদ্বল্লিবন্মল্লিতল্পে ।
ললিতকনকযূথিমালিকাবচ্চ ভান্তি,
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ।।

হে রাধে ! মল্লিপুষ্প রচিত শয্যায় মাধবের উন্নত মেঘের ন্যায়

মনোহর বক্ষঃস্থলে স্থির হইয়াও চঞ্চলশ্রেষ্ঠ বিদ্যুদ্বল্লীর ন্যায় এবং মনোহর স্বর্ণ যূথীর অচল মালিকার ন্যায় প্রকাশমানা হইয়া ক্ষণকালের জন্যও আমার একটি নেত্রকেও আনন্দিত কর ।

মহাজনী পদ—

হা নাথ ! গোকুলচন্দ্র, হা কৃষ্ণ পরমানন্দ, হা হা ব্রজেশ্বরীর নন্দন ।
হা রাধিকা চন্দ্রমুখি, গান্ধর্ব্বা ললিতা সখি, কৃপা করি দেহ দরশন ।।
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ, আমার সর্ব্বস্বধন, তাহার দর্শনামৃত পান ।
করায়া জীবন রাখ, মরিতেছি এই দেখ, করুণা কটাক্ষ কর দান ।।
দোঁহে সহচরী সঙ্গে, মদন মোহন ভঙ্গে, শ্রীকুঞ্জে কলপতরু ছায় ।
আমারে করুণা করি, দেখাইবে সে মাধুরী, তবে হয় জীবন উপায় ।।
হা হা শ্রীদামের সখা, কৃপা করি দাও দেখা, হা হা বিশাখার প্রাণসখি।
দোঁহে সকরুণ হইয়া, চরণ দর্শন দিয়া, দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি ।।
তোমার করুণারাশি, তেঞি চিত্তে অভিলাষি, কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি, ডাকি নাম উচ্চ করি, দীনহীন বৈষ্ণবের দাস ।

এই পদের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

১। স্থায়িভাব— ভাবোল্লাসা রতি বা শ্রীরাধাকৃষ্ণে সখীমঞ্জরীজাতীয়া মধুরা রতি ।

২। বিভাব ।

বিষয়ালম্বন— শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

আশ্রয়ালম্বন— সখী মঞ্জরীগণ ।

উদ্দীপন—শ্রীরাধাকুণ্ডতট, কল্পতরুর সুশীতল ছায়া।

৩। অনুভাব— উচ্চ কীর্ত্তন দ্বারা ক্রোশনোহুঙ্কারাখ্য প্রভৃতি । হা ! হা ! ইতি বিষাদ সূচক পদ দ্বারা— লোকানপেক্ষিতা , দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব জ্ঞাতব্য ।

৪। সাত্ত্বিক— হা কৃষ্ণ পরমানন্দ ইত্যাদি বাক্য ঘটিত বিষাদ হইতে স্বেদ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব অনুমিত হইতেছে।

৫। সঞ্চারী—ইষ্ট অপ্রাপ্তি হেতু বিষাদ, দুঃখ হেতু দৈন্য, চিন্তা, ঔৎসুক্য প্রভৃতি।

(খ) যোগরস।

অথ যোগ ঃ—

কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩। ২। ১২৯)।

কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমকেই 'যোগ' শব্দে কীর্ত্তন করা হয়। যোগ তিন প্রকার – সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি।

অথ সিদ্ধি ঃ —(ঐ ৩। ২। ১৩০)

উৎকণ্ঠিত অবস্থায় যদি হরির প্রাপ্তি ঘটে তাহাকে 'সিদ্ধি' বলে।

তুষ্টি ঃ—(ঐ ৩। ২। ১৩৩)

জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে।

কৃষ্ণের বিয়োগ হইলে পরে যে সংপ্রাপ্তি তাহাকে তুষ্টি বলে।

স্থিতি ঃ—(ঐ ৩। ২। ১৩৬)

সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতির্নিগদিতা বুধৈঃ।

মুকুন্দের সহিত সহবাসকেই পণ্ডিতগণ 'স্থিতি' বলেন।

সিদ্ধি— প্রথমদর্শন

অথ সা ব্রজভীরুরগ্রতঃ পরমপ্রেমরসাবশাকৃতিঃ।
সমুদীক্ষ্য নিজেশ্বরীং সখীং পদমূলে ন্যপতৎ প্রহর্ষতঃ।।
বদন্তু বঃ প্রাণধনং কিশোরদ্বন্দ্বং মুদা ক্রীড়তি কুত্র মোহনম্।
ইত্থং সমুৎকণ্ঠিতয়া তয়োক্তে তাঃ স্নেহপূর্ণাঃ কথয়াম্বভূবুঃ।।

(সঙ্গীত মাধব ২। ১—২)।

পূর্ব্বোক্ত সেই ব্রজনবকিশোরী যুগলকিশোরের লীলাবিলাস প্রেমরসে নিমগ্ন হওত সম্মুখে নিজ গুরুরূপা সখী এবং প্রাণেশ্বরীর প্রিয়নর্ম্ম কয়েকজন সখীকে দেখিয়া পরমানন্দ ভরে তাঁহাদের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

হে প্রাণসখীগণ —আমি যে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না, আপনারা বলুন, আমাদের প্রাণকোটি প্রিয়তম পরমমোহন রসিকযুগল কোথায় বিহার করিতেছেন? সেই নবসখীর কথা শুনিয়া এবং উহার ব্যাকুলতা দর্শনে সখীগণ স্নেহবিগলিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীরাধাদাস্য মহোৎসব—

অথ নিজরসধারাকন্দ-গোবিন্দরাধা-
মধুরমধুরহাস-প্রস্ফুরদ্বক্ত্রচন্দ্রম্ ।
দিশি দিশি পরিচেতুং সঞ্চরদ্দৃক-চকোরীং
কলিত-পুরুতৃষন্তীং দর্শয়ন্ত্যো জগুস্তাঃ ।। ঐ ৩। ২৯

অনন্তর নিজের রসধারার কন্দ অর্থাৎ রস আস্বাদনের মূল উৎস স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর মধুর হাস্যযুক্ত প্রফুল্লিত মুখচন্দ্রকে অর্থাৎ মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না দর্শন করিবার জন্য বা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত নয়নচকোরীকে যিনি দিকে দিকে সঞ্চারিত করিতেছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করাইতে করাইতে সেই সখীগণ গান করিয়াছিলেন—

সখি হে গোকুলরাজকুমারং রাধিকয়া সহ-
কলয় মনোজ-রসাধিকায়া সুকুমারম্ ।।ধ্রু।।

হে সখি ! অতিশয় কন্দর্পরসযুক্তা রাধিকার সহিত সুকুমার বা মার অর্থাৎ কন্দর্প যাহার তুলনায় অত্যন্ত কুৎসিত অর্থাৎ যিনি কোটি কন্দর্প লাবণ্যযুক্ত, সেই গোকুলরাজকুমার শ্রীনন্দনন্দনকে দর্শন কর।

নবপরিমল-মল্লীদামধম্মিল্লভারাং
কুচকলস-বিরাজৎকঞ্চুলীতারহারাম্।
দিশি দিশি রসধারামাকিরন্তীমপারাং
মধুরতর-বিহারাং পশ্য রাধামুদারাম্ ।।ঐ ৩।৩০

হে সখি ! অভিনব সৌরভযুক্ত মল্লিকা মালায় যাঁহার কবরী শোভিত, যাঁহার উন্নত বক্ষোজ যুগলের উপর কঞ্চুলিকা ও পরম উজ্জ্বল মণিময় হার শোভা পাইতেছে, দশদিকে অপার অসীম রস-প্রবাহ বিস্তারকারিণী মধুর হইতেও সুমধুরতম বিলাসপরায়ণা মনোমোহিনী সেই শ্রীরাধিকাকে দর্শন কর ।

বালে ! বিলোকয় কিশোরমনঙ্গলীলা-
খেলায়মান-মদশোণবিলোচনাব্জম্ ।
সর্ব্বাঙ্গমুল্লসিতমুৎপুলকং দধানং
রাধাঙ্গ-সঙ্গ-রসরঙ্গতরঙ্গলোলম্ ।।ঐ ৩। ৩১

হে মুগ্ধে ! অনঙ্গলীলারঙ্গরসে ঘূর্ণায়মান, মদভরে আরক্তিম নয়নকমল বিশিষ্ট রসভরে উৎফুল্ল ও পুলকান্বিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গশালী শ্রীরাধার মঙ্গল শ্রীঅঙ্গাদির সঙ্গরূপ রসতরঙ্গাঘাতে পরম চঞ্চল ব্রজনবকিশোরকে অবলোকন কর ।

উৎপ্রেক্ষা—

অয়ে কোহয়ং চন্দ্রঃ স কথমিহ বা শ্যামলতর-
স্তমালোহয়ং নাসৌ বদতি ললিতং বা ন চলতি ।
নবাম্ভোদঃ কস্মাদ্ ভবতু রসদঃ শারদ-নিশা-
পতির্বা মুগ্ধাভূন্মধুপতিমুদীক্ষ্য ব্রজবধূঃ ।। ঐ৩।৩৩।

সেই পূর্ব্বোক্তা নবব্রজবালা ব্রজনবমধুকর শ্যামসুন্দরের দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—ঐ যে, দেখা যাইতেছে ওকে? চন্দ্র কি ? না না— চন্দ্র হইলে বৃন্দাবন ভূমিতে কেন বিচরণ

করিবেন ? তবে কি নিবিড় শ্যামবর্ণ তমাল ? না না তমাল ত মনোহর বলেও না অথবা ইতস্ততঃ চলেও না, তবে কি এ নব জলধর ? তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব হয় ? মেঘ ত সর্ব্বদা বারিবর্ষণকারী; তবে এ শারদীয় অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র কি ?

অনঙ্গস্য প্রণ্যঃ কিমু হৃদয়মেতন্মধুপতে-
র্মহালাবণ্যানামপি পরমবীজং বিজয়তে ।
রসশ্রীর্বা সাক্ষান্মধুরমধুর-প্রেম-বিভবে-
*ত্যতর্ক্যাং শ্রীরাধাং কমলনয়নাং তর্কয়তি সা ।।*ঐ ৩।৩৪।

বাক্য ও মনের অগোচর, পঙ্কজনয়না শ্রীরাধাকে দর্শন করত তিনি পুনরায় বিচার করিতেছেন—

ইনি কি মন্মথ চক্রবর্ত্তীর প্রাণস্বরূপা ? কিম্বা মধুসূদনের হৃদয়সর্ব্বস্ব? অথবা মহালাবণ্য— সমূহের বীজস্বরূপা? কিম্বা মূর্ত্তিমতী-রসলক্ষ্মী? অথবা পরম মধুর উজ্জ্বল প্রেমসম্পত্তি শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।

দ্বিধাভূতমিব প্রাণসাররত্নং বহিঃ স্থিতম্ ।
কিশোর-মিথুনং দৃষ্ট্বা সা মগ্না প্রেমসাগরে ।।

ঐ ৩। ৩৫

নিজ প্রাণের সাররত্ন দ্বিধাভূত হইয়া অর্থাৎ দুই দেহ ধারণ করিয়া যেন বাহিরে অবস্থান করিতেছেন । এইভাবে নবকিশোর-যুগলকে দর্শন করিয়া সেই নবসখী (মঞ্জরী,) একেবারে প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন ।

মহাপ্রীতিরসানন্দ-গলদ্‌বাষ্প-বিলোচনা ।
গিরা গদ্‌গদয়া প্রাহ বন্দ্যমানা নিজেশ্বরীম্ ।। ঐ ৩। ৩৬

ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হওতঃ মহাপ্রেমরসানন্দে গলদশ্রুনয়না সেই নবসখী নিজ ঈশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিয়া প্রেম গদ্‌গদ বাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন ।—

শিক্ষয় মামনুপম নিজকল্পিত-সঙ্গীতক-বহুভঙ্গীম্ ।
হরিমুপগায়য় যথা ভবতীমহমীক্ষে ঘনপুলকাঙ্গীম্ ।।
বন্দে ভবতীমতুলরসরাশিং
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ-বিলাসিনি !
কুরু মাং নিজপদদাসীম্ ।ধ্রু।।

হে কৃষ্ণ-প্রাণপ্রিয়তমে রাধে ! অতি অতুলনীয় রসসাগররূপ আপনাকে বন্দনা করি । হে বৃন্দাবন-নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারিণি ! আমাকে আপনার নিজচরণের দাসী করুন । নিজ বিরচিত এবং অন্তরের ভাবযুক্ত অতি উত্তম সঙ্গীতের বহুবিধ ভঙ্গী আমাকে কৃপা করিয়া শিক্ষা দিন ।

(নিজ গুরুরূপা সখী ও রাধাসখীগণের আদেশক্রমে-- শ্রীরাধাদাস্য অঙ্গীকার হইয়াছে বলিয়া এস্থলে স্বাতন্ত্র্য দোষ নাই)।

অতিরসমদবৃন্দারণ্যচন্দ্রেণ শশ্বৎ
পুলকিতভুজদণ্ডেনাঙ্কমারোপ্যমাণে ।
অয়ি নবসুকুমারস্ফারলাবণ্যমূর্ত্তে !
রসময়ি ময়ি রাধে স্নিগ্ধদৃষ্টিং বিধেহি ।। ঐ ৩।৩৭

হে রাধে ! মধুর-বিলাস-মদোন্মত্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পুলক-পরিব্যাপ্ত ভুজদণ্ডের দ্বারা যখন আপনাকে পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে ধারণ করিবেন অর্থাৎ দৃঢ় আলিঙ্গন করিবেন, নব যুবরাজের প্রচুরতর লাবণ্যচ্ছটায় অতি উজ্জ্বল আপনার মূর্ত্তিখানি আরও পরমোজ্জ্বল হইবে, হে তথাভূত পরমরসময়ি ! সেই সময়ে আমার প্রতি একটু স্নেহবিগলিত দৃষ্টিপাত করুন অর্থাৎ তাৎকালীন সেবাসুখ-সংপ্রদানে আমাকে চরিতার্থ করুন।

অথ সহজবিবৃদ্ধস্নেহবাষ্পাকুলাক্ষ্যা
ললিতললিতমূর্ত্ত্যা রাধয়ালিঙ্গিতাঙ্গী ।
নিজরমণপদাব্জং বন্দয়ন্তী তয়ৈব
প্রণয়কল-পদং সা প্রাহ গোবিন্দচন্দ্রম্ ।। ঐ ৩।৩৮

অনন্তর নবদাসী দর্শনে যাঁহার স্নেহ সহজেই অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেই স্নেহজনিত অশ্রুজলে যাঁহার চক্ষু আকুল বা ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই ললিত-ললিত মূর্ত্তিধারিণী রাধারাণীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া যিনি তাঁহার নিজ রমণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন, সেই নবদাসী গোবিন্দচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—

বৃন্দারণ্যপুরন্দর-সুন্দর-কুন্দকলি-দ্বিজবৃন্দ ।
মন্দ-হসিতভুবনৈক-মনোহরবদনবিকসদরবিন্দ ।।
মাধব রসময় পরমানন্দ ।
নিজ-দয়িতা-পদদাস্যরসে মামভিষেচয় সুখকন্দ ।।ধ্রু ।।

হে মাধব ! হে রসময় পরমানন্দ ! হে বৃন্দারণ্য-পুরন্দর ! তোমার দন্তসমূহ কুন্দ কলিকার ন্যায় সুন্দর ; তোমার মন্দহাস্যযুক্ত বদন বিকসিত কমল সদৃশ প্রফুল্লিত ও ভুবনের একমাত্র মনোমুগ্ধকর। হে আনন্দের মূল স্বরূপ ! তোমার নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধার চরণকমলের দাস্যরসে আমাকে অভিষিক্ত কর ।

জয় জয় সুখধাম শ্যাম কৈশোরলীলা-
মধুরমধুরভঙ্গী-হ্রেপিতানন্তকামঃ ।
শরদমৃতময়ূখজ্যোতিরানন্দরশ্মি-
স্মিতমুখ মম দেহি স্বপ্রিয়াঙ্ঘ্র্যব্জদাস্যম্ ।। ঐ ৩। ৩৯

হে পরম সুখময় শ্যামসুন্দর ! আপনার জয় হউক, জয় হউক! আপনার মধুর হইতেও সুমধুর নবকৈশোর লীলা-বিলাস-ভঙ্গি-দ্বারা কোটি কোটি কাম পরাজিত হইয়া থাকে ।

হে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রকান্তি হইতেও উজ্জ্বল-লাবণ্যশালিন্ ! হে স্মিতমুখ ! আমাকে নিজ প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার চরণকমলের দাস্য প্রদান করুন ।

মহারসৈকাম্বুধি রাধিকায়াঃ
ক্রীড়াকুরঙ্গ ! স্মরবিহ্বলাঙ্গ ।
আনন্দমূর্ত্তে নিজবল্লভায়াঃ
পদারবিন্দে কুরু কিঙ্করীং মাম্ ।। ঐ ৩। ৪০

হে মহাসম্ভোগ-রসরত্নাকর-স্বরূপা শ্রীরাধার ক্রীড়াকুরঙ্গ ! হে কামবিবশাঙ্গ ! হে পরমানন্দবিগ্রহ ! আমাকে আপনার প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার চরণকমলের দাসী করুন ।

নিত্যলীলায় প্রবেশ—

অথ শ্রীগোবিন্দে বিকসদরবিন্দেক্ষণলসৎ-
কৃপাদৃষ্ট্যা পূর্ণ-প্রণয়রস-বৃষ্ট্যা স্নপয়তি ।
স্থিতা নিত্যং পার্শ্বে বিবিধ-পরিচর্য্যৈক-চতুরা
ন কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যং রসিকমিথুনং সা শ্রিতবতী ।। ঐ ৩।৪১

অনন্তর শ্রীগোবিন্দ প্রফুল্ল-কমল-নয়নের কৃপামৃত দৃষ্টি হইতে পূর্ণ প্রণয়রূপ রসবর্ষা দ্বারা সেই নবসখীকে অভিষিক্ত করিলেন। তখন যুগলকিশোরের কৃপায় নানাবিধ সেবায় সুচতুরা অর্থাৎ পরম নিপুণা, নিরন্তর উহাদের পার্শ্বে থাকিয়া রসান্তর-নিষ্ঠ কৃষ্ণপরিকরদিগেরও অগোচরীভূত পরম-রহস্য-লীলাবিলাস-পরায়ণ সেই রসিক যুগলকে আশ্রয় করিলেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যুগলকিশোরের আশ্রিতা হইয়া উহাদের রহস্য সেবাদি করিতে লাগিলেন ।

অথ তুষ্টি (বিচ্ছেদের পর মিলন)

মধ্যাহ্ন লীলা ।

শ্রীরাধাকুণ্ডে মিলন প্রসঙ্গে—

অথাগতা সা তুলসী সভাং তাং, গুঞ্জাবলীং গন্ধফলী - যুগঞ্চ ।
নিবেদয়ন্তী ললিতা করাব্জে, বৃত্তং সমস্তং মুদিতা শশংস ।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৮। ৯)।

শ্রীরাধা যখন এই প্রকার উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে লালসা প্রকাশ করিতেছেন —এমন সময়ে তুলসী সেই সভায় আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদত্ত গুঞ্জামালা ও চম্পককলিকা দুইটি ললিতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন—

শ্রবসোরবতংসকদ্বয়ীং, হৃদি গুঞ্জাস্রজমপ্যমূং শুভাম্ ।
হরি-সঙ্গ-সমৃদ্ধসৌরভাং, প্রিয়সখ্যা ললিতা মুদা দধে ।।

(ঐ ৮।১০)

অনন্তর শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূলরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হেতু সমৃদ্ধ সৌরভ সম্পন্ন সেই চম্পক কলিকাদ্বয়ী ও গুঞ্জাবলী শ্রীরাধার কর্ণযুগলে ও হৃদয়ে আনন্দ সহকারে পরিধান করাইয়া দিলেন ।

তৎস্পর্শতঃ ফুল্ল-সরোজ-নেত্রা, কৃষ্ণাঙ্গসংস্পর্শমিবানুভূয় ।
কম্পাকুলা কন্টকিতাঙ্গ-যষ্টি-রুৎকাপি গন্তুং স্থগিতা তদাসীৎ ।।

(ঐ ৮।১১)

তখন প্রফুল্ল-সরোজ-নেত্রা শ্রীরাধা সেই গুঞ্জাহার ও চম্পককোরকদ্বয়স্পর্শমাত্র শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ সুখের ন্যায় সুখানুভব করত কম্প ও পুলকযুক্ত কলেবরে গমন করিতে উৎকণ্ঠিতা হইলেও স্থগিতা হইলেন।

গোষ্ঠলীলা প্রসঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে বর্ণিত—

বৃত্তমাখ্যদখিলং সমেত্য সা রাধিকামথ তয়া বরস্রজঃ।
শ্লেষেণাপ্তরমণাঙ্গসৌরভৈঃ স্বীয়জীবিতমকারি জীবিতম্ ।।

(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ৮।২৬)।

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। আহা! বস্তুশক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! সেই মালা

স্পর্শমাত্র তাহাতে প্রিয়তমের অঙ্গ সৌরভ পাইয়া— শ্রীরাধা নিজ মৃতপ্রায় জীবনকে যেন জীবন বিশিষ্ট করিলেন।

ঐ সায়ন্তনী লীলা—

তদ্বিশ্লেষজ্বরশমলবেহপ্যক্ষমা যর্হ্যভুবন্
গান্ধর্ব্বায়া বিসকিশলয়োশীর-চন্দ্রাম্বুজাদ্যাঃ!
কাপ্যাগত্য ব্যধিত ললিতাদেশতস্তর্হি তস্যা-
স্তদ্বৃত্তান্তামৃতরসপৃষৎসেচনং কর্ণরন্ধ্রে ।। ঐ ১৭।৭

এদিকে তাপনাশার্থ শ্রীঅঙ্গে দত্ত বিস-কিশলয়, উশীর, কর্পূর, চন্দন, কমলাদিও যখন শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বর সন্তাপের লেশমাত্রও প্রশমিত করিতে সমর্থ হইল না, সেই সময়ে নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ললিতার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরাধার কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত রূপ অমৃতবিন্দু সেচন করিলেন ।

সংজ্ঞাং লব্ধ্বা হরিণনয়না সম্ভ্রমাদুত্থিতোচে
তপ্তাশ্রান্তং শ্রবণ-মরুভূরালি ! ধন্যা মমাভূৎ ।
অস্যাং স্বপ্নেহন্বভবমধুনাপূর্ব্বপীযূষবৃষ্টিং
ধিন্বন্ত্যেষা তদিহ সখি ! মাং শীতলীবোভবীতি ।। ঐ ১৭।৮

মৃগনয়না শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া কহিলেন— হে সখি ! আমার নিরন্তর উত্তপ্ত শ্রবণ-মরুভূমি আজ ধন্য হইল— আমি সম্প্রতি স্বপ্নে এই শ্রবণ-মরুভূমিতে এক অপূর্ব্ব পীযূষ বৃষ্টি অনুভব করিলাম। বলিব কি সখি ! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া নিজেও অতিশয় শীতল হইল।

আয়াতেয়ং সুমুখি ! তুলসীমঞ্জরী গোষ্ঠরাজ্ঞ্যা
গেহাৎ সখ্যুস্তব যদবদদ্বৃত্তমস্মাদজাগঃ ।
ইত্যুক্তাল্যা বদ পুনরপি ত্বম্বুজাক্ষ্যাদিদেশ
প্রেয়ঃসায়ন্তনগুণকথাং প্রাহ মধ্যেসভং সা ।। ঐ ১৭।৯

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন— "সুমুখি ! ইহা স্বপ্ন নহে— এই তুলসীমঞ্জরী সম্প্রতি ব্রজরাজমহিষীর গৃহ হইতে আসিয়া তোমার প্রাণসখা ব্রজেন্দ্রনন্দনের বৃত্তান্ত তোমার কর্ণে ধীরে ধীরে শুনাইয়াছে, তাহাতেই তোমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে।"

প্রিয়সখী ললিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না শ্রীরাধা সাগ্রহে তুলসীমঞ্জরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "সখি ! পুনরায় তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর— প্রাণ শীতল হউক ।।" শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া তুলসী তখন সেই সখীসভা মধ্যে প্রিয়তমের সায়ন্তন গুণকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ।। (শ্রীচৈঃ চঃ)।

অথ স্থিতি–

মুকুন্দের সহিত একত্র বাস ।
মন্ত্রময়ী ও স্বারসিকী লীলাভেদে স্থিতি দ্বিবিধ ।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"তত্র নানালীলাপ্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব। একৈকলীলাত্মতয়া-মন্ত্রোপাসনাময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবহ্রদশ্রেণিরিবা জ্ঞেয়া। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৫৩ অনুঃ)।

উভয়বিধ লীলামধ্যে লীলাপ্রবাহরূপা বলিয়া স্বারসিকী গঙ্গাসদৃশী। আর এক একটি লীলা-বিশিষ্ট বলিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী গঙ্গা-প্রবাহ -সম্ভূতা হ্রদশ্রেণীর মত বুঝিতে হইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস্তব্য শ্রীশ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন — মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ স্বারসিকী স্রোতবৎ। কালিন্দীর হ্রদ হয়–হ্রদের কালিন্দী নয়। তেমনি স্বারসিকীর অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রময়ী হয়। তথাপি দুই প্রকাশ নিত্য হয়। (শ্রীসাধনদীপিকা পরিশিষ্টম্)।

অথ স্বারসিকী প্রবাহবৎ
অষ্টকালীয়লীলা ।

কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চলীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ।।
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১ম সর্গ)

নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ, গোদোহন ও ভোজন, প্রাতঃকালে সখাগণের সহিত ক্রীড়া, পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ, মধ্যাহ্নে বিপিনে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলন, অপরাহ্নে গোষ্ঠে গমন, (নিজভবনে প্রত্যাগমন), সায়াহ্নে সখাগণের সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়া, প্রদোষে ভোজন ও সুহৃদ্‌বর্গের সন্তোষবিধান, নিশাতে পুনর্ব্বার বিপিনে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলন –এই সকল লীলা যিনি করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অথ মন্ত্রময়ী হ্রদবৎ যোগপীঠলীলা ।

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃশ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

পরমমনোহর শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুমূলে রত্নমন্দিরে মধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত এবং প্রিয় সখীমঞ্জরীগণদ্বারা পরিসেবিত শ্রীমতি রাধিকা ও শ্রীল গোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করিতেছি।

শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামিকৃতবৃহদ্ধ্যানে — *দশশ্লোকীভাষ্য ৭৪ পৃঃ।*

কোণেনাক্ষ্ণং পৃথুরুচি মিথোঃ হারিণা লিহ্যমানা–
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢৌ ভুজেন ।

গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ,
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি ।। (স্তবমালা)

যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক মনোহরণকারী পরস্পর পরস্পরের রূপ প্রচুর রুচিসহকারে আস্বাদিত হইতেছেন, পরস্পরে বহু পুলকযুক্ত একটি হস্ত দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গিত হইতেছেন এবং যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে নীলবসন ও পীতবসন শোভা পাইতেছে ও যাঁহারা পরস্পর কন্দর্প বিলাস বিষয়ে উদ্দামতৃষ্ণাযুক্ত, ঈদৃশ গৌরবর্ণা ও নবনীরদকান্তি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। (ক)

ভৃঙ্গান্ সুহৃদ্বদনগন্ধভরেণ লোলান্
লীলাম্বুজেন মৃদুলেন নিবারয়ন্ত্যা ।
উদ্বীক্ষ্যমণিমুখচন্দ্রমসৌ রসৌঘ–
বিস্তারিণা ললিতয়া নয়নাঞ্চলেন।।

প্রিয়তম-যুগলের বদনের মহাগন্ধে চঞ্চল অলিমালাকে যিনি মৃদুল লীলাকমলে নিবারণ করিতেছেন --সেই ললিতাকে রসরাশিবিস্তারী নয়নপ্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহাদের মুখচন্দ্রমা উদ্গ্রীব হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। (খ)

চামরাভনবমঞ্জুমঞ্জুরী-ভ্রাজমানকরয়া বিশাখয়া।
চিত্রয়া চ কিল দক্ষবাময়ো-বীর্জ্যমানবপুষৌ বিলাসতঃ।।

বিশাখা ও চিত্রা চামরতুল্য নবমঞ্জুল লতা হস্তে ধারণ করিয়া বাম ও দক্ষিণ দিকে থাকিয়া বিলাসান্তে যুগলকে বিলাস ভরে বীজন করিতেছেন। (গ)

নাগবল্লিদলবদ্ধবীটিকা-সম্পূটস্ফুরিতপাণিপদ্ময়া।
চম্পকাদিলতয়া সকম্পয়া, দৃষ্ট-পৃষ্ট-তটরূপসম্পদৌ।।

তাম্বূলবীটিকা— সম্পূট করকমলে ধারণ করিয়া চম্পক-লতা কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশের রূপসম্পত্তি দর্শন করিতেছেন। (ঘ)

রম্যেন্দুলেখা-কলগীতমিশ্রিতৈ-র্বংশীবিলাসানুগুণৈর্গুণজ্ঞয়া।
বীণানিনাদ-প্রসরৈঃ পুরস্থয়া, প্রারব্ধরঙ্গৌ কিল তুঙ্গবিদ্যয়া।।

ইন্দুলেখার রমণীয় কল-গানের সহিত বংশীধ্বনির অনুরূপ বীণা-বাদ্যের ঝঙ্কারে সম্মুখবর্ত্তিনী গুণজ্ঞা তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাদের কৌতুক বিবৃদ্ধি করিতেছেন। (ঙ)

তরঙ্গদঙ্গ্যা কিল রঙ্গদেব্যা, সব্যে সুদেব্যা চ শনৈরসব্যে ।
শ্লক্ষ্ণাভিমর্শেন-বিমৃজ্যমান-স্বেদাশ্রুধারৌ সিচয়াঞ্চলেন ।।

বামপার্শ্বে কম্পিতদেহা রঙ্গদেবী ও দক্ষিণ পার্শ্বে সুদেবী অবস্থান পূর্ব্বক অতি ধীরে মৃদু স্পর্শনে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহাদের স্বেদাশ্রুধারা মার্জ্জনা করিতেছেন। (চ)

মহাজনী পদ–

(১)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্যচিন্তামণিধাম, রতনমন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে, রাজহংস কেলি করে, তাহে শোভে কনককমল।।
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত, অষ্টসখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসিয়াছেন দুইজনে, শ্যামসঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।।
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি, হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে ।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে।।

(২)

জয় শ্রীব্রজমণ্ডল, নিখিল-জন-মঙ্গল, কৃষ্ণলীলারসের আধার।
যাঁহা নিত্যরাসস্থলে, অষ্টদিকে অষ্টদলে, প্রধানাষ্ট সখী শ্রীরাধার ।।
মধ্যে মণিপীঠপরে, যন্ত্রিতরবি শশধরে, মনসিজ বীজ রত্নাসন।
তথি পুষ্পাসন মাঝে, শোভন নটনসাজে, বিরাজে রাধামদনমোহন।।
সহচরী দুই পাশে, রহে ইঙ্গিতের আশে, কেহ দোঁহে চামর ঢুলায় ।
হেরি দুহুঁ লাবণি, দুহুঁ সম্ভাষণ শুনি, সখী আঁখি শ্রবণ জুড়ায়।।

গাঁথিয়া মালতী মালে, কেহ দেই দুহুঁ গলে, সেবন করত বহু রঙ্গে।
দাস স্বরূপে কবে, দাসী করি রাখিবে, সেবাপরা সখীগণ সঙ্গে ।।

*　　　　　　*　　　　　　*

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ।
প্রত্যাশং সুমনঃ ফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িশ্রিয়া।
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ।।

(প্রীতিসন্দর্ভ)

শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে মধুর প্রকাশমান শ্রীরাধামাধবের উল্লাস-কল্পদ্রুমকে পুষ্পফলোদয়ের আশায় সখী মঞ্জরীগণ পরিপালন করিতেছেন, বৃদ্ধি করিতেছেন, আনন্দে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং আমোদের সহিত আস্বাদন করিতেছেন; তাহা সর্ব্বাতিশায়ী সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুন।

তাদৃশভাবং ভাবং প্রার্থয়িতুমিহ যোহবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ ।। (ঐ)

তাদৃশ ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য যে অবতার আগমন করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি নিজকান্তা শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঞ্ছাত্রয় পূর্ত্তির পর প্রেমোৎকট্য বশতঃ মঞ্জরীভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বৈচিত্রী আস্বাদনে চরম তৃপ্তিলাভ করিয়া তাহাই আপামর জগৎজীবের জন্য বিতরণ করিয়াছেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়—সেই চৈতন্যবিগ্রহ কৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক।

"আলিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিভাবাদি রসসামগ্রীর সম্বলন—

১। স্থায়িভাব—তদ্‌ভাবেচ্ছাত্মিকা, অনুমোদনময়ী কান্তাপ্রেম।

২। বিভাব {
বিষয়ালম্বন—শ্রীশ্রীরাধামাধব।
আশ্রয়ালম্বন—সখী মঞ্জরীগণ।
উদ্দীপন—বৃন্দাবনভূমি।

৩। অনুভাব— অনয়োঃ উল্লাসকল্পদ্রুমপরিপালিতঃ ইতি প্রোৎসাহন অর্থ দর্শন, উভয়ের গুণ, অনুরাগ, সৌন্দর্য্যাদি কথন।

৪। সাত্ত্বিক— সানন্দং সামোদমিতি পদদ্বারা– হর্ষজাত পুলকাশ্রু, বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব ব্যঞ্জিত।

৫। সঞ্চারী— আমরা প্রতিদিন উভয়ের উল্লাস দর্শন ও আস্বাদন করিব– এই প্রকার রতি সূচিত হওয়ায় মতি নামক এবং হর্ষ, গর্ব্ব, আবেগ প্রভৃতি সঞ্চারিভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে।

২৬। সখী মঞ্জরীভাবের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণ-কমলয়োঃ কেশ-শেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১ম)।

শ্রীমতি রাধিকার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের প্রেমসেবা ব্রহ্মা শিব শেষাদি ও লক্ষ্মীদেবীরও অগম্যা। উহা কেবল ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্তগণ প্রগাঢ় লৌল্য (লালসা) দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।

কেশশেষাদ্যগম্যেতি—কো ব্রহ্মা, ঈশ শিবঃ শেষশ্চ আদি-শব্দাল্লক্ষ্মীপ্রভৃতয়ঃ তৈরগম্যা অপ্রাপ্যা। (ভাঃ ১০।১৬।৩৬) "যদ্‌বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।" তথা (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭) 'নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ' ইত্যাদি শ্রীভাগবতবচনাদ্ রাধাবন্ধোঃ

প্রেমসেবা লক্ষ্ম্যা অপ্যাগম্যেতি। অতো যদা ব্রহ্মাদিপূজ্যায়াস্তস্যা এবাগম্যা তদা কিমুত বক্তব্যং ব্রহ্মাদীনামগম্যেতি কৈমুতিকন্যায়েন তেষামপি তদগম্যতা লভ্যতে। (দশশ্লোকীভাষ্য ৭৬ পৃঃ)।

কেশশেষাদ্যগম্যা— 'ক' শব্দে ব্রহ্মা, ঈশ— শিব, শেষ এবং লক্ষ্মীপ্রভৃতিরও অপ্রাপ্য সেই প্রেমসেবা। লক্ষ্মীর দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে— শ্রীভাগবত (১০।১৬।৩৬) বলিতেছেন 'তোমার চরণরেণু স্পর্শ লাভ বাঞ্ছায় তোমার ললনা (কান্তা) লক্ষ্মী সব কামনা পরিত্যাগ করত নিয়মাবদ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

তথা (১০।৪৭।৬৭) ইত্যাদি। এই সকল শ্রীভাগবত বচন দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর প্রেমসেবা লক্ষ্মীরও দুর্ল্লভ, অতএব ব্রহ্মাদির পূজ্যা লক্ষ্মীও যাহা পান নাই তাহা ব্রহ্মাদি সকলেরই যে মহাদুর্ল্লভ–ইহাই সংসূচিত হইল।

ব্রহ্মাদীনান্তু গোপীচরণরজঃপ্রাপ্তিরপি দুর্লভেতিশ্রূয়তে। তথাহি বৃহদ্বামনে ভৃগ্বাদীন্ প্রতি ব্রহ্মণো বাক্যং—"ষষ্ঠিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা। নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে। তথাপি ন ময়া লব্ধা স্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ" ইতি। অন্যেষাং তর্হি কথং বা লভেত্যপেক্ষায়ামাহ–ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যেতি। (ঐ দশশ্লোকীভাষ্য)।

ব্রহ্মাদির ত গোপীচরণরজঃপ্রাপ্তিও দুর্ল্লভ বলিয়াই জানা যায়। শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে ভৃগু প্রভৃতিকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—প্রাচীনকালে আমি নন্দগোপ ব্রজস্ত্রীগণের পদরেণু প্রাপ্তির আশায় ৬০ হাজার বৎসর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি আমি ঐ রেণু প্রাপ্ত হই নাই। তবে অন্য ব্যক্তি কিরূপে সেই প্রেমসেবা পাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা' অর্থাৎ ব্রজচরিতপরায়ণ

(গোপীদের ভাবমাধুর্য্য-পরিপাটী শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ) ব্যক্তিগণ প্রগাঢ় লোলতামূল্যেই অর্থাৎ গোপীদের ভাবমাধুর্য্যে লোভ বিশেষদ্বারাতেই তাহা লাভ করিতে পারেন।

এই বিষয়ে নিত্যবৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনিষদ্গণের প্রার্থনাই প্রমাণ। যথা—'কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বে বর্ণিত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চিত্র পরিচয়

শ্রীরাধাকুণ্ড ও যমুনা তটে কেলিকদম্ববনে ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীর কলকূজিত নিনাদে আকৃষ্টা কবলিতা ব্রজসুন্দরীগণ। "ব্রজবধূ আসি আসি, বিনামূলে হয় দাসী" "ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতি কোল হৈতে টানি আনে।" (শ্রীচৈঃ চঃ)

মধ্যস্থলে গোপীমণ্ডল মণ্ডিত শ্রীশ্রীযুগলকিশোর (শিখিপিঞ্ছ ও মুকুট) পরিশোভিত। দুই পার্শ্বে ফল পুষ্পে অবনত কদম্ব তরুর ডালে উপবিষ্ট ময়ূর ময়ূরী ও শুক শারী যুগল মাধুরী আস্বাদন রসে নিমগ্না।

জলমধ্যে রাজহংস হংসী ক্রীড়ারত। আসক্তির সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মমধু পানে মত্ত গুঞ্জনশীল ভ্রমর কুল। শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক। স্মরণ করুন—

বাহু প্রসারণ, দৃঢ় আলিঙ্গন, করাকরি আলভন ।
অলকা লালন, নিবীর স্খলন, ঊরুযুগ সংস্পর্শন ।।
চোলী উদ্‌ঘাটন, উরোজ স্পর্শন, নখাগ্রে পাতন তায় ।
নানা পরিহাস, কটাক্ষ বিলাস, হসিত অর্পিতকায় ।।
এনব বিলাস, মহাভাবোল্লাস, রসিক ভাবুকগণ ।
হৃদয়ে ধরিয়া, যতন করিয়া, সদা কর আস্বাদন।।
এনবরতন, কণ্ঠ আভরণ, করিকর সংকীর্ত্তন।
হারাবে যখন, সংসার স্বপন, ত্যজি পাবে সেইধন।।
(শ্রীভাগবত রাসলীলা ১০।২৯।৪৬ শ্লোকার্থ)।

মঞ্জরীগণের সেবা—

রতিরঙ্গে শ্রমযুত, নাগরী নাগর, মুখভরি তাম্বূল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদকর্পূর, মিলি তহিঁ গাত লাগায় ।।
অপরূপ প্রিয় সখী প্রেম ।
নিজ প্রাণ কোটি দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম ।।
মনোরম মাল্য, দুহুঁ গলে অর্পই, বীজই শীত মৃদু বাত ।
সুগন্ধ সুশীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোয়ত দুহুঁ সাঁত ।।
দুহুঁক চরণ পুনঃ মৃদুসম্বাহন করি শ্রম করলহি দূর ।
ইঙ্গিতে শয়ন, করল সখীগণ, সকল মনোরথ পূর ।।
কুসুম শেজে দুহুঁ নিদ্রিত হেরই, সেবন পরাগণ সুখ ।
রাধামোহন, দাস কিয়ে হেরব, মেটব ভব ভয় দুঃখ ।।

শয়ন শোভারস আস্বাদন

কুসুম শেজোপরি কিশোরী কিশোর ।
ঘুমাওল দুহুজন হিয়া হিয়া জোর ।।

অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ ।
ঊরু ঊরু চরণে চরণ এক ছন্দ।।
কুন্দ কণয়া জড়িত নীলমণি ।
নব মেঘে জোড়াওল যেন সৌদামিনী ।।
চাঁদে চাঁদে কমল কমলে এক মেলি ।
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঁই করে কেলি ।।
শিখি কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক ।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ।।
অরুণ তিমির এক কেহ নাহি ভাগ ।
কাম কামিনী এক ঠাঁই নাহি জাগ ।।
কলহ কয়ল বহু রসনা বসনা ।
বিহি মিলাওল দুহু হইল মগনা ।।
সূর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল ।
জ্ঞান দাস কহে দোঁহার অদভূত কেল।।(মহাজন পদাবলী)

উপসংহারে—

২৭। মঞ্জরীভাব লিপ্সু সাধকগণের জ্ঞাতব্য বিষয় ।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ প্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন "বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোক-শোভারূপা যা অনন্তা মূর্ত্তয়ঃ তত্র বর্ত্তন্তে তাসামেকয়া সহ মুক্তস্যৈ-কস্যমূর্ত্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যেষামিত্যুক্তম্।"

বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠ–ভগবান্, তাঁহার জ্যোতির অংশভূতা–বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা যে অনন্ত-মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সহিত শ্রীভগবান্ এক মুক্ত পুরুষের মূর্ত্তি করেন।

শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী অনন্ত-মূর্ত্তি চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। এ সকল মূর্ত্তি শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূত অর্থাৎ অনন্তমূর্ত্তির এক একটি তাঁহার জ্যোতির এক এক অংশ, সুতরাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় অপ্রাকৃত চিন্ময়। এই অনন্ত-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপে বিরাজ করিতেছেন। এই সকল মূর্ত্তি পার্ষদ দেহ। যখন কোন জীব উৎক্রান্ত (অন্তিমা) মুক্তি লাভ করেন, তখন ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজ রুচি অনুরূপ ঐ সকল মূর্ত্তির একটি তিনি প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই পার্ষদদেহ প্রাপ্তি। এই সমুদয় পার্ষদদেহ নিত্য; যেহেতু মুক্ত জীবের সহিত যোগের পূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে তাহা আছে , পরেও অনন্ত কাল থাকিবে; তবে জীবের সহিত সংযোগের পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে জানিতে হইবে।

অনন্ত জীব প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের দাস। প্রত্যেকেরই শ্রীভগবৎসেবোপযোগী দেহ শ্রীভগবদ্ধামে আছে। ভক্তিপ্রসাদে ভগবৎ সেবার যোগ্যতা লাভ করিলে ভগবৎ কৃপায় সেই দেহ-প্রাপ্তি ঘটে ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীগুরুচরণ হইতে যে শ্রীগুরু-সিদ্ধ প্রণালী পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ দেহের পরিচয় আছে। কেহ যেন উহাকে কল্পিত মনে না করেন, উহা নিত্য, সত্য । শ্রীভগবল্লোকস্থিত উক্ত অনন্ত মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীভগবান্ যাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে অঙ্গীকার করিবেন, শ্রীগুরুদেব ধ্যান প্রভাবে তাহা অবগত হইয়া সেই মূর্ত্তিই তাঁহার সিদ্ধ দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই দেহাভিমানে শ্রীভগবল্লীলা স্মরণ ও শ্রীগুরু কৃপা নির্দ্দিষ্ট (শ্রীভগবানের) মানস সেবা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক দেহাবেশ ক্রমশঃ ঘুচিয়া সেই দেহাবেশ ঘটে ।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার।।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।। (গীতা ৮।৬)

প্রেমাবস্থায় শ্রীগুরুদত্ত সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি ঘটে, প্রেমপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধককে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিতে হয়। উঃ নিঃ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ ৩১শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

যে ইদানীন্তনা রাগানুগীয়সাধনবন্তো নিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যাদি-কক্ষারূঢ়তয়া কস্মিংশ্চিজ্জন্মনি যদি জাতপ্রেমাণঃ স্যুস্তে তর্হি ভগবৎসাক্ষাৎসেবোপযোগ্যাস্তদ্দেহানুক্ষণ এবং ...... তৎ পরিকরপদবীং প্রাপ্স্যন্তি .... ।

অর্থ— ইদানীন্তন যে রাগানুগীয় সাধকগণ নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্ত্যাদি কক্ষায় আরূঢ় হইয়াছেন, এই কারণে ইঁহারা যদি কোন জন্মে প্রেম প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই জন্মেই তাঁহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবাযোগ্য হন বুঝিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের দেহান্ত সময়েই ভগবৎপরিকর পদবী (সেবোপযোগী পার্ষদদেহ) লাভ করিবেন। *

---

* টিপ্পনী—শ্রীদীক্ষাগুরুচরণ হইতে প্রাপ্ত শ্রীগুরুসিদ্ধ প্রণালীতে সাধকের সিদ্ধদেহের পরিচয় একাদশ ভাব, যথা—১। নাম ২। বর্ণ ৩। বস্ত্র ৪। বয়স ৫। সম্বন্ধ ৬। যূথ ৭। আজ্ঞা ৮। সেবা ৯। পরাকাষ্ঠা ১০। পাল্যদাসী ও ১১। নিবাস। (শ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

অত্র ক্রমঃ— রাগানুগীয়সম্যক্সাধননিরতায়োৎপন্নপ্রেম্ণে ভক্তায় সাক্ষাৎসেবাভিলাষমহোৎকণ্ঠায় ভগবতা সপরিকরস্বদর্শনং সেবাপ্রাপ্ত্যনুভাবকমলব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সকৃদ্দীয়ত এব। ততশ্চ নারদায়েব চিদানন্দময়ী গোপিকাকারতদ্ভাববিভাবিতা তনুশ্চ দীয়তে। ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকরপ্রাদুর্ভাবসময়ে সৈব তনুর্যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাদুৎপাদ্যতে উক্ত ন্যায়েন স্নেহাদি প্রেমভেদসিদ্ধ্যর্থম্।

অর্থ—রাগানুগা সাধনে সম্যক্ নিরত জাতপ্রেমা ভক্তই সাক্ষাৎ সেবাভিলাষে মহতী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ সাধকদেহে স্নেহাদি প্রেমভেদ লাভ করেন নাই। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ঐ ভক্তকে তদীয় সাধকদেহে ও স্বপ্নেও সেবাপ্রাপ্তির অনুভাবক স্বরূপ পরিকরসহ স্বীয় সাক্ষাৎ দর্শনও একবার দেন। তাহার পর ঐ ভক্তকে তদীয় দেহান্ত সময়ে (কিন্তু দেহান্ত হইলে—এই প্রকার অর্থ নহে) তদ্ভাববিভাবিত গোপিকাকৃতি চিদানন্দময় দেহ দান করেন।

যে প্রকার দাসীপুত্র রূপে জাত শ্রীনারদের দেহভঙ্গসময়ে তাঁহাকে চিদানন্দদেহ অর্পণ করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে পরিকরসহ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময়ে শ্রীযোগমায়া ঐ গোপিকাকৃতি চিদানন্দময় দেহকে গোপীগর্ভ হইতে উদ্ভাবিত করেন। কারণ ঐ দেহে স্নেহাদি প্রেমভেদ সিদ্ধির জন্যই যোগমায়া ঐ ভক্তকে গোপকন্যারূপে জন্ম দেন বুঝিতে হইবে।

কবে বৃষভানু পুরে আহির গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,

ইত্যাদি লালসাময়ী প্রার্থনাও শুদ্ধ ভক্তগণ করিয়া থাকেন। রাগানুগীয় সাধক প্রেমভক্তি (যাহার কার্য্য অন্তর্ব্বহিঃ পরানন্দময় শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার ও সর্ব্বাকর্ষক তদীয় মাধুর্য্যানুভব) লাভ করিলেই ব্রহ্মাণ্ডান্তরস্থিত লীলাসমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে কোন গোপিকার গর্ভে প্রবেশ করেন বুঝিতে হইবে।

(শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত লাভের ক্রম ও তদুপরি স্নেহাদি প্রেমভেদ মৎ সঙ্কলিত ভক্তিকল্পলতা গ্রন্থে সুবোধ্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ।)

এক্ষণে শ্রীনামাদি গ্রহণকারী শ্রীহরিভক্তমাত্রেরই (পুরুষ স্ত্রীমাত্রের) শ্রীবিগ্রহ (দেহ) ভজনক্রমে নির্গুণ হয়। ইহা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সাধক ভক্তগণের পরম মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ যাহার উপর আর শ্রেয় কিছুই নাই তদর্থ উল্লেখ করিতেছি, তাহা জ্ঞাত হইয়া ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ভক্তাপরাধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবেন। ভক্তের দেহে গুণময় ভাবনা উদয় হইলেই অনন্ত অপরাধ সৃষ্টি হয় ও পুনঃপুনঃ অধোগতি ঘটে এবং কোন কালেও ভক্তি লাভের আশা নাই। যথা—

হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম ।
তোমাস্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান ।। (প্রার্থনা)
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথা ।
উপাড়ে বা ছিড়ি যায় শুখি যায় পাতা ।।(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কলিতে অবতীর্ণ হন, সেই যুগে মদ্যপায়ী, স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি অনন্ত অসদাচারীরা কোন না কোনও জন্মে শুদ্ধ হইয়া উদ্ধার পাইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তাপরাধী উদ্ধার পায় না—

সভারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার ।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দুক দুরাচার । (চৈঃ ভাঃ)

নিন্দার উপলক্ষণে ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ বোদ্ধব্য ।

মদ্যপের গতিও আছে কোন কালে ।
পরচর্চ্চকের গতি দেখি নাই ভালে ।।(চৈঃ ভাঃ)
সহস্র সংখ্যক যম - যাতনা যতেকে ।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে ।। (ঐ) ইত্যাদি ।

প্রশ্ন—প্রেমপ্রাপ্ত ভক্ত পার্ষদদেহ পাইয়া লীলায় প্রবেশ করিলে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হয়। "ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকম্" এই প্রকার উক্তিকে অন্যথা করিতে উপায় নাই ও জগতেও দেখা যায়। তবে কোন কোন বিজ্ঞ বৈষ্ণব বলেন, ভক্তগণের দেহপাত মিথ্যা, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয় ? পাঞ্চভৌতিকদেহ পতিত হইয়াছিল— শ্রীনারদের সাধকদেহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে । ইহা অপলাপ করা চলে না ।

উত্তর—হরিভক্তগণের পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৪)—

প্রভু কহে– বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কভু নয় ।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়।।

শ্রীনারদের প্রতি শ্রীমহেশোক্তি যথা—বৃহদ্ ভাঃ ১।৩।৬০-৬১

নারদাহমিদং মন্যে তাদৃশানাং যতঃ স্থিতিঃ ।
ভবেৎ স এব বৈকুণ্ঠলোকো নাত্র বিচারণা ।।

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপতা ।।

অর্থ— হে নারদ ! আমি ইহাই মনে করি – তাদৃশ ভক্তগণ মর্ত্ত্যলোকবাসী হইলেও উহারা বৈকুণ্ঠবাসিদের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কারণ–তাদৃশ ভক্তগণ যে স্থানে অবস্থান করেন ঐ স্থানই বৈকুণ্ঠলোক; এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণাদি দিয়া বিচার করিতে প্রয়োজন মনে করি না অর্থাৎ আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণভক্তিসুধাপান বশতঃ তাঁহাদের দেহ দৈহিকের (স্ব দেহ ও পুত্র কলত্র বিষয় ভোগাদির) বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহাদের ভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরূপে পর্য্যবসিত হয় অথবা সচ্চিদানন্দরূপে পরিণত হয় ; যেমন শ্রীধ্রুবের দেহ হইয়াছিল। যেমন রসবিশেষ পান বশতঃ শরীর রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ বুঝিতে হইবে (টীকার্থ)।

শ্রীভক্তগণের দেহ ক্রমশঃ নির্গুণ হওয়ার প্রকার যথা— *"জহুর্গুণময়ং দেহং" (ভাঃ ১০।২৯।১০) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—অয়মত্র বিবেকঃ। গুরূপদিষ্টভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদণ্ডবৎপ্রণতি-পরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং "নির্গুণো মদপাশ্রয়"* ইতি *ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভির্ভগবদ্গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োহপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ততশ্চ ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিতি তুষ্টি পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসমিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ। তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ সম্পূর্ণপ্রেমণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্নির্গুণ এব দেহ স্যাৎ তদপি স্থূলদেহপাতঞ্চ বহির্মুখমতোৎখাতাভাবার্থং ভক্তিযোগস্য*

রহস্যত্বরক্ষণার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শ্যতে যথা মৌষললীলায়াং যাদবানাম্। ক্বচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষজ্ঞাপনার্থং ন দর্শ্যতে যথা ধ্রুবাদীনাম্। অত্র প্রমাণমেকাদশে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে শ্রদ্ধাদয়ো নির্গুণা গুণময়াশ্চেতি প্রদর্শয়তা—

যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ।।

ইত্যনেন ভক্ত্যৈব গুণময়াদিবস্তূনাং নির্জ্জয়ো নাশ এবোক্ত ভগবতা ।

অর্থ— জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি কেহই নির্গুণ নহেন, একমাত্র শ্রীভগবৎশরণাগত ভক্তই নির্গুণ। এই অর্থ শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের নিকট (ভাঃ ১১।২৫।২৬) "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" শ্লোকে বলিয়াছেন। এই প্রমাণে এস্থলে এই প্রকার বিচার করিতে হইবে—গুরূপদিষ্ট ভজনারম্ভদশা হইতেই ভক্তগণের কর্ণে শ্রবণাঙ্গ ভক্তি, বদনে কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি, মনে স্মরণাঙ্গ ভক্তি, সর্ব্বাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণতিরূপা ভক্তি ও হস্তাদিতে পরিচর্য্যাদিরূপা শুদ্ধা ভক্তি প্রবেশ করেন বলিয়াই অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায় সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়েন বলিয়াই শ্রীভগবৎগুণাদিকে শ্রোত্রাদিদ্বারা গ্রহণ করিয়া ভক্তগণের দেহ নির্গুণ হয়। আবার তাঁহাদের শ্রোত্রাদি ব্যবহারিক শব্দ গ্রহণ করে বলিয়াই দেহ গুণময়ও হয়। অতএব ভক্তগণের দেহ ভজনারম্ভ দশায় অংশে নির্গুণত্ব এবং অংশে গুণময়ত্ব হয়। তারপর "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ"(ভাঃ ১১।২) ইত্যাদি ন্যায়ে অর্থাৎ "ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যেরূপ প্রতিগ্রাসে তুষ্টি (সুখ) পুষ্টি (উদর ভরণ) ও ক্ষুধানিবৃত্তি আংশিক হয়, সম্পূর্ণ ভোজনে সম্পূর্ণ সুখাদি হয়, তদ্রূপ হরিভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির (ভক্তের) ভজনবৃদ্ধি তারতম্যে নির্গুণদেহাংশের বৃদ্ধিতারতম্য ঘটে। ইহা দ্বারা গুণময় দেহাংশের ক্ষীণতার তারতম্য হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ প্রেমের উদয়ে গুণময় দেহাংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়

বলিয়া ভক্তের দেহ সম্যক্ নির্গুণ হইয়া থাকে। তবে যে ভক্তের স্থূলদেহপাত দেখা যায়, উহা ইন্দ্রজাল বিদ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বুঝিতে হইবে। ভক্তের দেহপাতও হয়—এই প্রকার বহির্মুখদের একটি মত আছে। এই মতের উচ্ছেদন করিতে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করেন না এবং ভক্তিযোগের রহস্যও প্রকাশ করিতে দেন না। যেমন মৌষল লীলায় ইন্দ্রজালবিদ্যাবৎ কেবল মায়ায় যাদবগণের দেহপাত দেখাইলেন। উহা সম্পূর্ণ অবাস্তব, তদ্রূপও বুঝিতে হইবে। ভক্তিযোগের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কোন কোন স্থলে বা কোন কোন সময়ে মায়া রচনা করেন না— যেমন ধ্রুব প্রভৃতি।" ইহারা সশরীরেই বৈকুণ্ঠ আরোহণ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ যে ভক্তিদ্বারা যথাবস্থিত দেহে নির্গুণত্বপ্রাপ্ত হয়েন ইহা শ্রীভগবান্ ভাঃ ১১।২৫ অধ্যায়ে "যেনেমে" শ্লোকে উদ্ধবকে বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে। শ্রীনারদের দেহপাতও মিথ্যায় শ্রীভগবান্ দেখাইয়াছেন ইহাও বোধ্য।

প্রশ্ন— যাহারা ভক্তদেহকে গুণাতীত বলিয়া অবগত হয়, তাহাদের কি লাভ হয়? এবং যাহারা উহাকে মায়িক বলিয়া জানে তাহাদের কি হানি ঘটে? নির্গুণ দেহে ব্যাধি প্রভৃতি দেখা যায় কেন?

উত্তর— গুণাতীত ভাবনায় সংসার নাশ। গুণময় ভাবনায় সংসার বৃদ্ধি ও নরকগতি। "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য। সংসারবৃদ্ধি হওয়ার জন্য শ্রীভগবান্ মায়ায় ভক্তের দেহপাত দেখান এবং ভক্তের দেহে ব্যাধি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন; ইহা এক পরীক্ষা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইহা দিল পাঠাইয়া ।।
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে ।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধ দণ্ড পাইতাঙ তবে ।।চৈঃ চঃ ৩।৪

পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতি হউন, ইঁহারা শ্রীহরির ভজন করিলে নির্গুণ হন। ইঁহাদিগকে কায়মনে ও বাক্যে যথাযোগ্য আদর করিতে হয়, কোন ব্যক্তিকে অনাদর করিলে সর্ব্বশ্রেয় সাধন হইতে চ্যুত হইয়া মহারৌরব নরকে বাস করিতে হয়—শ্রীভক্তিশাস্ত্রে এই প্রকার বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার ।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ।।
এতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম ।
সে-ই বৈষ্ণব করি তার পরম সন্মান ।। (চৈঃ চঃ ২)

অতএব একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন—যে কোন ব্যক্তি, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পূজ্য হন। ইহা দ্বারা শ্রীনামাদি ভক্তি সাধনের সর্ব্বোর্দ্ধ মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

বৈষ্ণব না পূজে যেই নমস্কার করি ।
তার পাপ কদাচ না ক্ষমা করে হরি ।।
সভারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার ।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দুক দুরাচার ।।
চৌরাশি সহস্র যম যাতনা যতেকে ।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব নিন্দুকে ।।
মোর দাসেরে যে সকৃত নিন্দা করে ।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহরে ।।(চৈঃ ভাগবত।।)

ভক্তের দেহ নির্গুণ বলিয়াই তাঁহার অনাদর করিলে মহাদণ্ডপ্রাপ্তি ঘটে বুঝিতে হইবে। ভাঃ ২।১ "এতন্নির্বিদ্যমানানাং" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে উক্ত আছে—নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তিমতোঽপি নরকপাতঃ শ্রূয়তে। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিমান্ ব্যক্তি যদি নামাপরাধ আচরণ করেন, তাঁহারও নরকপাত শাস্ত্রে শুনা যায়। সুতরাং ১০ নামাপরাধ

পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে হয়। নামাপরাধের অন্তর্গতই ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ ।

প্রশ্ন—ভক্তের দেহ নির্গুণরূপে প্রমাণিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের দেহ একেবারে নির্গুণ নয় । কারণ তিনি রাধাদি গোপীগণকে রমণ করেন। রাসে (৩৩।২৫) সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে—"আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"। এই অংশের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন— শ্রীকৃষ্ণের চরমধাতু স্খলিত হয় নাই, উহাকে অবরুদ্ধ করিয়া তিনি গোপীদের সঙ্গে রমণ করিয়াছিলেন। দ্বারকায় মহিষীগণের সঙ্গে রমণ করিয়া বহু সন্তান তিনি উৎপাদন করিয়াছেন। এ জগতেও এই প্রকার দেখা যায়। শ্রীরাধাদি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে কামাভিভূতত্ব শাস্ত্রে দেখা যায়। উহাদের বিরহে শ্রীকৃষ্ণও কামাভিভূত হইয়া মহাদুঃখ পান—"অনঙ্গ বাণব্রণখিন্নমানস" ইত্যাদি। "অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ" ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান। আপনিও এই গ্রন্থে কাম-শব্দযুক্ত বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুস্পষ্টভাবে ৩য় অনুচ্ছেদে বৃহদ্ভাগবতামৃত টীকার অনুবাদে জানাইয়াছেন যে—যে কাম সর্ব্বার্থঘাতকরূপে প্রসিদ্ধ, সেই কাম গোপীগণের সম্বন্ধে (প্রেম বলিয়া) সংসার ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। আমরাও এইরূপ সিদ্ধান্ত করি— আমাদের জগতে স্ত্রী-পুরুষের যে বিলাসকে কাম বলে, ঐ বিলাসকেই ব্রজে প্রেম বলে। স্বরূপ ও কার্য্য একই কিন্তু নাম পৃথক্ রাসাদির লীলার অনুকরণ করিতে শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি।" এই সকল প্রমাণপূর্ণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরিকর ও তন্মধুরজাতীয় লীলাদি যে মায়িক বা গুণময় ইহাতে সংশয় নাই, কাম ভিন্ন রমণও হয় না।

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে বা তল্লীলাদিতে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিলেই ফলে মহানরকগতি হয়—

বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ।। (চৈঃ চঃ ১।৭)

ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীভগবৎবিগ্রহে কোন সময়ে কোন প্রকারে উহাতে প্রাকৃতত্ববোধ জন্মিলে উহা ঐ বিগ্রহের মহতী নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়।

চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণের মায়িক করি মানি ।
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী ।। (চৈঃ চঃ ২।২৫)

"বিষ্ণোর্দেহে মায়িকত্ববুদ্ধিমন্তো দুরাত্মন এব জ্ঞেয়াঃ" (ভাঃ ২।২।১৮ 'বিসৃজ্য' শ্লোকের বিঃ চঃ টীকা) অর্থ—শ্রীবিষ্ণুদেহে যাহারা মায়িকত্ব বুদ্ধি করে, তাহাদিগকেই দুরাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভগবান্ স্ত্রীসঙ্গ করেন, তাঁহার চরম ধাতু স্খলিত হয়, তাহাতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহার সন্তান উৎপত্তি দ্বারকালীলায় হইয়াছিল, ব্রজলীলায় কিন্তু ঐ ধাতু অবরুদ্ধ করিয়া তিনি গোপীদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন— ইত্যাদি ভাবনা যাহারা করে তাহারা ভক্ত নহে কিম্বা জ্ঞানীও নহে। ভক্তচিহ্ন বা জ্ঞানীর চিহ্ন ধারণ করিলেও উহাদিগকে দুরাত্মা ব লিয়া মনে করিতে হইবে।

প্রশ্ন - যদি বলেন- প্রেমে রমণ হয় ইহা বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ বলেন এবং অনুভব করিয়া অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবযুক্ত হইয়া থাকেন–ঐ প্রেমরমণ আমাদের বোধগম্য হয় না, সুতরাং আমাদের দোষ নাই ।

উত্তর— যদি বোধগম্য না হয় –সচ্চিদানন্দরূপাদির ধারণ ও ধ্যানাদি করিতে প্রবৃত্ত হন কেন? অত্যন্ত অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চতুর্ভূজরূপেরও ধারণা করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন–ভাঃ ২।২।১৩ "একৈকশঃ " শ্লোকের টীকায়– চিত্তশুদ্ধিতারতম্যেনৈব ধ্যানতারতম্য - যুক্তং তেনাত্যন্তাশুদ্ধচিত্তস্য নাত্রাধিকারং কিন্তু বৈরাজধারণায়ামেবেতি ব্যঞ্জিতম্। (টীকা বিঃ চঃ)।

অর্থ– চিত্তশুদ্ধি তারতম্যেই ধ্যানতারতম্য কথিত হইল। ইহাদ্বারা অত্যন্ত অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের চতুর্ভূজরূপ চিন্তনে অধিকার নাই, তাহাদের কিন্তু "বিরাট্" রূপচিন্তার অধিকার আছে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় মধুর পরিকরগণের লীলাদি চিন্তনে অধিকার আছে কেমন করিয়া? অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই তাদৃশ লীলাদি-মাধুর্য্যের স্ফুরণ পায় না বলিয়াই প্রাকৃতত্ব ধারণা করিয়া আত্মাকে অধঃপাতিত করে।

সৌরতশব্দে শ্রীগোপীগণের প্রেমময় ভাবহাবাদি অর্থ (বৈষ্ণবতোষণীতে) করা হইয়াছে।

সৌরত শব্দে সুরতসম্বন্ধি-ভাবহাবাদি অর্থ ভিন্ন চরমধাতুরূপ প্রসিদ্ধ অর্থ নাই।

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ।।

(ভাঃ ১০।৬০)

টীকা—সৌরতসংলাপৈঃ সুরতনর্ম্মগোষ্ঠিভিঃ। (স্বামী)। এই শ্লোকে সৌরতশব্দে সুরতসম্বন্ধি পরিহাসগোষ্ঠী অর্থ শ্রীস্বামিপাদ করিয়াছেন। সুতরাং চরম ধাতুরূপ অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রাহ্য নহে। তবে ঐরূপ অপ্রসিদ্ধ অর্থ কেন করিলেন? ইহার উত্তরে তোষণীকার বলেন— "শ্রীকৃষ্ণ কামাধীন নহেন।।" এইরূপ অর্থ জানাইবার জন্য অপ্রসিদ্ধ অর্থও স্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং চরমধাতুরূপ অর্থ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত দেখান হইল ।

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ" ইত্যাদি প্রমাণে ভাববিগ্রহা শ্রীগোপীগণের সঙ্গে তাঁহাদের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারামচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন এবং হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্তিমতী মহিষীগণের প্রেমানুরূপ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিহার করেন। এই মধুরজাতীয় বিহার সংসারাতীত শ্রীশুকদেবাদি

মহামুনিগণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়েন। উহাকে কামের লীলা বলিয়া ধারণা করা মহাঅপরাধ কিম্বা মহতী অজ্ঞতারই কার্য্য বলিয়া মনে হয়। যে লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনে হৃদয়ের মহারোগ কাম সমূলে অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়, উহাকে কামময়ীলীলা বলা যায় কি? ''হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচীরেণ ধীরঃ'' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) উদ্ধবাদি মহাভক্তগণ ও ভবভীত মুনিগণ শ্রীব্রজগোপীগণের ভাবপ্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন— *''বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ''* সেই অধিরূঢ় মহাভাব কি কামের কার্য্য? শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি জন্মিলেই সাধক ভক্তগণ কাম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া যান। নিত্যসিদ্ধ পরিকরে কাম আছে ইহা বলা হয় কোন্ প্রমাণে? কোন কোন ব্যক্তির যেমন দুইটি নাম থাকে, সেই প্রকার গোপীপ্রেম কামক্রীড়া অংশে সাম্য থাকায় কাম নামেও কথিত হয়—

সহজগোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়ার সাম্যে তারে কহি কাম ।। (চৈঃ চঃ)

স্বরূপেও মহা পার্থক্য। কারণ— কাম মায়াশক্তির কার্য্যবিশেষ আর কান্তাপ্রেম স্বরূপশক্তির চরম পরিণতি।

অতএব কাম প্রেমের বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ।।

অতএব কাম এবং মধুরজাতীয় প্রেমের স্বরূপ ও কার্য্য এক নহে বুঝিতে হইবে। শ্রীগোপীকৃষ্ণের 'বিলাস' মেঘবিমুক্ত নির্ম্মল সূর্য্যতুল্য ; উহা সাধকের অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়বর্গকে প্রেমালোকে আলোকিত করিয়া দেয়। জাগতিক স্ত্রী-পুরুষ বিলাস কিন্তু অন্ধতমসদৃশ, যাহার স্মরণাদি করিলে মানবের বাহ্যাভ্যন্তর কামরূপ মহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এই কারণে সন্মার্গ দেখা যায় না। কাম এবং প্রেমের স্বরূপ ও কার্য্য কিরূপে এক হইতে পারে? রাগমার্গীয় প্রেমের

সাধনরূপে চরমধাতুকে স্খলন না করিয়া পরকীয়া রমণী বিলাসকে যাহারা নিরূপণ করে, তাহারা এই প্রকার জঘন্য সাধনমার্গ কোন্ শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইল? *"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"* ইহার অর্থ লীলানুকরণ নহে। তত্তৎলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনপর হইতে হইবে, এই অর্থই বোদ্ধব্য । অনীশ্বর জীবের পক্ষে তাদৃশ লীলানুকরণ অধোগতির বিষয়ই। *"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ"* (ভাঃ ১০।৩৩) উহার মনদ্বারাও অনুকরণে অধোগতি অনিবার্য্য, শরীর দ্বারা যে তাহা হয় ইহা অস্বীকার্য্য হওয়ার উপায় আছে কি ? সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ ও রসরাজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপীগণও তদ্রূপ, উহাঁদের রসময়ী লীলাও চিদানন্দরূপা। জাগতিক মানবের দেহ মায়িক, সম্ভোগলীলা কামময়ী। কেমন করিয়া শ্রীগোপীকৃষ্ণলীলার 'সাদৃশ্য হইতে পারে—যে কারণে অনুকরণ হইবে বলিয়া তাহারা বলে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধকের উপস্থ্ ইন্দ্রিয়ে কামের বিকার আছে অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ না থাকিলেও অনেকের শয়নস্বপ্নাদিতে উপস্থে কাম বিকার দেখা যায়, তাদৃশ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে রহঃলীলা স্মরণাদির বিষয় নহে—"পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈর্ন গ্রাহ্যা" (ভক্তিসন্দর্ভ)। কারণ তাদৃশ সাধকের নিকট ঐ লীলা কামলীলারূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা স্ত্রীসহবাসীরা যে ঐ লীলাকে সম্পূর্ণ কামলীলা বলিয়া অনুভব করে, ইহাতে সংশয় কি? যে কাম সর্ব্বার্থঘাতকরূপে প্রসিদ্ধ ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে–

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম ।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ।।(চৈঃ চঃ)

ইন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছাই স্ব সম্বন্ধে 'কাম', উহাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'প্রেম' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কামের কার্য্য—সর্ব্বনাশ, অন্তে নরকে বাস। প্রেমের কার্য্য–কৃষ্ণবশ এবং সংসার নাশ। ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা দোষের বিষয় নহে, কিন্তু স্ব-বিষয়ক হইলেই দোষের বিষয় হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধাদি গোপীগণের স্বাভাবিক প্রেমের নামান্তর কাম হওয়ায় অনঙ্গ ও মদনাদি কামপর্য্যায় শব্দ সমূহকে ঐ প্রেমার্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনঙ্গবাণ ইত্যাদির অর্থ—শ্রীরাধিকার বিরহ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া পড়েন। "মদনমোহিত" বলিতে শ্রীরাধাকে না পাইয়া তদ্‌বিরহে শ্রীকৃষ্ণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কামও মদনাদিশব্দে অদম্য আকাঙ্ক্ষাও বুঝায়। অর্থাৎ শ্রীগোপীকৃষ্ণ পরস্পর দর্শনাদিতে যে অদম্য অভিলাষ বা মনোরথ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা কাম শব্দে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রীতি হইতেই সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ জাগে বুঝিতে হইবে ।

আত্মসুখ তাৎপর্য্যে যে কামের অর্থ আমরা পাইতেছি, উহা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত আত্মসুখই চিন্ময়, উহা স্বরূপশক্তির সাধারণ বিকাশ। শ্রীকুব্জা প্রভৃতি ও মহিষীগণে ইহার সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। ইহা মুনিগণের এবং ভক্তগণের কাম্য হইলেও ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন না। প্রাকৃত কাম–অতি অপবিত্র ও সর্ব্বার্থ নাশের মূল কারণ বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত কামাসক্ত ব্যক্তিরাই শ্রীগোপীগণ, মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসকেও প্রাকৃত কামবিলাস বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই প্রকার মনে করা বা ধারণা করা নামাপরাধেরই কার্য্য—"*বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি*" অর্থাৎ নামাপরাধই মনুষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃসাধনকে নষ্ট করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি আনয়ন করিয়া থাকে (মাধুর্য্য কাদম্বিনী)। শ্রীকৃষ্ণের সন্তানবর্গ নিত্যসিদ্ধ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাল্যাদি বয়স প্রকাশ করিয়া লীলায় কল্পে কল্পে আবির্ভূত হন। গুণাতীত শ্রীভগবান্ ও মহিষীগণ – উভয়ের সংযোগে প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষের সংযোগবৎ হইতে পারে কি ? রজ-বীর্য্যের একত্রে সন্তান উৎপন্ন হয়। তাদৃশ বিগ্রহে রজবীর্য্যের স্থান হইল কেমন করিয়া? '*সত্ত্বাদয়ো ন*

সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতগুণাঃ।' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য কামুক এবং মায়াবাদিগণের বিশ্বাসের বিষয় হয় না। 'বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।' অলমতিবিস্তরেণ।

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তিসংস্থো মৎস্বান্তদুর্দ্দান্তহয়েচ্ছুরাস্তাম্ ।।

(স্তবাবলী)

আভীরপল্লীপতি নন্দরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্য বিষয়ক মদীয় অভিলাষরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামীর চিন্তারূপ নির্ম্মল ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দ্দান্ত ঘোটকের অভিলাষী হউক, অর্থাৎ আমার চিন্তাভিলাষ শ্রীরূপের চিন্তান্বিত হইয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত থাকুক ।

যস্য কৃপালবেনাপি জনঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
তচ্ছ্রীকুণ্ডস্য তুষ্ট্যর্থং প্রবন্ধোহয়ং সদাস্তু মে ।।

সমাপ্তোহয়ং প্রবন্ধঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্রমন্দির হতে প্রকাশিত কতিপয় শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ

গ্রন্থ	মূল্য
১) শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি (অনুবাদ ও বিস্তৃতব্যাখ্যা)	১৫০
২) শ্রীশ্রীস্তবাবলী ১ম খণ্ড (টীকা, অনুবাদ ও বিঃ ব্যাখ্যা সহ)	১৫০
৩) শ্রীশ্রীস্তবাবলী ২য় খণ্ড (টীকা, অনুবাদ ও বিঃ ব্যাখ্যা সহ)	১৫০
৪) শ্রীশ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ও রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা (বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ)	১০০
৫) শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা প্রার্থনা (বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ)	৮০
৬) শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি (অন্বয়ানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ)	১০০
৭) শ্রীশ্রীসাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৮৫
৮) শ্রীশ্রীমাধুর্য্যতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৭০
৯) শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত গুটিকা	৮০
১০) শ্রীউৎকলিকাবল্লরি (অন্বয়ানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ)	৫০
১১) শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মর্ম্মানুবাদ (১ম ও ২য় খণ্ড)	১৫,২৫
১২) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা	২৫
১৩) শ্রীভক্তিকল্পলতা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	২০,৫,৫
১৪) শ্রীশ্রীমঞ্জরীস্বরূপ-নিরূপণ	৪০
১৫) রসদর্শন (রসতত্ত্বের দার্শনিক বিচার পদ্ধতি)	১৫
১৬) শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্	১৫
১৭) শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনাম	২০
১৮) তিন বাঞ্ছা	৮০
১৯) ভক্তিরস-প্রসঙ্গ	১৫
২০) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও ঐতিহ্য	১২
২১) সচিত্র ভবকূপে জীবের গতি	১২
২২) শ্রীগুরুতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৫
২৩) শ্রীভক্ততত্ত্ব-বিজ্ঞান	৬
২৪) শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান	৫
২৫) শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৭
২৬) শ্রীরাধাতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৫
২৭) শ্রীভক্তিতত্ত্ব-বিজ্ঞান	১৫
২৮) শ্রীনামতত্ত্ব-বিজ্ঞান	১০
২৯) রাগানুগাভক্তিতত্ত্ব-বিজ্ঞান	৬
৩০) প্রেমতত্ত্ব-বিজ্ঞান	১০
৩১) রসতত্ত্ব-বিজ্ঞান	১০
৩২) পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য	৫
৩৩) মঞ্জরীভাব-সাধন পদ্ধতি	৪
৩৪) সম্বন্ধ-কল্পদ্রুম	৫

हिन्दी प्रकाशन :—

क्रम	ग्रन्थ	मूल्य
१)	श्रीराधारससुधानिधि	१५०
२)	माधुर्यकादम्बिनी व रागवर्त्मचन्द्रिका	८०
३)	श्रीराधाकुण्ड महिमा व इतिहास	८
४)	संसार कूप में जीव की गति	८
५)	श्रीशिक्षाष्टकम्	२०
६)	श्रीबृहद्भागवतामृत—मर्मानुवाद	४०
७)	श्रीविलापकुसुमाजंलि	६५
८)	श्रीप्रेमभक्ति चन्द्रिका	२५
९)	श्रीगौरगोविन्द गुटीका	८५

Composing & Setting By :- *Shri Haricharan Das.*
Vrindavan. Phone & Fax- 91-(0565)446194.
E-mail: dasharicharan@yahoo.com